✲ সর্বশেষ শহর সংস্করণ

ভারতে সর্বাধিক প্রচারিত প্রথম শ্রেণীর দৈনিক

ESTD 1878 REGD. NO. C 1080

এন্টিস্যাপ্‌টিন
কার্বাঙ্কল, শোষ, দুর্গন্ধযুক্ত ঘা, পোড়া বা পোড়ার ঘা, প্রভৃতি কঠিন পীড়া কেবল লাগাইলেই সারিয়া যায়।
বিনা কষ্টে বিনা অস্ত্রে রোগমুক্তি

আনন্দ বাজার পত্রিকা

ANANDA BAZAR PATRIKA
India's Largest Selling Daily

স্থাপিত-১২৯৬
ভারত বস্ত্রালয়
ফোন: ৩৫-০৫৯৬
আধুনিকতম বিবিধ বস্ত্রের প্রাচীনতম প্রতিষ্ঠান
১৬২ বিপিন বিহারী গাঙ্গুলী ষ্ট্রীট • কলিকাতা-১২

৫০ বর্ষ, ২৮ সংখ্যা   শনিবার, ২৭ চৈত্র, ১৩৭৭ (২০ চৈত্র, ১৮৯৩ শক) Saturday, April 10, 1971   মূল্য—২২ পয়সা (22 Paise)

আগামী সপ্তাহেই বাংলা দেশের স্বাধীন সরকার

বরুণ সেনগুপ্ত

ভারত-বাঙলাদেশ সীমান্ত, ৯ এপ্রিল — স্বাধীন বাঙলাদেশের সরকার গঠনের কাজ খুব দ্রুত এগোচ্ছে। আর দশদিনের মধ্যেই, সম্ভবত ১৫ থেকে ১৭ এপ্রিলের ভিতরে, রাজশাহী বা কুষ্ঠিয়া শহরে আনুষ্ঠানিকভাবে স্বাধীন বাঙলাদেশের নতুন সরকার কাজ শুরু করবেন।

বাঙলাদেশের আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক জনাব তাজউদ্দীন আহমেদ বা অল পাকিস্তান আওয়ামী লীগের সম্পাদক আল হজ জাহিরুদ্দিন এই সরকারের প্রধানমন্ত্রী হচ্ছেন।

এই সরকার গঠিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে এশিয়ার অন্তত তিনটি বিশিষ্ট রাষ্ট্র এবং পৃথিবীর অন্যতম প্রধান শক্তিশালী রাষ্ট্র তাকে কূটনৈতিক স্বীকৃতি দেবে। কয়েকটি রাষ্ট্রের প্রতিনিধিদের সঙ্গে আওয়ামী লীগের নেতাদের কথাবার্তা হয়ে গিয়েছে।

তাজউদ্দিন, জাহিরুদ্দিন প্রভৃতি নেতারা এখন সমগ্র বাংলাদেশ ঘুরে নব নির্বাচিত পাক জাতীয় পরিষদের সদস্যদের সঙ্গে যোগাযোগ করছেন। তাঁরা চান, নবগঠিত সরকার আনুষ্ঠানিকভাবে কাজ শুরু করার সময় জাতীয় পরিষদের অধিকাংশ সদস্য সেখানে উপস্থিত থাকুন। ঠিক কবে নাগাদ অধিকাংশ সদস্য একটি নির্দিষ্ট স্থানে একত্র হতে পারবেন সেইটা এখনও বুঝতে না পারায় আওয়ামী লীগ নেতৃত্ব সরকার গঠনের স্পষ্ট দিনক্ষণ ঘোষণা করতে পারছেন না।

নতুন সরকারের অস্থায়ী রাজধানী স্থির করার ব্যাপারেও এখনও এই-জনাই স্পষ্ট কোনও সিদ্ধান্ত হতে পারেনি। প্রথমে স্থির ছিল, কুষ্ঠিয়ার অস্থায়ী রাজধানী হবে। তারপর এখন মোটামুটি ঠিক, রাজসাহী হবে রাজধানী। রাজসাহী ঢাকা ও চট্টগ্রামের পরই বাংলাদেশের বড় গুরুত্বপূর্ণ শহর। আর একটা মত, শ্রীহট্টকে রাজধানী করা হোক। তবে, ইতিমধ্যে যদি রাজশাহীর পরিস্থিতি পরিবর্তিত না হয় তাহলে অস্থায়ী সরকার ওখানেও হবে।

যেসব রাষ্ট্র নবগঠিত সরকারকে স্বীকৃতি দিতে রাজী হয়েছেন তাঁরা প্রায় সবাই স্বাধীন বাংলা দেশকে সর্বতোভাবে সাহায্যেরও প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। আওয়ামী লীগ নেতাদের তাঁরা জানিয়েছেন যে, আনুষ্ঠানিক স্বাধীন বাংলাদেশ সরকার গঠিত হওয়ার পরও যদি পাকিস্তানে সেনা ও বিমান বাহিনী হামলা না বন্ধ করেন, তাহলে তাঁরা নতুন সরকারকে প্রয়োজনীয় সব রকমের সামরিক সাহায্যও দেবেন।

আওয়ামী লীগ নেতারা এইসব রাষ্ট্রকে জানিয়েছেন যে, বাংলাদেশের

পঞ্চম পৃষ্ঠার তৃতীয় কলমে দ্রষ্টব্য

মুক্তিসেনার ছদ্মবেশে

শিলং, ৯ এপ্রিল—শ্রীহট্ট শহরে পশ্চিম পাকিস্তানি সেনারা নির্মম অত্যাচার চালাচ্ছে। পশ্চিম পাকিস্তানি বাহিনীর একটি দল — মুক্তিফৌজের ছদ্মবেশে শ্রীহট্ট শহরে প্রবেশ করে এলোপাথাড়ি গুলি চালিয়ে সাধারণ মানুষকে হত্যা করছে। একটি পরিবারের সাত বছরের একটি মেয়ে ছাড়া সকলকেই তারা গুলি করে মেরেছে।

পশ্চিম পাকিস্তানি সৈন্যরা বেসরকারী জীপ ও মোটরে করে শহরে ঢোকে। শহরে ঢোকার সময় তারা এই বলে চীৎকার করে—"আমরা বাঙ্গালী, আমরা মুক্তিফৌজ"। কিন্তু পরক্ষণেই তাদের মুখোশ খসে যায়। তাদের মেশিনগান, রাইফেল, স্টেন-গানের গুলিতে আশপাশের অসতর্ক অসামরিক লোকেরা প্রাণ হারায়।

—পি টি আই

সীমা লংঘন করলে পাক বিমান তাড়া করুন, ফেলে দিন

পূর্বাঞ্চলের ভারতীয় বিমানবহরকে দিল্লির নির্দেশ

বিশেষ সংবাদদাতা

নয়াদিল্লি, ৯ এপ্রিল—পূর্ববঙ্গে পাকিস্তান বিমান-বাহিনীর তৎপরতা বেড়ে যাওয়ায় ভারত সরকার পূর্বাঞ্চলে ভারতীয় বিমানবাহিনীকে সতর্ক থাকতে বলেছেন।

বাংলা দেশের মুক্তিফৌজের সঙ্গে যুদ্ধের সময় পাকিস্তান বিমান-বাহিনীর বিমানগুলি ভারতের আকাশ-সীমা লঙ্ঘন করছে বলেই এই সতর্কীকরণ।

ভারতে অনুপ্রবেশকারী পাকিস্তানী বিমানের পিছু ধাওয়া করে হটিয়ে দেবার অথবা প্রয়োজন হলে ওই সব বিমানকে নামিয়ে আনার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

পশ্চিম পাকিস্তান থেকে পূর্ব-বঙ্গে আরও বেশি সৈন্য পাঠানো হচ্ছে বলে জানা গিয়েছে। ইতিমধ্যেই বাংলা দেশে তিন ডিভিসন পশ্চিম পাকিস্তানী সেনা আছে। সেখানে আরও এক ডিভিসনের বেশি সৈন্য বাড়তে পারে।

বাংলা দেশে পাক বিমানবাহিনীর শক্তি বৃদ্ধির চেষ্টাও চলেছে।

পাকিস্তান বিভাগ অনিবার্য

—বি বি সি

নয়াদিল্লি, ৯ এপ্রিল—আজ এক উর্দু কর্মসূচীতে বি বি সি'র ভাষ্যকার বলেন যে, পাকিস্তান বিভাগ অনিবার্য।

তিনি বলেন যে, আগে হোক আর পরেই হোক সমস্যা সমাধানের জন্য পানজাবী সৈন্যদের কোন না কোন-ভাবে পূর্ব বাংলার স্বাধীনতা মেনে নেবার কথা ভাবতে হবেই।

তিনি অন্য দেশ দখলে রাখার জন্য নাৎসী ও কমিউনিসটদের চেষ্টার উল্লেখ করেন এবং বলেন যে, খুব ভাল যোগাযোগ ব্যবস্থা থাকা সত্ত্বেও ওই চেষ্টা ব্যর্থ হয়েছে।

তিনি আরও বলেন যে পূর্ব পাকিস্তানের ক্ষেত্রে স্বাধীনতার জন্য সেখানকার লোকেরা দৃঢ়সংকল্পবদ্ধ

সপ্তম পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য

মোটর চাপা পড়ে আহত বালিকার মৃত্যু

স্টাফ রিপোর্টার

বৃহস্পতিবার টালা পারকের কাছে মোটর চাপায় আহত সাড়ে তিন বছরের বালিকা মুন্না সোম শুক্রবার দুপুরে আর জি কর হাসপাতালে মারা গিয়েছে।

যশোর রণাঙ্গন অগ্নিগর্ভ

কৃষ্ণ দেবনাথ

লাউঝানির গেট (যশোহর) [illegible] এপ্রিল—আটচল্লিশ ঘণ্টা স্তব্ধ থাকার পর [illegible] আবার যশোহর রণাঙ্গন অগ্নিগর্ভ হয়ে ওঠে। পাকিস্তানী সেনারা দলে দলে দুর্গের ভিতর থেকে বেরিয়ে সামনের দিকে এগোতে থাকলে মুক্তিফৌজ তিনদিক থেকে তাদের ঘিরে ফেলে। গাছের উপর থেকে মেশিনগান চালিয়ে বহু পশ্চিমী সেনাকে খতম করা হয়। মাঠের মাঝে সামনাসামনি লড়াইয়ে আরও অনেক হানাদার মারা পড়ে। শেষে সন্ধ্যার ঠিক আগে মুক্তিবাহিনী দখলদারদের দুটি অগ্রবর্তী ঘাঁটি ছিনিয়ে নেয়। অন্যদিকে মেজর ওসমান তাঁর দশ হাজারী বাহিনী নিয়ে দুর্গের উত্তর দিকে ছাউনি ফেলেছেন।

পঞ্চম পৃষ্ঠার দ্বিতীয় কলমে দ্রষ্টব্য

হৃত সাম্রাজ্য পুনরুদ্ধারে মরীয়া পাক-বিমান

শহরে শহরে মুক্তিসেনার প্রতিরোধ

অদম্য মুক্তিফৌজের প্রবল প্রতিরোধের ফলে পাক সেনাবাহিনী দিশেহারা। এখন বর্ষার আগে শেষ ভরসা শুধু আকাশ থেকে বোমাবর্ষণ। স্বাধীনতার যুদ্ধে বাংলা দেশের মুক্তিফৌজ যে-সমস্ত এলাকা দখল করে নিয়েছিল, তার কিছু কিছু অংশ পুনর্দখলের মরীয়া চেষ্টায় এদিন পাক স্থল বাহিনীকে অবিরাম মদৎ দিয়েছে বিমানবাহিনী।

ছত্রীসৈন্য এনে বোমা ফেলে পাক ফৌজের শ্রীহট্ট আক্রমণ

[ধ্রুব মজুমদার, কল্পনা গুপ্তা, অমিয় দেবরায়, রমেশচন্দ্র দাস]

মুক্তি যোদ্ধাদের হাত থেকে শ্রীহট্ট শহর পুনরুদ্ধারের জন্য পাকিস্তানী হানাদার মরীয়া হয়ে যুদ্ধে নেমেছে। শুক্রবার নানা সূত্র থেকে সংবাদ এসেছে, পাক বিমান শহরটির উপর বৃষ্টিধারার মত বোমা ফেলে চলেছে। মৃতের সংখ্যা শত শত।

শ্রীহট্ট ও মেঘালয় সংলগ্ন ডাউকি থেকে **ধ্রুব মজুমদার** জানিয়েছেন জঙ্গী বিমান শ্রীহট্ট শহরে নাপাম বোমা ফেলছে। শিলং থেকে **কল্পনা গুপ্তার** খবর, এই নয়া আক্রমণের তোড়ে প্রায় দুই শত উদ্বাস্তু শিলং এসে পৌঁছন। অনেকে আহত, আশ্রয় নিয়েছেন হাসপাতালে, তাদের মধ্যে একজন সাত বছরের মেয়ে। আগরতলা থেকে **অমিয় দেব রায়** আরও খবর দিয়েছেন, ঢাকা ও কুমিল্লা ক্যানটনমেনট থেকে বিমান বা হেলিকপটারে এনে পাকিস্তানী ছত্রী সৈন্য শ্রীহট্ট শহরের উপরে নামানো হচ্ছে। করিমগঞ্জ থেকে **রমেশচন্দ্র দাস** জানিয়েছেন জিন্দাবাজারের পবিত্রস্থান পাঁচপীরের মোকাম পাক বোমায় বিধ্বস্ত।

বীভৎস্য দৃশ্য

ধ্রুব মজুমদার ডাউকি থেকে আরও জানান, পাকিস্তানী জঙ্গী ফৌজ শ্রীহট্টে যে নাপাম বোমা ফেলেছে তাতে আমার আর বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই। শ্রীহট্ট শহরের নায়রপোলে গিয়ে আমার সব সন্দেহের নিরসন ঘটে।

পাক ফৌজ ৬ এপ্রিল ওই এলাকায় বিমান থেকে গোটা দশেক

সপ্তম পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য

মুক্ত শহর রাজসাহীতে শুক্রবার পর্যন্ত মোট গোলাবর্ষণ হয়েছে ১৫ বার। লক্ষ্যস্থল ঠিক না রেখে হানাদার বিমান বাহিনী এলোপাথাড়ি বোমা ফেলেছে রংপুর, শ্রীহট্ট, দিনাজপুর, ফেনী, হরিপুর, কুমিল্লা কুষ্ঠিয়া এবং আরও কয়েকটি জায়গায়। তৎপর মুক্তিফৌজের তারা বিশেষ ক্ষতি করতে পারেনি, তবে অসামরিক ব্যক্তিদের মধ্যে নিহতের সংখ্যা অনেক।।

মুক্তিফৌজ গত দুদিন ধরেই রাজসাহী শহর এবং ক্যানটনমেনট দখল করে রেখেছে। পলাতক সেনা-বাহিনী আশ্রয় নিয়েছে শহর থেকে ছ' মাইল দূরে এক আম বাগানে। তাদের সাহায্যের জন্য জঙ্গীশাহী আকাশ থেকে বোমা ফেলে, মুক্তিফৌজ বিমানধ্বংসী কামান নিয়ে লড়ছে।

মুক্ত শ্রীহট্ট শহরের পুনরুদ্ধারের চেষ্টারও বিরাম নেই। খবরে প্রকাশ, পাক বাহিনী সাধারণ নাগরিকের ছদ্মবেশে জীপ গাড়িতে চড়ে এসে 'আমরা বাঙ্গালী, জয় বাংলা'—এই প্রকার নকল ধ্বনি দেয়। পরে মুখোস খুলে ফেলে মেশিনগান চালায়। মুক্তিফৌজের তৎপরতায় বিশ্বাস-ঘাতকতা প্রতিহত হয়েছে। পাক ফৌজ বোমা ফেলে হরিপুরে তেলের ডিপোটি জ্বালিয়ে দিয়েছে।

ঢাকা এলাকা থেকে শুরু হয়েছে দ্বিমুখী আক্রমণ। শহর থেকে ৫৬ কিলোমিটার দূরে মাণিকগনজের দিকে একটি সেনাদলকে অগ্রসর হতে দেখা গেছে।

পঞ্চম পৃষ্ঠার চতুর্থ কলমে দ্রষ্টব্য

নীলফামারি শহর মুক্ত

জলপাইগুড়ি, ৯ এপ্রিল—শীর্ষস্থানীয় আওয়ামী লীগ নেতা শ্রীআমিনুল হকের মতে, মুক্তি ফৌজ এক ঘণ্টা ধরে লড়াইয়ের পর নীলফামারি শহরটি পাক সৈন্যের হাত থেকে আবার ছিনিয়ে এনেছে। পাক বাহিনী গত বুধবার ওই শহরটি দখল করে নেয়।

এদিকে নীলফামারি জেলের বন্দীরা জেল ভেঙে বেরিয়ে পড়ে। জেলখানার অবাঙালি কর্মচারীরা তাদের হাতে নিহত হয়।

—পি টি আই

দিনাজপুর রেল স্টেশন। প্ল্যাটফর্মে দাঁড়িয়ে ট্রেন।
—চিত্র : সত্যেন সেন

আবার দিনাজপুরের চারদিকে বারুদের গন্ধ

সুখরঞ্জন দাশগুপ্ত

মুক্তিফৌজের অগ্রবর্তী ঘাঁটি চিনিরবন্দর, দিনাজপুর, ৯ এপ্রিল—তিনদিন মুক্তিফৌজের দখলে থাকার পর পাকিস্তানী জঙ্গীবাহিনী আজ ভোরে দিনাজপুর শহর আক্রমণ করে। রংপুর জেলার সৈয়দপুর ক্যানটনমেনট থেকে সারি সারি ট্যাংক নিয়ে জঙ্গী-বাহিনী শহরের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ার চেষ্টা করে।

'বাংলাদেশের' সময় রাত নয়টার খবর, সেখানে গোলাগুলি চলছে। চিনিরবন্দরে মুক্তিফৌজ প্রচণ্ডভাবে জঙ্গীবাহিনীকে বাধা দেয়। এই লড়াইয়ে দুই পক্ষের হতাহতের সংখ্যা বহু।

গতকাল আমি এবং আমার সহ-কর্মী ফটোগ্রাফার সত্যেন সেন মুক্ত দিনাজপুর শহরে কয়েক ঘণ্টা কাটিয়ে আসি। পাকফৌজের পুনরাক্রমণের বিন্দুমাত্র পূর্বাভাস ছিল না কিংবা আশংকাও নয়। কেউ তেমন কিছু বলেও নি। কাল রাতে আমরা শহর ছেড়ে চলে আসার মাত্র কয়েক ঘণ্টা পর আজ ভোরে পাকসৈন্য সৈয়দপুর ক্যানটনমেনট থেকে বেরিয়ে আশপাশের বহু গ্রামে আগুন ধরিয়ে দিয়ে এগোতে থাকে। ভীতসন্ত্রস্ত সাধারণ নাগরিকরা পালানোর চেষ্টা করলে জঙ্গী-বাহিনী তাঁদের গুলি করে হত্যা ছিল বন্দুক-কাঁধে পশ্চিমী মুসলমান।

পঞ্চম পৃষ্ঠার সপ্তম কলমে দ্রষ্টব্য

করাচি থেকে আরও ন'জাহাজ রসদ আসছে

আগরতলা, ৯ এপ্রিল—বাংলা-দেশের যুদ্ধরত কাহিল দখলদার-বাহিনীকে নতুন করে রসদ যোগান দেবার জন্য পাকিস্তানের ৬টি বাণিজ্য-জাহাজে আরও সৈন্য, অস্ত্রশস্ত্র ও খাদ্য পাঠানো হয়েছে। জাহাজগুলি করাচি থেকে চট্টগ্রাম যাত্রা করেছে।

এর আগে অনুরূপ আরও তিনটি জাহাজ চট্টগ্রাম অভিমুখে রওনা দিয়েছে। ওই দুটি তার অতিরিক্ত।

সীমান্তের ওপার থেকে বিশ্বস্ত-সূত্রে ওই খবর পাওয়া গিয়েছে।

—ইউ এন আই

লড়াইয়ের মাঝখানে খানিক বিশ্রাম। রাজশাহী মেডিকেল কলেজের এই ছাত্ররা পাক বাহিনীর কাছ থেকে ছিনিয়ে আনা অস্ত্র নিয়ে বসেছে একটি অগ্রবর্তী ঘাঁটিতে।
—চিত্র : সত্যেন সেন

আনন্দবাজার পত্রিকা

বিমান মাশুল (অতিরিক্ত)
আসাম, মণিপুর, নাগাল্যাণ্ড, ত্রিপুরা ও উত্তরবঙ্গ — প্রতি সংখ্যা ৪ পয়সা
জামসেদপুর ও রাঁচি „ „ ২ পয়সা

Tele. — ANANDABAZAR, Cal
Phone : 23-2283 (Seven Lines)
23-8541 (Five Lines)
POST BOX NO. 2536 G.P.O.

১লা ফেব্রুয়ারি, ১৯৭১ তারিখ হইতে পরিবর্তিত চাঁদার হার:—

	বার্ষিক	ষান্মাসিক	ত্রৈমাসিক
কলিকাতা	৭৭.০০ টাকা	৩৯.০০ টাকা	২০.০০ টাকা
সডাক			
ভারতে	৯৫.০০ টাকা	৪৮.০০ টাকা	২৪.৫০ পয়সা
ভারতের বাহিরে জাহাজ ডাকে	১৮৫.০০ টাকা	৯৩.০০ টাকা	৪৭.০০ টাকা
বিমান ডাকে			
আসাম	১১৮.০০ টাকা	৬০.০০ টাকা	৩১.০০ টাকা
ভারতের অন্যান্য স্থানে	২৫৯.০০ টাকা	১৩০.০০ টাকা	৬৫.৫০ পয়সা
রবিবাসরীয় সংখ্যা			
ভারতে	১৪.০০ টাকা	৭.৫০ পয়সা	××××
ভারতের বাহিরে জাহাজ ডাকে	২৯.০০ টাকা	১৫.০০ টাকা	××××

অন্যান্য চাঁদার হারের জন্য যোগাযোগ বাঞ্ছনীয়।

কর্মখালি

বিশ্বভারতী

(বিজ্ঞাপন নং ১৩/৭১)

বিশ্বভারতীর অন্তর্গত পল্লী সংগঠন বিভাগের কুটির শিল্প শিক্ষাকেন্দ্রের ছাত্রী আবাসের জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের নিয়মানুযায়ী মহার্ঘ ভাতা সহ ১১০—৩—১৩১—৪—১৫৫ যোঃ বাঃ ৪—১৭৫—৫—২০০ স্কেলে একজন ওয়ার্ডেনের জন্য উপযুক্ত মহিলা প্রার্থীগণের নিকট হইতে নির্দিষ্ট ফর্মে আবেদনপত্র আহবান করা যাইতেছে। পদটি অস্থায়ী কিন্তু স্থায়ী হওয়ার সম্ভাবনা আছে। যোগ্যতা : (ক) প্রার্থীগণকে ম্যাট্রিকুলেশন / স্কুল ফাইন্যাল/হায়ার সেকেণ্ডারী পরীক্ষায় অবশ্যই উত্তীর্ণ হইতে হইবে। (খ) মেয়েদের হোস্টেল চালাইবার অন্তত দুই বৎসর অভিজ্ঞতা বাঞ্ছনীয়। (গ) বয়স ৩৫ বছরের কম যেন না হয়। সদা সর্বদাই মেয়েদের হোস্টেলে থাকিতে হইবে। সেজন্য বিনা ভাড়ায় মেয়েদের হোস্টেলে একটি ঘর দেওয়া হইবে। নির্দিষ্ট ফর্মে আগামী ৮-৫-৭১ তারিখের মধ্যে কর্মসচিব, বিশ্বভারতী, পোঃ শান্তিনিকেতন, জেলা বীরভূম এই ঠিকানায় আবেদন পত্র পাঠাইতে হইবে। কর্মসচিব মহাশয়কে ডাকযোগে ০·৫০ পয়সার রেখাঙ্কিত পোষ্টাল অর্ডার পাঠাইলে অথবা নগদ ০·২৫ পয়সা জমা দিলে (যেখান নিজে ঐখান হইতে লইবেন) উক্ত ফর্ম পাওয়া যাইবে। অন্যত্র কার্যে নিযুক্ত আছেন এইরূপ প্রার্থিগণকে স্বীয় নিয়োগ কর্তার মাধ্যমে আবেদন পত্র পাঠাইতে হইবে। ইন্টারভিউ-এ মনোনীত প্রার্থিগণকে একদিকের দ্বিতীয় শ্রেণীর ট্রেন ভাড়া দেওয়া হইবে। (৫৩০৫)

কর্মপ্রার্থী

কর্মপ্রার্থী অঙ্কে এম-এস-সি পাড়। বিজ্ঞানের ছাত্র-ছাত্রী টিউশনি চাই। বক্স নং ৫৭৮৬ আনন্দবাজার, কলি-১। (সি-১৫৯২)

অফিস-গুদাম-দোকান

রাস্তার উপর বড় একটি ঘর-ভাড়া দিব দোকান, গুদামের উপযোগী, সাহা ১১৩ লেকটাউন ব্লক-এ, কলিঃ ৫৫। (সি ১৫২৩)

ভাড়া বা লীজ

শিয়ালদহে বড় পাইস হোটেল লিজ। ছোট কারখানা প্রেসের ঘর ভাড়া। বহুবাজারে দোকান বিক্রয়। অখিল শীল শ্রদ্ধানন্দ পার্ক, ১নং স্টল। (সি-১৫৭৮)

ক্রয়-বিক্রয়

নূতন 'ইণ্ডিয়া' পাখা পাওয়া যাইবে। এ, সি ৭২", ৫৬", ৪৮", ৩৬" সিলিং, ডি, সি ৫৬" সিলিং, এ, সি ১৬" পেডেস্টাল। খোঁজ করুন ৪, দত্তপাড়া লেন, কলিকাতা-৬, ফোন : ৩৩-৫৬৭৩। (৫৫৯৬ এ)

ঔষধ ও চিকিৎসা

যৌন ব্যাধি কি ?

কেন? ও তার বৈজ্ঞানিক চিকিৎসার অন্যতম প্রতিষ্ঠান—এ রায়, ইণ্ডিয়া ক্লিনিক, ১১৬/১/১ হ্যারিসন রোড, কলিকাতা-৭। ফোন : ৩৪-৩৯৪০। (৪৮৯৭ এ)

ক্যাটারিং

ক্যালকাটা ক্যাটারারস বিবাহাদিতে একমাত্র নির্ভরযোগ্য সুস্বাদু খাদ্য পরিবেশক। যোগাযোগ করুন। ৪৪-বি, লেক প্লেস (৪৬-২০৯২) শাখা-১১ হেমেন্দ্র সেন স্ট্রীট (৫৫-৪৪৩২)। (সি-১৫৮৫)

সঙ্গীত-কলা

৬ ঘণ্টা মধ্যে আপনি নিজের প্লাসটার মূর্তি পাবেন। প্রচার জন্য বাড়ি গিয়া করিয়া দেই। মাত্র ৩০, মাটির—২০,। আর্টিস্ট বাসু পাল, ভদ্রকালী, হুগলী। (সি ১২৮২)

নাম ঠিকানা পরিবর্তন

আমি রণজিৎকুমার দাস মেদিনীপুর নিবাসী ৭-৪-৬৮ প্রেসিডেন্সী কোর্টে এফিডেভিট দ্বারা রণজিৎকুমার রায় হইয়াছি। (সি-১৭৬৮)

পত্রযোগে মিতালি

দেশেবিদেশে কলমবন্ধু পেতে হলে অবিলম্বে সভ্য হউন। সেক্রেটারী, পেনপলস ইণ্ডিয়া, ৩এ, নর্দার্ন এভেনিউ, কলি-৩৭। (সি ১৮১৫)

পুস্তক ও সাময়িকপত্র

বায়োকেমিক গৃহ চিকিৎসা

ডাঃ চ্যাপম্যান বায়োকেমিস্ট্রি বাংলা সংস্করণ দাম ছয় টাকা। প্রকাশক—হরেন অ্যাণ্ড ব্রাদার্স, ৩৪নং স্ট্র্যাণ্ড রোড, কলিকাতা-১। (৪৭৬৯ এ)

লটারী

USABILA আয়োজিত লটারী ১০ই এপ্রিলের পরিবর্তে ১০ই মে অনুষ্ঠিত হবে। সভাপতি মিসেস উর্মিলা মিত্র। (সি ১৮০২)

ব্যবসা-বাণিজ্য

সকল প্রকার এয়ার কমপ্রেসর-এর জন্য এলিট ইণ্ডাস্ট্রিজে যোগাযোগ করুন। পি-২ রাজা এস, সি মল্লিক রোড, গড়িয়া ২৪ পরগণা, ডিলার ও এজেণ্ট আবশ্যক। (বি ও ৪৫৪১)

সভাসমিতি

ফেয়ার প্রাইস শপ ওনার্স এ্যাসোসিয়েশন কলিকাতা

বার্ষিক সাধারণ সভা

আগামী ১২ই এপ্রিল ভারত সভা ভবনে (বহুবাজার স্ট্রীট) সোমবার সন্ধ্যা ৫-৩০ মিঃ এ সমিতির বার্ষিক সাধারণ সভায় কলিকাতা শিল্পাঞ্চলের রেশন দোকান মালিকগণের উপস্থিতি প্রার্থনীয়। সুবোধ পাল, সম্পাদক। (সি ১৫৮৭)

স্মৃতির উদ্দেশ্যে

'করুণাবালা দেবী'
মৃত্যু সন ১৩৭৫ সাল
২৭শে চৈত্র, বৃহস্পতিবার

দেখতে দেখতে দুটি বছর কেটে গেল

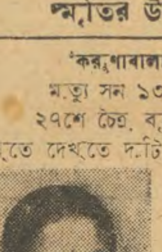

তুমি এই পৃথিবী থেকে চিরবিদায় নিয়েছো। তোমার স্মৃতিচিহ্ন আঁকড়ে ধরে এখনও বেঁচে আছি। হে পুণ্যবতী, সতীলক্ষ্মী দেবী, তুমি যেখানেই থাক তোমার অমর আত্মার অশেষ শান্তি কামনা করি। শ্রীফণিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়, মাণিকতলা। (সি ১০৩০)

টেণ্ডার

দামোদর ভ্যালি কর্পোরেশন

ডি ভি সি এর পক্ষে এক্‌জিকিউটিভ এঞ্জিনীয়ার (সি), বোকারো ডিভিসন সার্কেল ২, ডি ভি সি, পোঃ অঃ বোকারো থার্মাল, জেলা হাজারীবাগ কর্তৃক এতদ্দ্বারা অভিজ্ঞ, নির্ভরযোগ্য ও সুদৃঢ় আর্থিক সঙ্গতিসম্পন্ন ঠিকাদারদের নিকট হইতে "বোকারোস্থ এফ এম, জি এম এবং এইচ এম টাইপ কোয়ার্টার্সের প্রত্যেকটি কম্পাউণ্ডে ফেন্সিং এর ব্যবস্থা" করা কাজের জন্য ডি ভি সি ফরম টি/৩'তে সীলকরা টেণ্ডার আহবান করা হইতেছে।

অনুমিত ব্যয়বরাদ্দ ৮৩৩০৪, টাকা ও জমা দেয় বায়নার পরিমাণ ৮৩৩, টাকা। টেণ্ডারের কাগজপত্রের মূল্য ১০, টাকা (অফেরতযোগ্য)।

টেণ্ডারের কাগজপত্র উপরোক্ত অফিসার কর্তৃক ২৭-৪-৭১ তারিখ বিকাল ৪টা পর্যন্ত গৃহীত হইবে এবং উহার অব্যবহিত পর উপস্থিত ঠিকাদারগণ বা তাঁহাদের অনুমোদিত প্রতিনিধিগণের সমক্ষে খোলা হইবে। টেণ্ডারের কাগজপত্রে বর্ণিতমত যে-কোন প্রণালীতে বায়নার টাকা জমা দিতে হইবে। টেণ্ডার খোলার তারিখে টেণ্ডারের কাগজপত্র বিক্রয় করা হইবে না এবং টেণ্ডারের কাগজপত্রের মূল্য বাবদ ডাকযোগে প্রেরিত টাকা গৃহীত হইবে না। (৫৪২২ এ)

টেণ্ডার

পারচেজ নং ডবলিউ ডবলিউ/৫/৭১

দুর্গাপুর প্রজেক্টস লিঃ, ১ শেক্সপীয়ার সরণি, কলিকাতা-১৬ কর্তৃক ১০০ মেঃ টন সোডিয়াম অ্যালুমিনেট পাউডার ক্রয়ের জন্য সীল-করা টেণ্ডার আহবান করা হইতেছে।

"দি দুর্গাপুর প্রজেক্টস লিঃ"-এর অনুকূলে-কাটা রেখিত ইণ্ডিয়ান পোস্টাল অর্ডারে ৫, টাকা আদায় দিলে ২৬-৪-৭১ তারিখ মধ্যাহ্ন ১২টা পর্যন্ত যে-কোন দিন অফিস চলাকালে উপরোক্ত ঠিকানায় পারচেজ ডিপার্টমেণ্টের ম্যানেজারের অফিসে টেণ্ডারের কাগজপত্র পাওয়া যাইবে। টেণ্ডার ২৭-৪-৭১ তারিখ বেলা ৩টায় খোলা হইবে। কোন কারণ না দর্শাইয়া যে-কোন বা সমস্ত টেণ্ডার অগ্রাহ্য করার অধিকার সংরক্ষিত। (৫৫৯৪)

পশ্চিমবঙ্গ সরকারের অফিসে ব্যবহারের জন্য কাঠের ফার্নিচার যথা টেবল, চেয়ার, বেঞ্চ, ফোল্ডিং পার্টিশন ইত্যাদি সরবরাহের নিমিত্ত পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যপালের শিরোনামে পিডব্লুডি-এর অ্যাসিস্ট্যাণ্ট সেক্রেটারি-৩-এর মারফত "ফার্নিচারের জন্য টেণ্ডার" শীর্ষাঙ্কিত সীলকরা টেণ্ডার আহ্বান করা যাইতেছে। টেণ্ডারদাতাদের নিজস্ব কারখানা থাকা চাই এবং টেণ্ডারের সহিত কারখানার ঠিকানা লিখিত থাকা চাই। উক্ত অ্যাসিস্ট্যাণ্ট সেক্রেটারি-৩ রাইটার্স বিল্ডিংস (ব্লক ৪, চতুর্থ তল), কলিকাতা-১-এর অফিসে বিবরণী পাওয়া যাইবে। অর্ডার দেওয়ার তারিখ হইতে ১৫ দিনের মধ্যে সফলকাম টেণ্ডারদাতাকে একটি চুক্তিতে স্বাক্ষর করিতে হইবে। কলিকাতা-১ অধীন রাইটার্স বিল্ডিংসে পিডব্লুডি-এর সি এস ব্রাঞ্চে ('সি' ব্লক, সর্বোচ্চ তল) চুক্তির ফরম দেখা যাইবে। আয়কর ও বিক্রয়কর পরিশোধের বৈধ শংসাপত্র, উক্ত অফিসারের অনুকূলে বায়না বাবদ টাকা (২০০, টাকা) জমা দেওয়ার আর বি আই চালান দ্বারা সমর্থিত টেণ্ডার ২৪শে এপ্রিল ১৯৭১ তারিখ বেলা ৪টার মধ্যে তৎকর্তৃক গৃহীত হইবে। কলিকাতায় রাইটার্স বিল্ডিংসে ডি ব্লকের ৪র্থ তলে পিডব্লুডি-এর অ্যাসিস্ট্যাণ্ট সেক্রেটারি-৩ কর্তৃক ২৬শে এপ্রিল ১৯৭১ তারিখ বেলা ১২টায় টেণ্ডার প্রকাশ্যে খোলা হইবে। যে কোনো টেণ্ডার গ্রহণ বাধ্যতামূলক নহে।

১২৪৩(৩) আইপিআর/এ/৭১ (৫৭০১)

টেণ্ডার

পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য বিদ্যুৎ পর্ষৎ

টেণ্ডার নোটিস নং এস ই/টেক/১
তাং ৮-৪-৭১

মালপত্র যথা, কাঠের খুঁটি, রেলের খুঁটি, সিমেণ্ট, কণ্ডাক্টার ড্রাম, রকমারি মালমসলা প্রভৃতি দক্ষিণ বঙ্গের সমস্ত জেলায় পরিবহণের নিমিত্ত যথোপযুক্ত সঙ্গতিসম্পন্ন প্রখ্যাত ট্রান্সপোর্ট কোম্পানীর নিকট হইতে কলিকাতা-১ অধীন ১, কিরণশঙ্কর রায় রোডস্থ নিউ সেক্রেটারিয়েট বিল্ডিংস (৮ম তল)-স্থিত নিম্ন স্বাক্ষরকারী কর্তৃক ফার্মের নিজস্ব সীলযুক্ত দুই প্রস্থে সীল করা টেণ্ডার আহবান করা যাইতেছে।

হাল সময়ের আয়কর পরিশোধের সার্টিফিকেট দেখাইলে শনিবার বাদে যে কোন কাজের দিন বেলা ১১টা ও বেলা ৩টার মধ্যে অনুরোধক্রমে এই অফিসে এক টাকার পোষ্টাল অর্ডার দিয়া বিস্তারিত স্পেসিফিকেশন পাওয়া যাইবে। তালিকাভুক্ত ঠিকাদারের ক্ষেত্রে ইহা প্রযোজ্য হইবে না।

২১-৪-৭১ তারিখ বিকাল ৫টা পর্যন্ত টেণ্ডার গৃহীত হইবে এবং পরদিন বেলা ৩টার সময় উপস্থিত টেণ্ডারদাতাদের সমক্ষে খোলা হইবে।

স্বাঃ পি, কে, দাশগুপ্ত
সুপারিণ্টেণ্ডিং এঞ্জিনীয়ার (টেক)
(৫৭০৬)

কলিকাতা ইমপ্রুভমেণ্ট ট্রাস্ট

১৯৭১-৭২ সালে উর্দি সরবরাহের জন্য টেণ্ডার আহবান করা যাইতেছে। কলিকাতা-১২ অধীন পি-১৬ ইণ্ডিয়া এক্সচেঞ্জ প্লেস এক্সটেনশনে জেনারেল ডিপার্টমেণ্টে বিবরণী জানা যাইবে এবং ঐ বিভাগেই প্রতিটি ২, টাকা মূল্যে টেণ্ডার ফরম পাওয়া যাইবে।

নির্ধারিত ফরমে দুই প্রস্থে সীলকরা খামে 'ইউনিফরম' শীর্ষাঙ্কিত টেণ্ডার ২০শে এপ্রিল ১৯৭১ তারিখ বেলা ১২টা পর্যন্ত সেক্রেটারি কর্তৃক গৃহীত হইবে।

বায়না বাবদ ৮৬৪, টাকা ১৯শে এপ্রিল ১৯৭১ তারিখ বেলা ৩টার মধ্যে অবশ্যই জমা দিতে হইবে।

ডি এস সি বনার্জি
চেয়ারম্যান
(৪৭৮৫)

হাওড়া ইমপ্রুভমেণ্ট ট্রাস্ট

১৯, গ্রাণ্ড ট্রাঙ্ক রোড (সাউথ)
হাওড়া

১৯৭০-৭১ সালের ৩৭নং টেণ্ডার নোটিস

"আনুষঙ্গিক কাজ সহ বিভিন্ন আকারের আর সি সি সিউয়্যার সরবরাহ ও স্থাপনের" জন্য চেয়ারম্যান, হাওড়া ইমপ্রুভমেণ্ট ট্রাস্ট কর্তৃক প্রত্যেক গ্রুপের জন্য দুই প্রস্থে সীলকরা টেণ্ডার এতদ্দ্বারা আহবান করা যাইতেছে।

গ্রুপ নং	কাজের সাইট	অনুমিত ব্যয়	বায়নার পরিমাণ
এ।	নটবর পাল রোড হইতে শ্রীনাথ পল্লী পর্যন্ত	৬,৭৭,৭০৩, টাকা	১৩,৫৫৫, টাকা
বি।	নরসিংহ দত্ত রোড বরাবর	টাঃ ২,৩৮,৮৯৮·৭৯ পঃ	৪,৭৭৮, টাকা
সি।	মাকড়দহ রোড বরাবর ও পার্শ্ববর্তী লেনসমূহ	টাঃ ২,২৮,১৩২·২৪ পঃ	৪,৫৬৩, টাকা
ডি।	নটবর পাল রোড বরাবর	১,৭৫,৯৩৭, টাকা	৩,৫১৯, টাকা

খামের শীর্ষদেশে গ্রুপ নং ও কাজের সাইট স্পষ্টাক্ষরে উল্লেখে প্রত্যেক গ্রুপের জন্য পৃথক পৃথক সীলকরা খামে টেণ্ডার দাখিল করিতে হইবে।

বিক্রয়কর ও আয়কর পরিশোধের সর্বশেষ সার্টিফিকেট দেখাইলে এক্‌জিকিউটিভ এঞ্জিনীয়ার (এস টি পি) কর্তৃক অনুমোদিত প্রকৃত ঠিকাদারগণই কেবল ২৯-৪-৭১ তারিখ পর্যন্ত যে কোন কাজের দিন বেলা ১১টা ও ৩টার মধ্যে নগদ অফেরতযোগ্য দশ টাকা আদায় দিয়া প্রত্যেক গ্রুপের জন্য সঙ্গীয় শিডিউল সমেত টেণ্ডার ফরম পাইতে পারেন। ৩০-৪-৭১ তারিখ বেলা ২টা পর্যন্ত এক্‌জিকিউটিভ এঞ্জিনীয়ার কর্তৃক টেণ্ডারের কাগজপত্র গৃহীত হইবে। সর্বনিম্ন দরের বা যে কোন টেণ্ডার গ্রাহ্য করিতে চেয়ারম্যান বাধ্য নহেন এবং একাধিক টেণ্ডারদাতার মধ্যে কাজ ভাগ করিয়া দেওয়ার অধিকার সংরক্ষিত। (৫৭০৮)

ক্যালকাটা স্টেট ট্রান্সপোর্ট কর্পোরেশন

এঞ্জিনীয়ারিং ইউনিট
১, তারাতলা রোড, কলিকাতা-৫৩

১৯৭১-৭২ সালের টেণ্ডার নোটিস নং ১

নিম্নোক্ত কাজগুলির জন্য এক্‌জিকিউটিভ এঞ্জিনীয়ার (বিল্ডিং), ক্যালকাটা স্টেট ট্রান্সপোর্ট কর্পোরেশন, ১, তারাতলা রোড, কলিকাতা-৫৩ কর্তৃক সীলকরা টেণ্ডার আহবান করা যাইতেছে।

কাজের নাম	অনুমিত ব্যয়	টেণ্ডার খোলার তারিখ
১। বিভিন্ন গ্রুপে ১৯৭১-৭২ সালের জন্য বিভিন্ন ডিপো, গুমটি ও বাস স্ট্যাণ্ড এবং সেণ্ট্রাল ওয়ার্কশপ ও অন্যান্য অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ বিল্ডিং-এর রক্ষণাবেক্ষণ ও মেরামতি কাজ	(ক) ১,৭৯,০০০, টাকা—বিল্ডিং-এর কাজ, রাস্তার কাজ ইত্যাদির জন্য (খ) ৪২,৫০০, টাকা—স্যানিটারী, প্লাম্বিং, ড্রেনেজের কাজ ইত্যাদির জন্য	২৮-৪-৭১
২। সেণ্ট্রাল স্টোরের নিকট খোলা প্লটে আচ্ছাদিত শেড নির্মাণ	২৫,২৬২, টাকা	২৩-৪-৭১

সি এস টি সি, কনস্ট্রাকশন বোর্ড এবং পি ডব্লিউ ডি, পশ্চিমবঙ্গ এর তালিকাভুক্ত ঠিকাদারগণই কেবল তাঁহাদের যোগ্যতা অনুসারে এই কাজের জন্য টেণ্ডার দাখিলের যোগ্য। আয়কর ও বিক্রয়কর পরিশোধ, নির্ভরযোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা সম্পর্কে এক্‌জিকিউটিভ এঞ্জিনীয়ারের সন্তুষ্টিবিধানের পর শনিবার ছুটির দিন ও টেণ্ডার খোলার তারিখ বাদে প্রত্যহ বেলা ১১টা ও ২-৩০টার মধ্যে ইচ্ছুক-টেণ্ডারদাতাগণ টেণ্ডার ফরম, কাজের তফসিল, বিস্তারিত টেণ্ডার নোটিস ইত্যাদি দেখিতে ও ক্রয় করিতে পারেন। বিস্তারিত টেণ্ডার নোটিসে বর্ণিতমত সংশ্লিষ্ট কাজের ব্যয়ের শতকরা ২½ ভাগ পরিমিত অর্থ সকল টেণ্ডারদাতাকে বায়না হিসাবে জমা দিতে হইবে। যথানির্দিষ্ট তারিখ বেলা ২টা পর্যন্ত টেণ্ডার গৃহীত হইবে এবং ঐদিন বেলা ২-১৫টায় উহা খোলা হইবে।

(স্বাঃ অস্পষ্ট)
এক্‌জিকিউটিভ এঞ্জিনীয়ার (বিল্ডিং)
সি এস টি সি
(৫৬৫৮)

টেণ্ডার

এক্‌জিকিউটিভ এঞ্জিনীয়ার, বর্ধমান ইরিগেশন ডিভিশন, পোঃ অঃ বর্ধমান নিম্নোক্ত কাজগুলির জন্য সীলকরা টেণ্ডার আহবান করিতেছেন। কাজের নাম, অনুমিত ব্যয়, বায়নার পরিমাণ এবং কাজ শেষ করার জন্য অনুমোদিত সময় যথাক্রমে নিম্নরূপঃ (১) ডি বি সি-এর চেঃ ২৫৯·৭৭ (আর বি) এবং উহার ব্রাঞ্চ হইতে ওয়াটার কোর্স (উহাদের সংশ্লিষ্ট স্ট্রাকচারসহ) নির্মাণ; ৪৫,৩৬৭, টাকা; ১,১৩৪, টাকা; তিন মাস (২) ১ এম সি সিস্টেমের সম্প্রসারণ সম্পর্কে ১ এম, সি-এর চেঃ ১১০·০০ হইতে ১৮০·০০ পর্যন্ত এবং ১ এ এম সি-এর চেঃ ৮৬·০০তে ক্যানাল স্ট্রাকচার নির্মাণ; ২৬,৫৬০, টাকা; ৬৬৪, টাকা; দুই মাস। (৩) ১ এম সি সিস্টেমের সম্প্রসারণ সম্পর্কে ১ এম সি-এর চেঃ ২৩০·০০ হইতে ৩৭০ পর্যন্ত ক্যানাল স্ট্রাকচার নির্মাণ; ৪২,৯৮৫, টাকা; ১,০৭৫, টাকা; দুই মাস। (৪) ১ এম সি সিস্টেমের সম্প্রসারণ সম্পর্কে ১ এম সি-এর চেঃ ৩৭৫·০০ হইতে ৫৪০·০০ পর্যন্ত ক্যানাল স্ট্রাকচার নির্মাণ; ৩১,৪৯০, টাকা; ৭৮৯, টাকা; দুই মাস। (৫) সংশ্লিষ্ট স্ট্রাকচার নির্মাণসহ দেকল ...

টেণ্ডার

ডিরেক্টর, সেণ্ট্রাল ব্লাড ব্যাঙ্ক, মেডিক্যাল কলেজ হসপিট্যাল, ৮৮ কলেজ স্ট্রীট, কলিকাতা-১২, রক্তদাতাগণকে জলখাবার সরবরাহের জন্য সীলকরা টেণ্ডার আহবান করিতেছেন। উক্ত অফিসে বিবরণী পাওয়া যাইবে। কেটারিং-এর জায়গা দেওয়া হইবে এবং উহা পূর্বে দেখা যাইবে। ২১শে এপ্রিল ১৯৭১ তারিখ (বেলা ১টা) পর্যন্ত টেণ্ডার গৃহীত হইবে এবং ডেপুটি ডাইরেক্টর অফ হেলথ সার্ভিসেস (অ্যাডমিনিস্ট্রেশন), পশ্চিমবঙ্গ, রাইটার্স বিল্ডিংস, কলিকাতা-১-এর ঘরে সেণ্ট্রাল ডায়েট কমিটির মিটিং-এর সময় ২৩শে এপ্রিল ১৯৭১ তারিখে (বেলা ১২টা) টেণ্ডার খোলা হইবে।

১২৪১(৩) আইপিআর/এ/৭১ (৫৬৯৯)

পশ্চিমবঙ্গে প্রজেক্ট স্বস্তিক অধীন বিভিন্ন লোকেশন হইতে ও পর্যন্ত সিমেণ্ট, বিটুমেন, স্টীল, রেশন, পোল ইত্যাদি পরিবহণের জন্য কম্যাণ্ডার, ৪২ মেনটিন্যান্স টাস্ক ফোর্স, কে/অ ৯৯ এ পি ও কর্তৃক এম ই এস, সি পি ডবলিউ ডি, রাজ্য পি ডবলিউ ডি, রেলওয়ে ও জি আর ই এফ-এর ...

টেণ্ডার

সফলকাম টেণ্ডারদাতা আবশ্যক জামীনের টাকা জমা দেওয়ার পর তাঁহাকে বায়নার টাকা ফেরত দেওয়া হইবে। সফলকাম টেণ্ডারদাতা যদি টেণ্ডার প্রত্যাহার করেন, অথবা টেণ্ডার গ্রাহ্য হওয়ার সংবাদ জ্ঞাপনের পর ঠিকার দলিল সম্পাদনে অপারগ হন, তবে বায়নার টাকা বাজেয়াপ্ত হইবে। যে কোন টেণ্ডার গ্রহণ বাধ্যতামূলক নয়।

১২৪৫(৩) আই পি আর/এ/৭১ (৫৬৯৮)

নোটিস

১৯৭১ সালের কোম্পানি দরখাস্ত নং ৪৭

কলিকাতা হাইকোর্ট
আদিম অধিক্ষেত্র

১৯৫৬ সালের কোম্পানি আইন অনুসারে

—এবং—

১৯৫৬ সালের কোম্পানি আইনের ৪৩৩, ৪৩৪ ও ৪৩৯ ধারা অনুসারে

—এবং—

অল ইণ্ডিয়া জেনারেল ট্রান্সপোর্ট করপোরেশন লিঃ, ১৯৫৬ সালের কোম্পানি আইনের ...

কলেজ স্ট্রীটে বিশ্ববিদ্যালয় ভবনে দুদিন ক্লাস, অফিস বন্ধ

স্টাফ রিপোর্টার

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কলেজ স্ট্রিট ক্যামপাসের ভবনগুলিতে আগামী সোম ও মঙ্গলবার ক্লাস ও অফিসের কাজকর্ম বন্ধ ঘোষণা করা হয়েছে। সিনডিকেটের সিদ্ধান্ত অনুসারে রেজিসট্রার শ্রীঅরুণ রায় এক বিজ্ঞপ্তিতে একথা জানান। অন্যান্য ক্যামপাসগুলিতে অবশ্য ক্লাস ও কাজকর্ম যথারীতি হবে।

বিশ্ববিদ্যালয়ের অস্থায়ী কনট্রোলার শ্রী ডি পি ব্যানারজি এক বিজ্ঞপ্তিতে জানান যে, 'অনিবার্য কারণবশতঃ' বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুসন্ধান কাউনটার থেকে ১৯৭০ সালের বি এ, বি এস-সি, বি কম পারট টু এবং বি এড পরীক্ষার মারকশিট বিতরণ স্থগিত রাখা হচ্ছে। আগামী ১৯ এপরিল থেকে বিতরণের কাজ আবার শুরু হবে।

ফিজিওলজিতে এম এস-সি পারট টু'র থিওরিটিক্যাল পরীক্ষা আগামী ২৩ ও ২৬ এপরিল আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় রোডের বিজ্ঞান কলেজে অনুষ্ঠিত হবে বলে বিশ্ববিদ্যালয়ের ফিজিওলজি বিভাগের প্রধান ডঃ আর এন সেন এক বিজ্ঞপ্তিতে জানিয়েছেন।

স্থগিত পরীক্ষা গ্রহণের দাবিতে মহাকরণে বিদ্যার্থী পরিষদের মিছিল

স্থগিত স্কুল ফাইন্যাল, হায়ার সেকেনডারি, প্রাক বিশ্ববিদ্যালয় প্রভৃতি পরীক্ষার অবিলম্বে তারিখ ঘোষণা, বৃহত্তর কলকাতার উন্নয়ন প্রকল্পে বেকার ইনজিনিয়ার ও ছাত্রদের কর্মসংস্থান, শিক্ষাক্ষেত্রে শান্তি ফিরিয়ে আনা প্রভৃতি আট দফা দাবিতে বৃহস্পতিবার বিদ্যার্থী পরিষদের পক্ষ থেকে মহাকরণের সামনে একটি বিক্ষোভ মিছিল যায়। মিছিলকারীদের এক প্রতিনিধিদল শিক্ষামন্ত্রী শান্তিকুমার দাশগুপ্তের সঙ্গে দেখা করে একটি স্মারকলিপি পেশ করেন। সর্বশ্রী সঞ্জয় নন্দী, কমলেন্দু ভট্টাচার্য, গৌর গড়াই, নারায়ণ বসু প্রমুখ প্রতিনিধিদলে ছিলেন।

বি এড পরীক্ষায় অকৃতকার্যদের সভা

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বি এড পরীক্ষার (১৯৭০) অকৃতকার্য ছাত্রছাত্রীরা আগামী ১২ এপ্রিল একটি সভায় মিলিত হবেন। ওই পরীক্ষা গ্রহণে ও ফলপ্রকাশে বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন 'অব্যবস্থার' প্রতিকারের দাবিতে এই সভা ডাকা হয়েছে। বেলা সাড়ে ১১টার কলেজ স্কোয়ারে বিদ্যাসাগরের মূর্তির পাদদেশে সভাটি হবে।

মাঝ গঙ্গা থেকে ৪ জন গ্রেফতার

স্টাফ রিপোর্টার

বৃহস্পতিবার দুপুরের দিকে কলকাতা পুলিশ উগ্রপন্থী বলে বর্ণিত ৪ জনকে মাঝগঙ্গা থেকে তুলে গ্রেফতার করে। অভিযোগ, ওইদিন কুমারটুলি অঞ্চলে মিলিটারির সাহায্যে ব্যাপক ঘেরাও-তল্লাসির সময় পুলিশের তাড়া খেয়ে ওই ৪ জন গ্রেফতার এড়াবার উদ্দেশ্যে গঙ্গায় ঝাঁপ দিয়ে পড়েন এবং সাঁতরে ওপারের দিকে অগ্রসর হন। অতি-দ্রুত জলপুলিশ এসে পড়ে এবং তারা ওই ৪ জনকে ধরে ফেলে।

এদিনকার তল্লাসিটা বেশ ব্যাপক ও দীর্ঘ হয়—দুপুর ১১টা থেকে সন্ধ্যা ৭টা পর্যন্ত। গ্রেফতার ও অস্ত্রশস্ত্র উদ্ধারের পরিমাণও যথেষ্ট।

শুক্রবার লালবাজার পুলিশসূত্রে বলা হয়, তল্লাসিকালে প্রায় ২০০ পুলিশ অফিসার ছিলেন। এছাড়াও ছিলেন বহু পুলিশ ও মিলিটারি। ওই ৪ জন সহ মোট ১১ জন সক্রিয় উগ্রপন্থীকে অকুস্থানেই গ্রেফতার করা হয়। পুলিশের অভিযোগ, এদের মধ্যে একজন শ্রীনেপাল রায়ের হত্যাকাণ্ডের সঙ্গে হয়ত জড়িত। তাছাড়া ১৬৫ জনকে থানায় নিয়ে আসা হয়। তার মধ্যে প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদের পর ৮০ জনকে ছেড়ে দেওয়া হয়। বাকি ৮৫ জনকে শুক্রবারও জিজ্ঞাসাবাদ চালানো হয়। যেসব অস্ত্রশস্ত্র উদ্ধার করা হয় তার মধ্যে আছে দেশী স্টেনগান—১, পাইপগান—৩, বোমা—২৪, পেটরোল বোমা—১, সকেট বোমা—৩ এবং ছোরা-ভোজালি ইত্যাদি—৮টি।

খড়দহ এলাকায় তল্লাসি

বৃহস্পতিবার সকাল সাতটা থেকে ১১টা পর্যন্ত খড়দহ থানা এলাকার বিবেকনগর ও নতুন পল্লী মিলিটারি ও পুলিশ ঘেরাও করে তল্লাসি চালায়। ১৭ জনকে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য থানায় নিয়ে যাওয়া হয়।

হাওড়ায় তল্লাসি, গ্রেফতার

বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় হাওড়ার টিকিয়াপাড়া-মালবাজার এলাকা মিলিটারি দিয়ে ঘিরে তল্লাসি চালিয়ে পুলিশ ৮টি বোমা বাজেয়াপ্ত করে। গ্রেফতার করে ২৯ জনকে। জগাছা-ইছাপুরেও তিনজনকে গ্রেফতার করা হয়।

বীরভূমের গ্রামে আগুনে পুড়ে ১ জন নিহত

নিজস্ব সংবাদদাতা

সিউড়ি, ৮ এপরিল—সম্প্রতি রামপুরহাট ১নং ব্লকের অধীন চকমণ্ডলা গ্রামে এক ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডের ফলে ঐ গ্রামের শ্রীগণপতি মণ্ডল নামে জনৈক যুবক অগ্নিদগ্ধ হয়ে মারা যান এবং দুইজন বৃদ্ধা মারাত্মকভাবে অগ্নিদগ্ধ হন। তাঁদের অবস্থাও আশঙ্কাজনক।

আর একটি অগ্নিকাণ্ড

বোলপুর থানার কেশবপুর গ্রামে এক অগ্নিকাণ্ডের ফলে ৯টি মুসলমান পরিবারের ১৩টি বাসগৃহ সম্পূর্ণ ভস্মীভূত হয়েছে। শতাধিক হাঁস মুরগি জীবন্ত দগ্ধ হয়েছে।

অরণ্যদেব / লী ফক ও সীমুর ব্যারী রচিত

'বাংলা দেশকে' এখন রাষ্ট্রীয় স্বীকৃতি দিতে হবে

জনসভায় মুখ্যমন্ত্রীর ঘোষণা

স্টাফ রিপোরটার

শুক্রবার মহাজাতি সদনে বাংলা দেশের সমর্থনে এক জনসভায় পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী শ্রীঅজয়কুমার মুখোপাধ্যায় বলেন, পশ্চিমবঙ্গ মানসিকভাবে বাংলা দেশকে স্বীকৃতি দিয়েছে; এখন রাষ্ট্রীয় ভাবে স্বীকৃতি দিতে হবে। কেন্দ্রীয় সরকারকে সেকথা আমরা বলেছি।

শ্রী মুখোপাধ্যায় আরও বলেন, স্বাধীন বাংলাকে একবাক্যে সকলে সমর্থন করছেন।

উপমুখ্যমন্ত্রী শ্রীবিজয়সিংহ নাহার বলেন, বাংলা দেশকে সক্রিয় সমর্থন ত করেছিই, এখন তাদের স্বাধিকারে প্রতিষ্ঠা করা দরকার।

শ্রীসমরগুহ এম পি বলেন, বিশ্ব-বিবেকের কাছে যারা জনগণের ধ্বজাধারী বলে পরিচিত আজ তারা চুপ। তাদের স্বরূপ এখন প্রকাশ পাচ্ছে। শ্রী গুহ আন্তর্জাতিক ব্রিগেড গঠনের দাবি করেন।

শ্রীনীহারেন্দু দত্ত মজুমদারের প্রশ্ন আজ বাংলাদেশের ব্যাপারে চীন ও তাইল্যানড চুপ কেন? তিনি কয়েকটি দৃষ্টান্ত দিয়ে বলেন, বাংলা দেশের রাজধানী আপাতত অন্যস্থ করে সরকার পরিচালনায় কোনও অসুবিধা নেই।

সভায় স্বাধীন বাংলার স্বীকৃতির জন্য একটি প্রস্তাব গৃহীত হয়।

বিশ্বের স্বীকৃতি বাংলাদেশের প্রাপ্য / আদি কংগ্রেস

বিশেষ সংবাদদাতা

নয়াদিল্লি, ৯ এপ্রিল—বিশ্বের রাষ্ট্রগুলির পূর্ণ স্বীকৃতি বাংলা দেশের প্রাপ্য—আজ এক প্রস্তাবে একথা বলেছেন আদি কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটি। তাঁরা আরও বলেছেন যে, বাংলা দেশের সপক্ষে বিশ্বজনমত সংগঠনের এবং সেখানে ঘৃণ্য গণহত্যা দ্রুত বন্ধের ব্যাপারে ভারতের একটি বিশিষ্ট ভূমিকা আছে।

কমিটি বলেছেন যে, আফরো-এশীয় দেশগুলি বরাবরই সব রকমের পীড়নের বিরুদ্ধে সর্বাগ্রে সোচ্চার হন, বাংলা দেশের গণহত্যার প্রতি-বাদেও যাতে তাঁরা মুখর হন সেজন্য এবং ছোট বড় সব শক্তি যাতে ওই প্রতিবাদে সামিল হন সেজন্য রাষ্ট্রপুঞ্জকে সক্রিয় করার জন্য ভারতকে তৎপর হতে হবে।

বৃহৎ রাষ্ট্রগুলি পাকিস্তানকে যেসব অস্ত্রশস্ত্র দিয়েছিল সেগুলি বাংলা দেশের নিরপরাধ জনগণকে ব্যাপক হারে হত্যার কাজে ব্যবহৃত হচ্ছে—কমিটি এর তীব্র নিন্দা করে-ছেন। নিন্দা করেছেন বাংলা দেশের সংবাদ চেপে দেওয়ার জন্য পাকি-স্তানের অপপ্রয়াসের।

কমিটি শ্রদ্ধা নিবেদন করেছেন বাংলা দেশের অসংখ্য শহিদের উদ্দেশে, প্রশংসা করেছেন বাংলা দেশের নর-নারীর স্বাধীনতাস্পৃহা ও বীরত্বের এবং তাঁদের নেতা শেখ মুজিবর রহমানের।

বাংলা দেশের জন্য ভারতব্যাপী ত্রাণব্যবস্থা গড়ে তোলার ব্যাপারে কমিটি জনগণকে মুক্তহস্তে দান করতে বলেছেন।

বাটা শিশু চিত্রাংকন ও আলোকচিত্র প্রতিযোগিতার পুরস্কার

নিজস্ব প্রতিনিধি

বাটা রফতানি সম্মেলন—'৭১ উপলক্ষে বাটা সু কোমপানি শিশু চিত্রাংকন ও শৌখীন ফটোগ্রাফ প্রতি-যোগিতার আয়োজন করেছিলেন। শুক্রবার ৬-এ, এস এন ব্যানারজি রোডস্থ কোমপানির অফিসে ওই প্রতিযোগিতায় পুরস্কারপ্রাপ্ত ছবি-গুলি সাংবাদিকদের দেখানো হয়।

শিশু চিত্রাংকন প্রতিযোগিতায় ৪ থেকে ১২ বছরের শিশুরা যোগ দেয়। মোট ১৫০০ ছবির মধ্যে সেরা ছবি আঁকে ৪ বছরের শিশু শিল্পী টুম্পা দাস। সে আড়াই হাজার টাকা বিশেষ পুরস্কার পায়। পেণ্টিং-এ প্রথম দ্বিতীয় ও তৃতীয় হয় যথাক্রমে রীতা আনন্দ, সুজাতা মাথাই ও পরাগ বসু। ড্রইং-এ প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় হয় যথাক্রমে পারদুর সুচেতা আদিগা, সমীর সি গোয়ালানি ও উষা কৃষ্ণস্বামী। এ ছাড়া মোট ২২টি সান্ত্বনা পুরস্কার দেওয়া হয়। ফটোগ্রাফ প্রতিযোগিতায় প্রায় এক হাজার ফটোর মধ্যে কোনটিই প্রথম পুরস্কার পায়নি। দ্বিতীয় ও তৃতীয় পুরস্কার পান যথাক্রমে শ্রীসাকিল মহম্মদ ও শ্রীশিবকুমার। ডঃ এইচ এস দেওয়ান পান একটি বিশেষ পুরস্কার। ১১ জন ফটো-গ্রাফার সান্ত্বনা পুরস্কার লাভ করেন।

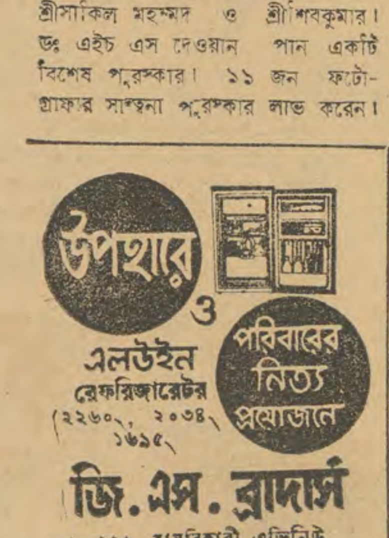

নয়াদিল্লির মবলংকর হলে সি এম ডি এ আয়োজিত প্রদর্শনীতে পশ্চিম-বঙ্গের উপ-মুখ্যমন্ত্রী শ্রীবিজয় সিং নাহার। দিল্লির বেঙ্গল কালচারাল এসোসিয়েশন যে বঙ্গ-সংস্কৃতি উৎসবের আয়োজন করেছেন, কলকাতা-বিষয়ক এই প্রদর্শনী তারই অংশ

'বাংলা দেশ সংগ্রাম সহায়ক সপ্তাহ'

স্টাফ রিপোরটার

'বাংলা দেশে'র জাতীয়তাবাদী সংগ্রামের সমর্থনে যুব কংগ্রেস ও ছাত্র পরিষদ এক ব্যাপক কর্মসূচি গ্রহণ করেছেন। শুক্রবার কলকাতায় এক সাংবাদিক বৈঠকে ওই দুটি সংস্থার পক্ষ থেকে শ্রীপ্রিয়রঞ্জন দাসমুনসি এম পি ও শ্রীসুব্রত মুখারজি এম এল এ ওই সংবাদ জানান। স্থির হয়েছে, ১০ থেকে ১৬ এপরিল 'বাংলা দেশ সংগ্রাম সহায়ক সপ্তাহ' পালন করা হবে। ১৭ এপরিল কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় লনে বেলা একটায় কেন্দ্রীয় ছাত্র-যুব সমাবেশ হবে। ১৬ এপরিল বসিরহাট, হরিদাস-পুর ও বনগাঁ সীমান্তে শিবির। শিবির খোলা উপলক্ষে এ দিন শ্রীদাসমুনসি ও শ্রীমুখারজি সীমান্তে যাবেন। যাঁরা জাতীয় সমর শিক্ষার্থী বাহিনীর পাঠ্য-ক্রম শেষ করেছেন তাঁদের দ্বারা ওই শিবিরগুলি পরিচালিত হবে। 'সীমান্তে ভিড় করবেন না' মুখ্যমন্ত্রী শ্রীঅজয় কুমার মুখোপাধ্যায়ের আবেদনটিকেও কার্যকর রূপ দেবার চেষ্টা করা হবে। এই শিবিরগুলির অন্যতম লক্ষ্য হবে ত্রাণসামগ্রী যাতে 'বাংলা দেশে' ঠিক জায়গায় পৌঁছয় তার ব্যবস্থা করা। 'বাংলা দেশে' আর একটি জালিয়ানওয়ালাবাগ সৃষ্টি হওয়ায় ১৩ এপরিল 'জালিয়ানওয়ালা-বাগ দিবস' পালন করা হবে। এদিন প্রত্যেক স্কুল-কলেজ ভবনে কালো পতাকা লাগানো হবে। ১৪ এপরিল কলকাতার পাক দূতাবাস সহ সমস্ত দূতাবাসে কালো পতাকা লাগানোর চেষ্টা হবে এবং পাক দূতাবাসের সামনে 'বাংলা দেশে গণহত্যার' প্রতিবাদে এবং অন্যান্য দূতাবাসের সামনে 'বাংলা দেশকে' স্বীকৃতি দেবার দাবিতে বিক্ষোভ দেখানো হবে। ১৫ এপরিল যুব মৈত্রী দিবস পালন এবং ওই দিন সীমান্তে 'রাখি বন্ধন দিবস' পালন করা হবে। এ ছাড়াও জেলায় জেলায় মুজিবর ও সংগ্রামী বাংলা দেশের সমর্থনে বুদ্ধিজীবী, ছাত্র ও যুব সংগঠনগুলির পক্ষে জাতীয়তাবাদী সাংস্কৃতিক কর্মসূচি পালন করা হবে।

শিক্ষা দাবি সপ্তাহ

অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত অবৈতনিক বাধ্যতামূলক শিক্ষা চালু, ট্রাম-বাসে ছাত্র কনসেসন, কলকাতায় স্টেডিয়াম নির্মাণ, ছাত্রদের উপরে পুলিশ অত্যাচারের বিচার, স্কুল-কলেজে অগণতান্ত্রিক পরিচালক সমিতির অপসারণ ও ফ্রন্ট আমলে বরখাস্ত শিক্ষক কর্মীদের পুনর্বহালের দাবিতে ১৮ থেকে ২৫ এপরিল 'শিক্ষা দাবি সপ্তাহ' পালন করা হবে। ওই সমস্ত দাবিতে ১৮ এপরিল একটি ছাত্র-যুব মিছিল মহাকরণ অভিযান করবে বলে ওই নেতৃদ্বয় জানান।

ডায়মণ্ডহারবার, কাকদ্বীপে ১৩ দিন বাস বন্ধ

নিজস্ব সংবাদদাতা

কাকদ্বীপ, ৯ এপরিল—আজ ১৩ দিন একটানা ৮৯, ৮৯-এ রায়দীঘি, ডায়মনডহারবার ও কাকদ্বীপ বাস-রুটে বাস কর্মচারীদের ধর্মঘটের ফলে প্রত্যহ হাজার হাজার যাত্রী খুবই হয়রান হচ্ছেন। কয়েকদিন যাবৎ বাস বন্ধ থাকায় কুলপী, কাকদ্বীপ, নাম-খানা, মাড়পয়েসট সাগর ও পাথর-প্রতিমা প্রভৃতি প্রায় শতাধিক পোসট-অফিসের ডাক-চলাচল সম্পূর্ণ বন্ধ।

ধর্মঘট নিষ্পত্তির জন্য মহকুমা শাসক শ্রীদীপককুমার সান্যাল মালিক পক্ষ ও কর্মচারী পক্ষ ত্রিপাক্ষিক আলাপ-আলোচনা চালিয়ে যাচ্ছেন। এখনও কোন সমাধান হয়নি।

আগুন নেভাতে গিয়ে দু'জন দমকলকর্মী আহত

স্টাফ রিপোরটার

শুক্রবার রিষড়ায় একটি পাটকলের গুদামে আগুন নেভাতে গিয়ে দমকল বাহিনীর দুজন কর্মী অল্পবিস্তর আহত হন। তাঁদের হাসপাতালে পাঠানো হয়। দুপুর ১টায় ওখানে আগুন লাগে এবং দমকল বাহিনীর চারটি ইনজিনের সাহায্যে আগুন নেভানো হয়।

মুক্তিযোদ্ধাদের জন্য সংবাদপত্র কর্মীদের সাহায্য তহবিল

শুক্রবার আনন্দবাজার, হিন্দুস্তান স্টানডারড, দেশ এমপ্লয়িজ ইউনিয়নের এক সভায় 'বৃহৎ শক্তিবর্গের অস্ত্রে বলীয়ান' পাক জঙ্গীশাহীর বিরুদ্ধে বাংলাদেশের 'নিরস্ত্র জাগ্রত মানুষের বর্তমান মুক্তিসংগ্রামকে' সমর্থন করা হয়। সভায় গৃহীত এক প্রস্তাবে অবিলম্বে বাংলা দেশের মুক্তি-যোদ্ধাদের অস্ত্র সাহায্য করা ও অস্থায়ী সরকারকে স্বীকৃতিদানের জন্য ভারত সরকারের কাছে দাবি জানানো হয়। সঙ্গে সঙ্গে প্রত্যেক কর্মচারীর পক্ষ থেকে একদিনের বেতন দিয়ে মুক্তিযোদ্ধাদের জন্য এক সাহায্য তহবিল গড়ে তোলারও সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। এ ছাড়া ইউনিয়নের তহবিল থেকে ১০০১ টাকা ওই তহবিলের জন্য মঞ্জুর করা হয়েছে। ওই ১০০১ টাকায় প্রয়োজনীয় সাহায্য দ্রব্যাদি ক্রয় করে যথাসম্ভব মুক্তিযোদ্ধাদের জন্য পাঠানো হবে। প্রয়োজনে আরও বৃহত্তর ত্যাগ স্বীকারের জন্য প্রতিটি কর্মচারী প্রস্তুত থাকবেন বলে প্রস্তাবে ঘোষণা করা হয়।

রেল কর্মীদের ১ দিনের বেতন দান

দক্ষিণ পূর্ব রেলপথের সাঁতরাগাছি ইলেকট্রিক ট্রেন লাইটিং স্টাফ কাউনসিলের ডাকে এক সভায় 'বাংলা দেশে' সংগ্রামীদের জন্য কর্মীদের একদিনের বেতন দেবার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। সভাপতিত্ব করেন শ্রী বি সি মুখারজি, প্রধান অতিথি ছিলেন শ্রীরাজগোপালন।

এফ আর এস-এর বিক্ষোভ মিছিল

স্বাধীন বাংলার অস্থায়ী সরকারকে স্বীকৃতির দাবিতে এফ আর এস এবং যুব সংগঠন প্রগতিশীল যুব সংস্থা বৃহস্পতিবার রাজভবনের সামনে বিক্ষোভ দেখান। এর আগে কলেজ স্কোয়ারের সভায় বাংলা দেশের জন্য পথ্য ও ওষুধ ইত্যাদি পাঠাবার দাবি জানানো হয়।

বিদ্যাসাগর কলেজ ছাত্র সংসদও এক সভায় বাংলা দেশকে স্বীকৃতি দেওয়ার দাবি জানান। তাঁরা বাংলা-দেশ সাহায্য ও সংহতি কমিটি গঠন করেছেন।

বিপ্লবী পরিষদ

'বিপ্লবী পরিষদ' আহূত সভায় ভবিষ্যতের দিকে লক্ষ্য রেখে পশ্চিম-বঙ্গের সীমান্ত অঞ্চলে সশস্ত্র স্বেচ্ছা-সেবক বাহিনী সংগঠনে ভারত সরকারকে তৎপর হতে অনুরোধ জানানো হয়েছে। সভা সঙ্গে সঙ্গে জাতীয়তাবাদী সকল বিপ্লবীকে 'বাংলাদেশের' মরণপণ বৈপ্লবিক সংগ্রামের সামিল ও সাধ্যমত সবরকম কাজে সহযোগী হতে আহ্বান জানান।

নেত্রকোণা সম্মিলনী এক সভায় 'বাংলাদেশের' মুক্তিকামীদের আত্ম-দানের উল্লেখে শ্রদ্ধা জানায়। 'বাংলা-দেশ' সরকারের স্বীকৃতি দাবিও করে সম্মিলনী। ৭০ বিধান সরণী, কলকাতা—৬ ঠিকানায় সম্মিলনী সাহায্য সংগ্রহ করবে।

বেলগাছিয়া রোডের এল আই সি হাউসিং এসটেট টেনানটস অ্যাসো-সিয়েশনও এ প্রস্তাব নিয়ে 'বাংলা-দেশের' ওপর পাক আক্রমণ, জুলুমের নিন্দা জানায়।

ছাত্র-সাংবাদিক গ্রেফতারের প্রতিবাদে সভা

বৃহস্পতিবার বিশ্ববিদ্যালয়ের দারভাঙ্গা হলে ছাত্রছাত্রী ও অধ্যাপক-দের এক সভায় পাক ফৌজ কর্তৃক কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সাংবাদিকতা বিভাগের প্রাক্তন ছাত্র শ্রীদীপক বন্দ্যো-পাধ্যায় ও বর্তমান ছাত্র শ্রীসুরজিৎ ঘোষালের অপহরণকে 'সাংবাদিকের পেশাগত মহান কর্তব্য ও গণতান্ত্রিক অধিকারের প্রতি চ্যালেনজ' ও 'আন্তর্জাতিক আইনবিধি লঙ্ঘন' বলে বর্ণনা করা হয়েছে। সভায় এক প্রস্তাবে জঙ্গীশাহীর এই অপকর্মকে ধিক্কার জানানো হয়।

সমাজ কল্যাণ ও ক্যানসার নির্ণয় ক্লিনিক

'অ্যাসোসিয়েশন অব মেডিকেল উইমেন ইন ইনডিয়া'র পক্ষ থেকে একটি 'সমাজ কল্যাণ ও ক্যানসার নির্ণয় ক্লিনিক' খোলার সিদ্ধান্ত হয়েছে। ১২ এপরিল ১৬৬ লেনিন সরণিস্থিত ইউনিয়ন চ্যাপেলে এক অনুষ্ঠানে ক্লিনিকটির উদ্বোধন হবে। স্বরাষ্ট্র (পুলিশ) সচিব শ্রী বি আর গুপ্ত উদ্বোধন করবেন এবং ডঃ রমা চৌধুরী প্রধান অতিথিরূপে অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকবেন।

'বাংলাদেশকে' স্বীকৃতি দিন

স্বাধীন 'বাংলা দেশকে' স্বীকৃতি-দানের জন্য ভারত সরকারকে অনুরোধ জানিয়ে বিশ্বভারতী কর্মিপরিষদ এক প্রস্তাব গ্রহণ করেছেন। এতে আরও বলা হয় যে, বাংলা দেশে নিষ্ঠুর গণহত্যা বন্ধের জন্য ইয়াহিয়া সরকারকে বাধ্য করার জন্যও ভারত সরকার যেন সর্ব-প্রকার চেষ্টা চালিয়ে যান।

উপাচার্য ডঃ প্রতুলচন্দ্র গুপ্তের সভাপতিত্বে রবিবার কর্মিপরিষদের এই সাধারণ সভায় এই সিদ্ধান্ত হয় যে, বাংলা দেশের মুক্তি আন্দোলনের সাহায্যার্থে বিশ্বভারতীর সকল শ্রেণীর কর্মী এবং অধ্যাপক এপরিল মাসের একদিনের বেতন দান করবেন।

বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগের কল-কাতা দফতরের কর্মীরাও অনুরূপ-ভাবে একদিনের বেতন সাহায্য হিসাবে পাঠাবার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন।

ইউনেস্কোর কাছে উপাচার্য ডঃ সেনের আবেদন

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য এবং এই বিশ্ববিদ্যালয়ের 'বাংলাদেশ সাহায্য কমিটি'র সভাপতি ডঃ সত্যেন্দ্রনাথ সেন প্যারিসে ইউ-নেসকোর ডিরেকটর জেনারেলকে এক তারবার্তা পাঠিয়ে পূর্ববাংলার জঙ্গী নৃশংসতার তথ্য সংগ্রহের অনুরোধ জানিয়েছেন। তিনি বলেছেন বাংলা দেশের সাংস্কৃতিক জীবনকে যে বর্বর আচরণ স্তব্ধ করে দিতে চাইছে তার প্রতিবাদে ইউনেসকো-কে সোচ্চার হতে হবে।

'এ যুদ্ধে হার নেই'—

শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র সেন, ডঃ প্রতাপচন্দ্র চন্দ্র এবং শ্রীগোবিন্দলাল বন্দ্যোপাধ্যায় বুধবার বাংলা দেশের গণসংগ্রাম বিষয়ে এক বিবৃতিতে বলেন, এ লড়াই পূর্ণ অসহযোগের সঙ্গে আধুনিক বিদেশী অস্ত্রশস্ত্রের লড়াই। এ যুদ্ধে হার নেই। আমরা যদি এই বর্বরতার অসহায় দর্শক হয়ে থাকি তাহলে আমরাই ছোট হয়ে যাব। নিষ্ক্রিয় হয়ে থাকলে ইতিহাস আমাদের কালিমালিপ্ত করবে।

বাংলা দেশের মানুষ এটা জানুক ও বিশ্বাস করুক যে—ভারত বরাবর তাঁদের (বাংলা দেশের) স্বাধীনতাকে সম্মান জানাবে; প্রয়োজন হলে রক্ষাও করবে। সংসদ সংহতির যে প্রস্তাব এই ধরনের ঘোষণার এখন সময় সর্বসম্মতিভাবে গ্রহণ করেছেন তারপর হয়েছে।

বাংলা দেশ এইড ফানড

পূর্ববাংলার দুর্গত অধিবাসীদের সাহায্য ও ত্রাণের উদ্দেশ্যে 'ইনডিয়ান কাউনসিল অব ইকনমিক অ্যাফেয়ারস' বাংলা দেশ এইড ফানড নামে এক সাহায্য তহবিল খোলার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন।

সাহায্যের জন্য আবেদন প্রচার, অর্থ সংগ্রহ এবং উপযুক্ত পথে তা সরবরাহের ব্যাপারে কাউনসিল কার্যকর সভাপতি শ্রী এস সি রায়ের উপর সব ভার ন্যস্ত করেছেন। কাউনসিল-এর মাধ্যমে এ বাবদ সব সাহায্য আয়কর থেকে ছাড় পাবে বলে জানানো হয়েছে।

ব্রাহ্মসমাজ রিলিফ মিশনের আবেদন

ব্রাহ্মসমাজ রিলিফ মিশনের পক্ষ থেকে একটি আবেদনে বলা হয়েছে, পাকিস্তানী আক্রমণে বিপন্ন 'বাংলা দেশ'-এ স্বাধীনতা যোদ্ধাগণ ও বিপন্ন অসামরিক নরনারী ও শিশুদের সাহায্যার্থে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ রিলিফ মিশন একটি ত্রাণ ভাণ্ডার খুলেছেন। এর মাধ্যমে অর্থ, ওষুধ, ব্যানডেজ, বিসকুট প্রভৃতি শুষ্ক খাদ্য ইত্যাদি সংগৃহীত হবে। অর্থ ও অন্যবিধ সাহায্য সম্পাদক, সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ, ২১১ বিধান সরণী, কলকাতা-৬ এই ঠিকানায় পাঠানো যেতে পারে।

ভারত সেবাশ্রম সংঘের তিনটি সেবা কেন্দ্র

সীমান্ত এলাকায় ভারত সেবাশ্রম সংঘ পেট্রাপোল, বনগাঁ ও বাণপুরে বাংলা দেশের দুর্গত জনগণের সেবা ও সাহায্যের জন্য তিনটি সেবা কেন্দ্র খুলেছেন। এ ছাড়াও একটি আন্ত-র্জাতিক সেবা প্রতিষ্ঠান হিসেবে তাঁরা যাতে অগ্রবর্তী ঘাটিসমূহে সেবাকার্য চালাতে পারেন তার জন্য তাঁরা যোগা-যোগ করেছেন। সংঘের সহসভাপতি স্বামী যোগানন্দ ও স্বামী বিজয়ানন্দ সীমান্ত এলাকায় তাঁদের কাজকর্মের তদারকি করছেন।

রেল সপ্তাহ—১০ থেকে ১৬ এপরিল

স্টাফ রিপোরটার

১০ এপরিল থেকে ১৬ এপরিল পর্যন্ত দক্ষিণ-পূর্ব রেলে 'রেল সপ্তাহ' পালন করা হবে। এই উপলক্ষে শেষ দিনে দঃ-পূঃ রেলের সদর দফতরে এক অনুষ্ঠানের মাধ্যমে ৫৬ জন রেলকর্মীকে পুরস্কৃত করা হবে।

চলচ্চিত্র শিল্প থেকে পাঁচ লাখ টাকা সংগ্রহের ব্যবস্থা

ইসটারন ইনডিয়া মোশান পিকচার এসোসিয়েশন বাংলা দেশের সংগ্রামী জনগণের প্রতি তাঁদের অকুণ্ঠ সমর্থন জানিয়ে শুভেচ্ছার নিদর্শনস্বরূপ পাঁচলক্ষ টাকা দেওয়ার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। মঙ্গলবার এসোসিয়েশন-এর এক সাধারণ সভায় এই সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

'মেয়রের ত্রাণ তহবিলে' দানের আবেদন

'বাংলাদেশের' সংগ্রামী জনগণকে সাহায্যের জন্য মেয়র শ্রীপ্রশান্তকুমার শূর 'মেয়রের ত্রাণ তহবিলে' মুক্তহস্তে দান করতে কলকাতার নাগরিকদের কাছে আবেদন জানিয়েছেন।

এ সম্পর্কে এক বিবৃতিতে শ্রী শূর পশ্চিম পাকিস্তানী সৈন্য বাহিনীর বর্বর অত্যাচারে 'বাংলাদেশের' মানুষের অবর্ণনীয় দুঃখ দুর্দশার উল্লেখ করে বলেছেন, এই কঠিন সংগ্রামে তাঁদের জয়ী করতে হলে অবিলম্বে অর্থ, অন্যান্য জিনিসপত্র, বিশেষ করে ওষুধপত্র পাঠানো দরকার।

মুরশিদাবাদে ত্রাণকাজ

মুরশিদাবাদ জেলা কংগ্রেস (নব) কমিটির উদ্যোগে পূর্ব বঙ্গ সাহায্য কমিটি গড়া হয়েছে। উদ্যোক্তা ওই কমিটির আহ্বায়ক শ্রীআবদুল বারি বিশ্বাস, শ্রীশংকরদাস পান এম এল এ জেলার সি পি আই ও অন্যান্য দলের সঙ্গে যোগাযোগে সাহায্যদান কাজ শুরু করে দিয়েছেন।

মুখ্যমন্ত্রী সকাশে বুদ্ধিজীবী প্রতিনিধিদল

শুক্রবার সংগ্রামী স্বাধীন বাংলা দেশ সহায়ক সমিতির পক্ষে এক প্রতিনিধিদল মুখ্যমন্ত্রী শ্রীঅজয়কুমার মুখারজির সঙ্গে দেখা করে 'বাংলা দেশের' মুক্তিযোদ্ধাদের সাহায্যের বিভিন্ন ব্যবস্থা সম্পর্কে আলোচনা করেন।

পশ্চিমবঙ্গের বুদ্ধিজীবীদের নিয়ে গঠিত সমিতির পক্ষে প্রতিনিধিদলে ছিলেন: বিচারপতি শ্রীশংকরপ্রসাদ মিত্র, শ্রীশৈবাল গুপ্ত, অধ্যক্ষ শ্রী পি কে বসু, শ্রীমনোজ বসু, অধ্যাপক নির্মলচন্দ্র ভট্টাচার্য, শ্রীপ্রবোধকুমার সান্যাল, শ্রীবিনয় সরকার প্রমুখ সদস্যগণ।

সতীন্দ্রনাথ সেন স্মরণে শ্রদ্ধাঞ্জলী

স্টাফ রিপোরটার

স্বাধীনতা সংগ্রামের মহান নেতা বিপ্লবী সতীন্দ্রনাথ সেনের ষোড়শ মৃত্যু বার্ষিকী শুক্রবার কলকাতার স্টুডেনটস হলে উদযাপিত হয়। সতীন সেন কল্যাণ মিশন-এর আয়োজন করেছিলেন। সভাপতিত্ব করেন শ্রীবিমলপ্রসন্ন রায়।

সভায় গৃহীত একটি প্রস্তাবে বাঙ্গাদেশের গণহত্যা বন্ধ করতে উদ্যোগী হবার জন্য বিশ্বের বিভিন্ন রাষ্ট্র, বিশেষ করে রাষ্ট্রপুঞ্জের প্রতি আহ্বান জানানো হয়। সতীন্দ্রনাথের স্মরণে মাণিকতলা মেন রোডের কিছু আগের নাম সতীন সেন সরনি করার প্রস্তাব কলকাতা করপোরেশনের অনুমোদন পেয়েছে বলে সভায় প্রকাশ করা হয়। অধ্যাপক জীতেন্দ্র-নাথ বসু, শ্রীগোবিন্দ ব্যানারজি, বিনোদবিহারী কাঞ্জিলাল প্রমুখ বিপ্লবী নেতার উদ্দেশে শ্রদ্ধা নিবেদন করেন।

আগ্রা হোটেল

স্থাপিত – ১৯৩৪

১৬, দরিয়াগঞ্জ, দিল্লী–৬ ফোন : ২৭৮০৪১ (৩ লাইন)

আরামদায়ক ঘরোয়া পরিবেশ, আধুনিক স্যানিটারি ব্যবস্থা, টেলিফোন সহ—শীততাপ নিয়ন্ত্রিত ঘর।

UNION PUBLIC SERVICE COMMISSION

Advertisement No. 15

Applications are invited for undermentioned posts. Age as on 1.1.1971 must be within the prescribed age limits but is relaxable for Government servants except where otherwise specified. Upper age limit relaxable upto 45 years for certain categories of displaced persons from East Pakistan, repatriates from Burma and Ceylon and for persons who migrated from East African countries of Kenya, Uganda and United Republic of Tanzania. Upper age limit relaxable by 5 years for Scheduled Castes and Scheduled Tribes candidates. No relaxation for others save in exceptional circumstances and in no case beyond a limit of three years. Qualifications relaxable at Commission's discretion in case of candidates otherwise well-qualified. Higher initial pay may be granted to specially qualified and experienced candidates except where otherwise specified.

Particulars and application forms obtainable from Secretary, Union Public Service Commission, Post Box No. 186, New Delhi. Request for forms must specify name of post, advertisement number and item number and should be accompanied by self-addressed unstamped envelopes for each post at least of size 23 × 10 cms, indicating thereon name of post for which forms are required. Commission may remit fee in the case of genuinely indigent and bonafide displaced persons from East Pakistan who migrated on or after 1st January, 1964 and to repatriates from Burma and Ceylon who migrated on or after 1st June, 1963 and 1st November, 1964 respectively. Separate application with separate fee required for each post. Candidates abroad may apply on plain paper if forms are not available, and deposit fee with local Indian Embassy. If required, candidates must appear for personal interview. Closing date for receipt of applications with crossed Indian Postal Order for Rs. 8 (Rs. 2 for Scheduled Castes and Scheduled Tribes) 11th May, 1971 (24th May, 1971 for applicants from abroad and for those in the Andaman & Nicobar, Laccadive, Minicoy and Amindivi Islands). Treasury receipts not acceptable.

Post at S. No. 1 permanent but appointment on temporary basis. Posts at S. Nos. 6 and 7 temporary but likely to be made permanent. Posts at S. Nos. 2, 3 and 4 temporary but likely to continue indefinitely. Post at S. No. 5 temporary but likely to continue.

One post at S. No. 3 reserved for Scheduled Castes candidates, if available, otherwise to be treated as unreserved.

Three posts at S. No. 7 reserved for Scheduled Castes candidates and one for Scheduled Tribes candidates. Candidates belonging to Scheduled Castes/Scheduled Tribes communities need only apply for these posts.

1. **One Project Officer, Directorate General of Civil Aviation, Ministry of Tourism & Civil Aviation.** Pay Rs. 400—400—450—30—600—35—670—EB—35—950. Age 35 years and below. Qualifications essential (i) Degree in Aeronautical/Mechanical Engineering of a recognised university or equivalent. (ii) About two years' experience in the design department of an organisation engaged in or associated with aircraft design and development.

2. **Two Senior Technical Officers (Sugar Technology), Ministry of Food, Agriculture, Community Development & Cooperation (Department of Food). National Sugar Institute, Kanpur.** Pay Rs. 700—50—1250. Age 45 years and below. Qualifications essential (i) M.Sc. degree in Chemistry or Chemical Technology or Bachelor's degree in Chemical Engineering of a recognised university or equivalent. *Or* Associateship Diploma in Sugar Technology awarded by the National Sugar Institute, Kanpur. (ii) About five years' research or practical experience of sugar technology in a responsible capacity in a sugar factory of repute or in a technical institute.

3. **Two Assistant Directors of Horticulture, Central Public Works Department, New Delhi.** Pay Rs. 350—25—500—30—590—EB—30—800—EB—30—830—35—900. Age 32 years and below. Qualifications essential (i) Degree in Agriculture or Botany with Horticulture as a special subject of a recognised university; *Or* Equivalent Diploma in Horticulture of a recognised institution. (ii) About three years' experience in horticulture including ornamental gardening over various fields of horticulture. (iii) Adequate administrative experience.

4. **One Assistant Professor in Applied Sciences (Commerce), Punjab Engineering College, Chandigarh.** Pay Rs. 400—30—700/40—1100 with starting salary of Rs. 460 p.m. plus Rs. 100 p.m. as special pay. Age 35 years and below. Qualifications essential (i) At least second class Master's degree in Commerce of a recognised university or equivalent. (ii) About two years' research/teaching experience.

5. **One Console Operator, Office of the Registrar General, India, Ministry of Home Affairs.** Pay Rs. 325—15—475—EB—20—575. Age 30 years and below. Qualifications essential (i) Degree with Statistics/Mathematics or Economics or Physics of a recognised university or equivalent. (ii) About one year's experience of operating electronic computer.

6. **One Senior Instructor, Defence Institute of Fire Research, New Delhi, Ministry of Defence.** Pay Rs. 350—25—500—30—590. Age 35 years and below. Qualifications essential (i) Graduateship or Associateship of the Institution of Fire Engineers, London or equivalent technical qualification. (ii) About five years' experience in a responsible capacity in a Defence/Civil Fire Brigade.

7. **Four Architectural Assistants, Office of the Director General of Posts & Telegraphs.** Pay Rs. 325—15—475—EB—20—575. Age 35 years and below. Qualifications essential: Degree in Architecture of a recognised university or equivalent.

CORRIGENDUM

One Medical Superintendent, Supertime Grade II of the Central Health Service, Class I, Irwin Hospital, New Delhi, Ministry of Health, Family Planning, Works, Housing & Urban Development. Reference item 1 of Commission's Advertisement No. 2 published on 9-1-1971. It is notified for general information that essential qualifications (ii) and (iv) for the post have been revised as follows: (ii) Recognised post-graduate degree or diploma qualification in any speciality. (iv) Extensive practical and administrative experience in the field of medical relief, hospital administration, medical research, medical education or public health organisation. Other conditions remain unchanged. Closing date for receipt of applications from candidates extended upto 11-5-1971 (24-5-1971 for candidates abroad and for those in the Andaman & Nicobar, Laccadive, Minicoy and Amindivi Islands). Those who have already applied need not apply again.

davp 560 (2)/71

ডিস্ট্রিবিউটরসমূহ :

ইস্ট ইণ্ডিয়া ট্রেডিং কোং, ৯, রবীন্দ্র সরণি, কলকাতা

বেলডে এণ্টারপ্রাইজেস, ১৪১ দুর্গা ভবন, রাষ্ট্রপতি রোড সেকেন্দ্রাবাদ (অঃ প্রঃ)

আগারওয়াল ইলেকট্রিক্যালস, ফ্যান্সি বাজার, গৌহাটি, আসাম

এন সি ই ইলেকট্রিক্যালস প্রাঃ লিঃ, জোছেন টোল, পোস্ট বক্স নং ৪১, কাঠমাণ্ডু, নেপাল

মেন ডীলার :

নিতি ব্রাদার্স (প্রাঃ) লিঃ, নিউ ডাক বাংলো রোড, পাটনা-১, বিহার

দাশ অ্যাণ্ড কোং, সরাইয়াগঞ্জ, মুজফ্ফরপুর, বিহার

বন্দে মাতরম্

আনন্দবাজার পত্রিকা

শনিবার, ২৭ চৈত্র, ১৩৭৭

দিনের বাণী

আমরা অন্তরের সঙ্গে দেশকে ভালবাসি না, তাই আমরা করি গৃহবিবাদ, তাই আমাদের মধ্যে জন্মায় মিরজাফর, উমিচাঁদ। মিরজাফর ও উমিচাঁদ আজও মরে নাই—এখনও তাহাদের বংশ বৃদ্ধি হইতেছে। আমরা যদি দেশকে ভালবাসিতে শিখি তাহা হইলে আত্মবলিদানের ক্ষমতা লাভ করিব, আমাদের চরিত্রে অবিরাম ও অশ্রান্ত পরিশ্রমের ক্ষমতা ফিরিয়া আসিবে।

—নেতাজী সুভাষচন্দ্র

বামও বাম, দক্ষিণও

বাংলাদেশের নগরে নগরে গ্রামে গ্রামে মুক্তিযুদ্ধ তীব্র হইতে তীব্রতর হইতেছে। লক্ষ বক্ষ চিরিয়া ঝাঁকে ঝাঁকে প্রাণ পক্ষীসমান যেন নিজ নীড়ে ছুটিতেছে। ওদিকে পিণ্ডি-প্রাসাদকূটে বার বার পশ্চিম-পাকিস্তানের বাদশা ইয়াহিয়া খাঁর নিদ্রা টুটিয়া যাইতেছে, সঙ্গে সঙ্গে দিগ্বিজয়ের নেশা কাটিয়া যাইবারও উপক্রম। বেয়াড়া বাঙালীদের বেয়াদবি এবং পয়লা-নম্বর দুশমন ভারতবর্ষের কান-ভাঙানি যে এমন করিয়া তাঁহাকে পথে বসাইবে, এ কথা কে আগে ভাবিতে পারিয়াছিল? নূতন দোস্ত রাশিয়া এক পত্রাঘাত করিয়া বুকে যে ঘা দিয়াছে তাহার ব্যথা মরিতে-না-মরিতে চিরদিনের মুরুব্বী আমেরিকাও কিনা শেল হানিয়া বসিল। এই সাঁড়াশি আক্রমণের কষ্ট কি মুজিব-সেনার পালটা মারের বেদনার চেয়ে কিছু কম? ভারতবর্ষের বিষাক্ত কূটনৈতিক বাণের জ্বালা তো এ অপ্রত্যাশিত আঘাতের ব্যথার কাছে কিছুই নয়।

রাশিয়ার রাষ্ট্রপতি পদোগর্নির বার্তা ইয়াহিয়া খাঁকে ভাবাইয়া তুলিলেও পশ্চিম-পাকিস্তানের জঙ্গী প্রধান প্রমাদ গণেনও নাই। মস্কো তো তাঁহার হাতের পাঁচ। সেটা যদি যায়ও তবুও তিনি একেবারে মাত হইবেন না। মস্কো তাঁহার ভরসা নয়, ভরসা ওয়াশিংটন। সোভিয়েট দেশকে নিজের দিকে টানিয়া আনিতে চাহিয়াছিল পাকিস্তান ভারতবর্ষকে নির্বান্ধব করিবার উদ্দেশ্যে। মস্কোও যদি দিল্লিকে বর্জন করে, তাহা হইলে বন্ধু রাজধানী বলিতে ভারতবর্ষের থাকিবে কে? রাশিয়াকে পাকিস্তান ভজনা করিয়াছে বামপন্থী আদর্শে উদ্বুদ্ধ হইয়া নয়, ভারতবর্ষের সঙ্গে কৌশলে তাহার বিচ্ছেদ ঘটাইতে। সে চক্রান্ত অবশ্য সফল হয় নাই, কিন্তু মস্কোর মন কিছুটা অন্তত ইসলামাবাদ ভিজাইতে পারিয়াছে। তাহার কারণ পিকিংয়ের সঙ্গে মস্কোর মতান্তর। চীনের গ্রাস হইতে সম্ভব হইলে পাকিস্তানকে উদ্ধার করিয়া আনিবার উদ্দেশ্যেই রাশিয়া পাকিস্তানের পাশে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে।

ইসলামাবাদের লাভ তাহাতে মন্দ হয় নাই, বিস্তর সামরিক সামগ্রী সে ঘরে তুলিতে পারিয়াছে। কাশ্মীরে ভারতবর্ষের পাকা ঘুঁটি কাঁচাইতে সে আজও পারে নাই, কিন্তু কিছুটা ঝামেলার সৃষ্টি তো সে রাজ্যে সে করিতে পারিয়াছে। চোরের তো রাত্রিবাসই লাভ। তাহার আশা ছিল অন্তত চীনের কথা ভাবিয়া সহজে পাকিস্তানকে রাশিয়া ঘাঁটাইবে না। কিন্তু পদোগর্নির চিঠি প্রমাণ করিতেছে, সে হিসাবে গলতি রহিয়া গিয়াছে। পাকিস্তানের বাড়াবাড়ি বরদাস্ত করিতে রাশিয়া প্রস্তুত নয়। এতদিন তবু যা-হোক ইয়াহিয়া খাঁর একটা সান্ত্বনা ছিল যে কম্যুনিস্টদের চালচলনই আলাদা। কিন্তু তাঁহার মাথায় বাজ ভাঙিয়া পড়িয়াছে খোদ আমেরিকার ভাবগতিক দেখিয়া। বাংলাদেশে অকারণ রক্তপাত বন্ধ করিবার অনুরোধ ওয়াশিংটনের পক্ষ হইতে জানানো তো হইয়াছেই, আবার সে যুদ্ধে মার্কিন অস্ত্রশস্ত্র ব্যবহারের বিরূপ সমালোচনাও করা হইয়াছে। এমন আভাসও দেওয়া হইয়াছে যে তেমন বুঝিলে আমেরিকা সামরিক সরঞ্জাম পাকিস্তানকে আর যোগাইবে না। এ হুমকিতে ইয়াহিয়া খাঁ ততটা উদ্বিগ্ন নন, যতটা এই আশঙ্কায়, শেষ পর্যন্ত আমেরিকা না বাংলাদেশকে দুম করিয়া স্বীকৃতি দিয়া বসে।

এ অবস্থায় চীনের মিষ্ট কথাতেও ইয়াহিয়া খাঁ বিশেষ স্বস্তি পাইতেছেন না। পিকিঙে তিনি নাকি বিশেষ দূত পাঠাইয়াছেন। কিন্তু কেন? নিছক ধন্যবাদ দিতে নিশ্চয়ই নয়। এক তো চীনের বক্তব্য যেটুকু প্রকাশিত হইয়াছে তাহাতে পশ্চিম-পাকিস্তানের সান্ত্বনার কী আছে? তাহার উপর তাহার আসল ব্যথার জায়গায় তো চীন প্রলেপ দেয় নাই। বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ উপলক্ষ করিয়া পিকিং নয়াদিল্লিকে এক হাত লইয়াছে, কিন্তু পশ্চিম-পাকিস্তানের কাছে যে আসল আসামী সেই শেখ মুজিবর রহমান ও তাঁহার আওয়ামী লীগের কোনও নিন্দা তো চীন করে নাই, তাঁহাদের আত্ম-সমর্পণের পরামর্শ দেওয়া তো দূরের কথা। ভারতবর্ষের উপর ইয়াহিয়া খাঁর প্রচণ্ড রাগ, এ দেশের সম্বন্ধে কেহ কু গাহিলে তিনি আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া ওঠেন। এখন কিন্তু তিনি আরও কিছু চান তাঁহার দোস্তদের নিকট হইতে। সেটা হইতেছে বাংলাদেশের মুক্তিযোদ্ধাদের মুণ্ডপাত। তাহাতে তো দেখি কাহারও আগ্রহ নাই, এমন কী প্রজাতন্ত্রী চীনেরও নয়।

অর্থনৈতিক পুনরুজ্জীবনের সমস্যা

গত বুধবার কলিকাতায় ইণ্ডিয়ান ইঞ্জিনীয়ারিং অ্যাসোসিয়েশনের বার্ষিক সভায় সভাপতি শ্রীসঞ্জয় সেন রাজ্যের অর্থনৈতিক পুনরুজ্জীবনের ব্যাপারে কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ সমস্যার দিকে সরকার ও জনসাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছেন। পশ্চিমবঙ্গে বেকার-সমস্যাকে সর্বপ্রধান সমস্যা বলা যাইতে পারে। এই বেকার-সমস্যা সমাধানের জন্য বর্তমান কল-কারখানাগুলি চালু রাখা এবং নূতন নূতন শিল্প স্থাপন করা দরকার। অর্থাভাবই রাজ্যের অর্থনৈতিক পুনরুজ্জীবনের পথে একমাত্র তো নয়ই, এমন কী প্রধান প্রতিবন্ধকও নয়। অর্থনৈতিক পুনর্গঠনের জন্য প্রথমেই প্রয়োজন রাজ্যে আইন-শৃঙ্খলাব্যবস্থার উন্নতি। কর্মস্থলে, বাড়িতে, পথঘাটে সর্বত্রই জীবনের নিরাপত্তা প্রয়োজন। খুন ও রাহাজানির ব্যাপারে লিপ্ত লোকদেরও শাস্তির ব্যবস্থা থাকা দরকার। স্বাভাবিক জীবনযাত্রা পুনরায় চালু করিতে না পারিলে কল-কারখানা ও অফিসে স্বাভাবিক কাজকর্ম চালু রাখা কঠিন হইয়া পড়ে। অথচ স্বাভাবিক কাজকর্ম চালু রাখিতে না পারিলে পশ্চিমবঙ্গে নূতন বিনিয়োগও হইবে না। রাজ্যের নূতন মন্ত্রিসভা আইন-শৃঙ্খলাব্যবস্থার উন্নতির দিকে দৃষ্টি দিয়াছেন। কিন্তু রাজ্যের আইন-শৃঙ্খলা বজায় রাখার সঙ্গে বেকার-সমস্যা সমাধানের সম্পর্ক যে খুবই ঘনিষ্ঠ, সে-কথা কেবল রাজ্য সরকার নয়, রাজনৈতিক দলগুলি ও জনসাধারণেরও মনে রাখা প্রয়োজন।

গত কয়েক বৎসরের রাজনৈতিক অরাজকতার ফলে শিল্পে অশান্তি অনেক বৃদ্ধি পাইয়াছে। যেখানে দুই পক্ষের মধ্যে সম্পর্ক লড়াইয়ের নয়, সেখানেও কোন কোন ক্ষেত্রে কর্মীদের ব্যক্তিগত কাজকর্মের পরিমাণ হ্রাস পাইয়াছে। কারণ কাজ অপেক্ষা অফিসে রাজনৈতিক চর্চা ও বাহিরে মিছিলের প্রস্তুতি অনেকের নিকট মুখ্য ব্যাপার হইয়া দাঁড়াইয়াছে। কাজেই শিল্পে শান্তি ছাড়াও, বন্দর ও অন্যান্য সংস্থায় কাজের বর্তমান ব্যবস্থার উন্নতি প্রয়োজন। শিল্পে বর্তমান অশান্তির ব্যাপারে রাজ্য সরকারের শ্রম-দপ্তরের দায়িত্বও কম নয়। শ্রম-আইনগুলি পালিত হইতেছে কি না, তাহা তদারকির ব্যবস্থা থাকিলে শিল্পে শান্তি স্থাপনের পথ সহজ হয়।

শ্রীসেন পশ্চিমবঙ্গে অধিক কর্ম-সংস্থানের জন্য কলিকাতার উন্নয়ন ও হলদিয়া বন্দরে কয়েকটি নূতন শিল্প স্থাপনের প্রস্তাব করিয়াছেন। রাসায়নিক, জাহাজ-নির্মাণ, খাদ্যদ্রব্য সংরক্ষণ, ইলেকট্রনিক দ্রব্য উৎপাদনের ব্যাপারে এ রাজ্যে নূতন নূতন কারখানা স্থাপনের সুযোগ আছে। কিন্তু নূতন কারখানা স্থাপনের সঙ্গে সঙ্গে পুরাতন কারখানাগুলিও চালু করার ব্যাপারে উদ্যোগী হওয়া প্রয়োজন। নূতন কারখানা স্থাপন ও পুরাতন কারখানাগুলি চালু করার একটি বড় বাধা হইতেছে কাঁচামালের অভাব। অন্যত্র রাজ্য সরকারগুলি শিল্প-প্রতিষ্ঠানের কাঁচামালের প্রয়োজন মিটানোর ব্যাপারে অগ্রণী হইলেও এ রাজ্যে তেমন কোন দৃষ্টান্ত মিলিবে না। সরকারী দপ্তরে এই নিষ্ক্রিয়তার জন্য এ রাজ্যের ক্ষুদ্রশিল্প সবচেয়ে ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে। বিশ্বব্যাঙ্ক ক্ষুদ্র-শিল্পকে কাঁচামাল ও অন্যান্য ব্যাপারে সাহায্য করিতে উদ্যোগী হইয়াছেন, ক্ষুদ্রশিল্পজাত দ্রব্য রপ্তানির জন্য কেন্দ্রীয় সরকার একটি সংস্থাও গঠন করিয়াছেন। কিন্তু পশ্চিমবঙ্গে নূতন নূতন ক্ষুদ্রশিল্প স্থাপনে উৎসাহিত করার কোন প্রচেষ্টাই দেখিতে পাওয়া যায় না। পাঞ্জাব ও রাজস্থানে রাজ্য শিল্প উন্নয়ন সংস্থা নূতন নূতন শিল্প স্থাপনের পরিকল্পনা রচনা, কাঁচামাল সরবরাহ এবং বিনিয়োগের টাকা সংগ্রহের ব্যাপারেও সক্রিয়। কিন্তু এ রাজ্যে পশ্চিমবঙ্গ শিল্প উন্নয়ন সংস্থা ঝাড়গ্রামে ঘাস হইতে কাগজ-উৎপাদনের কারখানা স্থাপন, ক্ষুদ্রশিল্প সংস্থাকে কিছু ঋণ দেওয়া এবং কাঁচামাল দেওয়ার জন্য সুপারিশ করা ছাড়া আর-কিছুই করিতেছেন না।

সেদিনের সাধুর তরণী

তাহারা আজ আর নাই, যাহারা অগ্নিপাটের শাড়ি পরিত এবং বারমাস্যা গাহিত, কিন্তু মনে মনে প্রবাসী পতির জন্য প্রতীক্ষার ক্লেশ সহ্য করিত। মঙ্গলকাব্যে তাহাদের কিছু স্মৃতিচ্ছবি পাওয়া যায়। সাধুর তরণী নদী ও সাগর অতিক্রম করিয়া দেশান্তরে গিয়াছে। নানা পণ্যের ক্রয়-বিক্রয় সম্পন্ন করিয়া সাধু-সদাগর আবার দেশে ফিরিতেন। সমুদ্রপথে বাণিজ্য-যাত্রার যোগ্যতা ও প্রতিভা সেদিনের বাঙ্গালী-জীবনের একটি বাস্তব সত্য ছিল। আভিজাতিক বিলাসের মানুষটি হয়তো তাহার রঙিন আমোদের তরণী লইয়া নদীবিহার করিতেন ও তৃপ্ত হইতেন; কিন্তু সদাগরের বাণিজ্য-তরণী অনেক দুঃসাহস লইয়া অনেক তুফান তুচ্ছ করিয়াছে এবং সাগরের ক্ষুব্ধ তরঙ্গ মথিত করিয়া অগ্রসর হইয়াছে। দুঃখের বিষয়, বাঙালীর নৌবাণিজ্য-যাত্রার সেই ঐতিহ্য যেন হঠাৎ একদিন স্তব্ধ হইয়া গেল। সত্যই, কয়েক শতাব্দীর মধ্যে বাঙালী সাধুর তরণীকে কোনদিনও আর সমুদ্রে ভাসিয়া যাইতে দেখা যায় নাই।

কয়েকদিন আগে নৌবাণিজ্য-দিবস উদ্‌যাপিত হইয়াছে। কোন কোন ঐতিহাসিক সমালোচকদের ধারণা, আধুনিক নৌবাণিজ্য নিতান্তই বাণিজ্য। ইহা আর্থিক ও অর্থনীতিক অন্বেষণা। কিন্তু অতীতের নৌ-বাণিজ্যের একটি অতিরিক্ত সার্থকতা ছিল। তাহা হইল, সাংস্কৃতিক অন্বেষণা। অতীতের বাণিজ্য-তরণী দেশ হইতে দেশান্তরের সাগরোপকূল স্পর্শ করিয়া শুধু পণ্য বিকিকিনি করিত না, ভাষা লিপি কাহিনী এবং কারুশিল্পের অজস্র বিচিত্রতা আদান ও প্রদান করিত। ফিনিসীয় নাবিকের সমুদ্রযাত্রা শুধু বাণিজ্যিক স্বার্থ বহন করে নাই, সাংস্কৃতিক প্রয়োজনের সম্ভারও বহন করিয়াছে। নাবিকের কণ্ঠ বিদেশ হইতে সঙ্গীতের সুর ধরিয়া নিজের দেশে লইয়া গিয়াছে।

সত্যনারায়ণের পাঁচালিতে উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়; বাঙালী সাধুর তরণী কত বিচিত্র প্রকারের পণ্য বহন করিত।

"কিছুদিন পরে স্থির করে
সদাগর
বাণিজ্য করিতে যাবে
সুরত বন্দর।"

যে-সকল বস্ত্র-পণ্যের বিকিকিনি করিয়াছিলেন চন্দ্রকেতু সদাগর; তাহাদের অনেকের নাম আজিকার বাজারে আর শুনিতে পাওয়া যায় না। যথা, আসমানী তুষি, মকমল চৌলি, মালদহী চৌরে, চাকুলে বনাত, হাজি-বেগী ধূনেখালি, সেতুবন্ধ ডুরে, গুজরাটী ছিট এবং কর্ণাটী বন্দারী। চন্দ্রকেতু সদাগর, অশ্বের বেচাকেনাও করিতেন। "অশ্ব নানারঙ্গ কিনিল সুরঙ্গ, তুর্কি টাঙন ও তাজী।"

প্রশ্ন হইল, সেদিনের বাঙালী সাধু ও সদাগর সাগর পার হইয়া ও নৌবাণিজ্য সম্পন্ন করিয়া দেশে ফিরিয়া আসিবার সময় সঙ্গে করিয়া সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্যের কোন সম্বল কিংবা উপহার লইয়া আসেন নাই? নিশ্চয়ই লইয়া আসিয়াছিলেন। কিন্তু লিখিত ঐতিহাসিক বৃত্তান্ত এ বিষয়ে বিশেষ কিছু বলে না। তবে ভারতীয় নৌবাণিজ্যের তরণী যে পণ্যসম্ভারের সহিত ভাষা ধর্ম সঙ্গীত ভাস্কর্য ও স্থাপত্যের অজস্র শিক্ষা দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার বিভিন্ন দেশের উপকূলে পৌঁছাইয়া দিয়াছিল, তাহার লিখিত বৃত্তান্ত আছে। ঐতিহাসিকের ধারণা, জাভা বালি সুমাত্রা ও কাম্বোডিয়াতে ভারতের নৌবাণিজ্যিক উপনিবেশ-গুলিই সাংস্কৃতিক উপনিবেশে পরিণত হইয়া ওই সকল দেশের সংস্কৃতিকে নূতন করিয়া রূপায়িত হইতে সাহায্য করিয়াছিল। এবং অনুমান করিলে ভুল হইবে না যে, নৌবাণিজ্যযাত্রা সমাপ্ত করিয়া এবং ঘরে ফিরিয়া আসিয়া সেদিনের নাবিক বাঙালী এবং সদাগর বাঙালী 'প্রবাল শিলা শংখসূতী ও মুক্তমালা' প্রিয়াকে উপহার দিয়া প্রিয়ার কানে কানে যাহা বলিতেন, তাহার মধ্যে সাগরপারের আশ্চর্য জীবনের কিছু আশ্চর্য গল্পও থাকিত।

যৎকিঞ্চিৎ

দিন তিনেক মাত্র আগে মধ্যশিক্ষা পর্ষদের কর্মচারীদের উদ্দেশে আবেদন জানাইয়াছিলাম, তাঁহারা সম্মান-জনক আপসের ভিত্তিতে যেন কর্মবিরতির অবসান ঘটান। জানিয়া সুখী হইলাম, রাজ্যের শিক্ষামন্ত্রীর নিকট হইতে তাঁহাদের দাবি সম্পর্কে সন্তোষজনক আশ্বাস পাইয়া তাঁহারা আগামী সোমবার হইতে কাজে যোগদানের সিদ্ধান্ত লইয়াছেন। পর্ষদের অচল অবস্থার যখন অবসান হইতে চলিয়াছে তখন পরিচালক-মণ্ডলীর অতি দ্রুত সচল হইবার সময় আসিয়াছে। কারণ পর্ষদের অচল অবস্থার চড়ায় ঠেকিয়া মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষা তো আটকাইয়াই ছিল, পরীক্ষা হইবে কি হইবে না, হইলেই বা কবে হইবে—এই অনিশ্চয়তার ধাঁধায় পড়িয়া পরীক্ষার্থীরাও পড়াশুনাকে পটে তুলিয়া দিয়া নানা ধান্দায় বাঁশী বাজাইয়া কালক্ষেপ করিতেছিলেন। এইবার পর্ষদ্-কর্তৃপক্ষ যদি পরীক্ষার তারিখ নির্দিষ্ট করিয়া পরীক্ষার কর্মসূচী বিজ্ঞাপিত করেন এবং দৃঢ়তার সঙ্গে ঘোষণা করেন যে, কোন অবস্থাতেই তারিখ ও কর্ম-সূচীর পরিবর্তন হইবে না, তাহা হইলেই শুধু পরীক্ষার্থীদের পড়াশুনায় চাড় আসা সম্ভব। বস্তুত অনিশ্চয়তা, অনিয়ম ও শৃঙ্খলাভাব এ রাজ্যে শিক্ষার ক্ষেত্রে যে বিপর্যয়ের সৃষ্টি করিয়াছে, শিক্ষা-কর্তৃপক্ষের দৃঢ়তা ও নিষ্ঠার দ্বারাই শুধু তাহার প্রতিকার হওয়া সম্ভব।

নরমেধযজ্ঞ ঃ ওঁদের চোখে, ওঁদের মুখে

ঢাকা শহরের দু'জন বিশিষ্ট লেখক তাঁদের অভিজ্ঞতার কথা বর্ণনা করেছেন এই দুটি লেখায়। ওপার থেকে সংগ্রহ করে প্রকাশ করা হল।

আশ্চর্য! হঠাৎ যেন পৃথিবী দ্রুত-গতিতে পিছিয়ে গেল এক লোমহর্ষক বর্বরতম যুগে। শিক্ষা নেই, দীক্ষা নেই, সাহিত্য নেই, সংস্কৃতি নেই, নেই কোন বিদ্যার চর্চা। আছে শুধু হত্যা আর ধ্বংস। বর্বরতার চরম প্রকাশ।

যে চেঙ্গিস খাঁ আর নাদির শাহের হত্যালীলা আর বর্বরতার কাহিনী বহন করে আজও ইতিহাস লজ্জায় ঘৃণায় শিউরে ওঠে, সভ্যতার মধ্যাহ্ন লগ্নে পাকিস্তানি জঙ্গীশাহীর বর্বরতা তার তুলনায় খুবই নগণ্য।

বাংলা দেশের সাড়ে সাত কোটি মানুষ জঙ্গীশাহীর দুর্বিষহ অত্যাচারে অতিষ্ঠ হয়ে যখন একজোট হয়ে একটা সুন্দর উজ্জ্বল দিনের প্রত্যাশায় উন্মুখ হয়ে ছিল, ঠিক তখনই ইয়াহিয়া খানের জঙ্গী ফৌজ অতর্কিত নিদ্রার কোলে সুপ্ত ঢাকাবাসীর উপর চালালো বিশ্বের জঘন্যতম আক্রমণ। নিরস্ত্র বাঙালীকে হত্যা করতে লাগলো পাইকারি হারে। জ্বালিয়ে দিল বস্তির পর বস্তি নিরীহ মানুষের শান্তির নীড়। ধ্বংস করে দিল শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান, ছাত্রাবাস, হাসপাতাল আর মন্দির। ঘরে ঘরে ঢুকে হত্যা করতে লাগলো জ্ঞানী পণ্ডিত অধ্যাপক আর সাহিত্য-সেবীদের। হত্যা করতে লাগলো ছাত্র, যুবক আর শ্রমিকদের। এমন কি মসজিদের মিনারে দাঁড়িয়ে আজানরত মোয়াজ্জিমও বাদ পড়ল না।

লক্ষ লক্ষ আতঙ্কিত মানুষ ছুটলো গ্রামের পথে। মরতে লাগলো পথে-বিপথে। না খেয়ে, পথ-কষ্টে অথবা পথ আগলে রাখা জঙ্গী ফৌজের হাতে।

গত তেইশ বছর ধরে শুনে আসছি আমরা উভয় পাকিস্তানের অধিবাসী পরস্পর ভাই ভাই। যেহেতু তারা মুসলমান। ভাইকে হত্যা করছে পথে ঘাটে শিয়াল কুকুরের মত! হায়রে পাকিস্তান! হায়রে মুসলমান!

ইয়াহিয়া খান সাহেব ঘোষণা করেছেন, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব দেশদ্রোহী। আওয়ামী লীগ বেআইনী। অর্থাৎ এ-দেশের সাড়ে সাত কোটি মানুষ আজ বেআইনী আর দেশদ্রোহী। তাই হয়তো এই দেশের সাড়ে সাত কোটি মানুষকে হত্যার এই চেষ্টা। বাংলা দেশের মানুষ আজ শেখ মুজিবের নেতৃত্বে বিশ্বাসী। সমগ্র দেশের অর্ধেক মানুষও যদি হত্যা করা হয় বাকী অর্ধেককে জঙ্গী ফৌজ মেসিনগান আর ট্যাঙ্ক-এর ভয় দেখিয়ে চুপ করাতে পারবে না। এ দেশের মানুষের উপর আধিপত্য বিস্তার করা কোনদিনই সম্ভব হবে না। জয় আমাদের হবেই হবে। আমরা হতে চাই না বেইমান কুচক্রী মুসলমান, আমরা হতে চাই সত্যিকার মানুষ। বাঁচতে চাই স্বাধীন মানুষের মত।

আমার মা-বোনদের চোখের জল, ভাইয়ের রক্তস্রোত কোনদিনই বৃথা যাবে না। সংগ্রাম চলছে এবং চলবে।

আজ এ সময় আমার সামনে রয়েছে তিনটি কিশোর বালক। দশম শ্রেণীর ছাত্র। কাল ঢাকার বাড্ডা এলাকায় বর্বর ফৌজ হামলা করে ওখানকার প্রতি ঘরে। ঘর থেকে বের করে নেয় দু হাজার পুরুষদের। তারপর আগুন ধরিয়ে দেয় ওদের বাড়িঘর। এ তিনটি কিশোর পালিয়ে আসে কোন রকমে। ওদের মা-বাপই ওদের বলে, যা, তোরা পালিয়ে যা, এ দস্যুদের আওতা ছেড়ে চলে যা। আমরা বুড়োবুড়ি না বাঁচলে কোন দুঃখ নেই। কিন্তু তোদের বেঁচে থাকতে হবে। পাঞ্জাবীদের রক্ত নেওয়ার জন্যে। তাই আজ এ কিশোরত্রয়ের চোখে-মুখে আগুনের হলকা! তারা প্রতিশোধ চায়! দেখতে চায় মুক্ত স্বদেশ! স্বাধীন বাংলা!

কত আর লিখব! এ দুঃখ, এ হৃদয়-যন্ত্রণা আর জমানো ক্রোধ—সে তো ভাষায় প্রকাশ করার নয়। রক্ত-স্রোতের প্লাবন তো শুধুমাত্র আক্ষরিক ভাষায় বোঝানো যাবে না. মা-বোনদের চোখের জলকে শুধুমাত্র সাগর-মহাসাগরের লোনা জলের সাথে তুলনা করা চলবে না। এর একমাত্র প্রকাশ—লক্ষ লক্ষ মানুষের মৃত্যুর পরেও আমরা সংগ্রাম চাই, চাই স্বাধীনতা।

সারা পৃথিবীর সংবাদপত্র আজ পাকিস্তানী ফৌজের বর্বরতার নিন্দা করছে। ভারত যে ভূমিকা নিয়েছে, তার তুলনা নেই। ভারত তথা পশ্চিম বাংলার জনগণের সহানুভূতি আর মর্মবেদনা আমাদের পরম পাথেয় আজ। গোটা বাংলা দেশ তাদের কাছে কৃতজ্ঞ।

—মেসবাহুল হক

*

হত্যা আর হত্যা। হত্যার চরমতম-লীলাক্ষেত্র ঢাকানগরী। নগরীতে বিচরণ করে বেড়াচ্ছে পশ্চিমা হিংস্র পশুগুলো, যাদের উল্লাসে ঢাকানগরী মহাশ্মশান হতে চলেছে। নির্বিবাদে চলছে ওদের পাশবিকতা—বর্ণনা করতে গিয়ে শরীর শিউরে ওঠে—ইতিহাস লজ্জায় মুখ লুকোয়, সাড়ে সাত কোটি বাঙ্গালীকে আজ একই শপথ নিতে বাধ্য করেছে যে, যেমন করেই হোক, যত রক্তের বিনি-ময়েই হোক আমরা স্বাধীনতা আনবই এবং সে শপথে কোন আপস নেই।

২৫ মারচ রাতে কোনরকম উসকানি ছাড়াই পানজাবী হানাদাররা, কোনরূপ সংকেত ছাড়াই, চালায় অতর্কিত আক্রমণ, যে আক্রমণের শিকার হল হাজার হাজার পুলিশ, ই পি আর, ছাত্র, শিক্ষক আর শ্রমিক। রোমের আগুন কদিন জ্বলেছিল আমার জানা নেই, কিন্তু ঢাকায় ২৫ মারচ থেকে জ্বলছে পথেপ্রান্তরে আগুনের লেলিহান শিখা এবং তার সাথে চলছে যুদ্ধাস্ত্র, বুলেট—আত্মবলি দিচ্ছে অগণিত বঙ্গ সন্তান। কী অপরাধ এদের ছিল, কী পাপ এদের ছিল!

মা-বোনেরা আজ আর কাঁদছে না। ছেলেদের জীবনের মায়া ছেড়ে তারা এই বলে পাঠিয়ে দিচ্ছে ঃ শত্রু খতম করে যদি আসতে পারো তবে আবার দেখা হবে। পানজাবি হানাদাররা পাইকারি হারে যুবকদের ধরে নিয়ে হত্যা করছে। পালিয়ে পালিয়ে ঘুরছে ছাত্র যুবকরা, চোখেমুখে তাদের দুর্জয় শপথ—প্রতিশোধ আমরা নেবই নেব। বাংলা দেশের স্বাধীনতা আমরা আনবই। পশ্চিমা ঐ বর্বর পশুদের সাথে আপস নেই। এ সংগ্রাম আমাদের আপসহীন সংগ্রাম। মরতে হয় সবাই আমরা মরব তবু আপস করতে যাব না!

দিনের পর দিন ওরা ব্যাপক হত্যা আর নির্যাতন চালিয়ে যাচ্ছে। সেনা-বাহিনীর সক্রিয় সহায়তায় পশ্চিমা অবাঙ্গালীরা করছে লুঠতরাজ আর অত্যাচার। তাদের সে লোমহর্ষক অত্যাচারের কথা বর্ণনার বাইরে চলে গিয়েছে। সেনাবাহিনী ছাত্রী হলে হানা দিয়ে করেছে ধর্ষণ, হত্যা আর কিছু সংখ্যক ছাত্রীকে ধরে নিয়ে যায় ক্যানটনমেনটে। সান্ধ্য আইন জারি করা হয় বটে, তবে বিরতি সময়ে চলে ওদের হত্যা-যজ্ঞ আর অগ্নিসংযোগ। সান্ধ্য আইনের সময়ে চলে মৃতদেহ পাচার। শুধু তাই নয়, সংলগ্ন এলাকাগুলো থেকে গরু-বাছুর ছাগল মুরগি ওরা নিয়ে যায়, দোকানে দোকানে চালায় লুঠতরাজ। মানুষ নিধন করে ওরা হাসে আর তামাসা দেখে। বাঙ্গালীর রক্তস্রোতে ঢাকা রাজধানীর জনপথ ভেসে যাচ্ছে, যারা বেঁচে আছে, তারাও মৃত্যুর দিন গুনছে। আওয়ামী লীগ কর্মী, শ্রমিক, ছাত্র, শিক্ষক, সাহিত্যিক আর হিন্দুই ওদের আক্রমণের লক্ষ্য। ওরা বলে অফিসে আসতে, নিজের নিজের বাসস্থানে ফিরে আসতে আর রাত দিন চলে ওদের হত্যালীলা। আজ ছাত্র ও যুবকেরা অনিশ্চিত ভবিষ্যৎ নিয়ে গ্রামবাংলার পথে প্রান্তরে ঘুরছে। মা বোনেরা অসহায়ভাবে তাকিয়ে আছেন। যুদ্ধের ইতিহাস আমরা পড়েছি, কিন্তু এমনি নিরীহ জনসাধারণকে হত্যার কোন ইতিহাস আমরা জানি না। রাতে দেখেছি যেন ঝাঁকের পর ঝাঁক অগ্নিবাণ আকাশের বুক বয়ে উড়ে আসছে আর নিধন করছে অগুনতি নারীপুরুষকে। বিশ্ববাসীর কাছে আমাদের আবেদন, সাড়ে সাত কোটি বাঙ্গালীর এই ন্যায্য সংগ্রামে সমর্থন দিয়ে তাঁরা যেন সর্ব-প্রকার সাহায্য পাঠান। নইলে বাঙ্গালীর কাছে, মানবতার কাছে, গণতন্ত্রের কাছে তথা ইতিহাসের কাছে তাঁরা অপরাধী থেকে যাবেন।

—আবু জাফর আকরাম

মুক্তিযুদ্ধের প্রেক্ষাপটে দুই বাংলা

বিশেষ প্রতিনিধি

সীমান্তের ওপারে বাংলা দেশে যখন তুমুল মুক্তি যুদ্ধ চলেছে এপারে, কলকাতার দেওয়ালে দেওয়ালে তখন নতুন ধরনের কিছু বক্তব্য উঁকি দিচ্ছে। যথাঃ দুই বাংলার লড়াই কেন্দ্রের বিরুদ্ধে বাঙালীর লড়াই! দুই বাংলা এক হোক—এই ধ্বনিও সম্পূর্ণ অশ্রুত নয়। দুই-ই, বলা নিষ্প্রয়োজন, পরি-স্থিতির অতি-সরলীকরণ তবু এইসব হিজিবিজি এড়িয়ে যাওয়া বোধহয় ঠিক নয় কেন না, দুই-ই তাৎপর্যপূর্ণ।

তাৎপর্যপূর্ণ এ-কারণে যে, দুটি ধ্বনিরই পিছনে রয়েছে কিঞ্চিৎ পটভূমি। সকলেই জানেন, সাম্প্রতিক নির্বাচনে এই রাজ্যে অন্তত একটি রাজনৈতিক দলের শ্লোগান ছিল—বাংলাকে কেন্দ্রের উপনিবেশ হতে দেব না। সি-আর-পি, তাঁদের মতে, দখলদার ফৌজ। অতএব শ্লোগান ছিল সি-আর-পি হঠাও। সে দাবি পরিত্যক্ত হয়নি লোকসভায়ও শোনা গেছে তার প্রতিধ্বনি। মাঠে ময়দানে এখনও তার রেশ। ইয়াহিয়া খাঁ আর ইন্দিরা গান্ধী নাকি এক।

কিন্তু সত্যই কি তা-ই? পশ্চিম বাংলাকে উপলক্ষ করে লোকসভায় সম্প্রতি যে বিতর্ক হয়ে গেল সেখানে অনেকেরই মুখে শোনা গেছে কেন্দ্রের সমালোচনা। বস্তুত ইন্দিরা গান্ধীর নিজের দল নব-কংগ্রেসও বাদ নেই। কিন্তু কেন্দ্রের সমালোচনা আর বিচ্ছিন্নতা-বোধ নিশ্চয়ই এক বস্তু নয়। সমালোচক কে নয়? বাংলার বামপন্থী নেতারা জানেন এ ব্যাপারে তাঁদের সহযোগী অনেকেই। ওড়িশা, বিহার, তামিলনাড়ু, মহীশূর—কে নয়? এমন কি বোধহয় একদা "ইনডিয়া দ্যাট ইজ ভারত, দ্যাট ইজ উত্তর প্রদেশ" নামে বর্ণিত সেই ভাগ্যবান রাজ্যটিও। সুতরাং, কেন্দ্রের সমালোচনা নতুন কোনও লক্ষণ, বা বাংলার একান্ত কোনও কাণ্ড নয়। সমালোচক কখনও স্বর্গত বিধানচন্দ্র রায়ও। এমন কি ধর্মবীর-বি বি ঘোষের মত ব্যুরোক্র্যাট এবং বেঙ্গল চেমবার অব কমারস-এর মত ধনীদের ক্লাব সমান বাঙ্ময় এ-ব্যাপারে।

কেন্দ্র কীভাবে অবিচার করেছে বা করছে—সে আলোচনার সুযোগ এখানে নেই। আমরা জানি, উন্নয়নশীল দেশে এ-জাতীয় বৈষম্যের অভিযোগ অন্যত্রও শোনা যায়। এমনকি খোঁজ নিলে দেখা যাবে, লালদিঘি পাড়ের সরকারের বিরুদ্ধে বৈষম্যের অভিযোগ আছে কোনও কোনও জেলারও। তবু ধরে নেওয়া গেল, এবং যুক্তিসহই যে, বাংলার প্রতি ন্যায় বিচার করেনি, বাংলা অবহেলিত। কিন্তু তার মানে কি এই যে, বাংলা কলোনি? কাকে বলে উপনিবেশ, কী তার চরিত্র—দীর্ঘ দুশ বছর ধরে তার পরিচয় লাভের পর আমাদের তা অজানা থাকার কথা নয়। তাছাড়া, দিল্লির শাসকদের হয়তো একটা শ্রেণী চরিত্র আছে, কিন্তু সে-গোষ্ঠীতে নিশ্চয় সর্ব-ভারতই সদস্য! আরও একটা কথা; আমরা সবাই জানি—পূর্ব বাংলার বাঙালী পাকিস্তানে সংখ্যা গরিষ্ঠ ভারতে নিশ্চয় তা-নয়। আর চেয়েও বড় কথা, বামপন্থী রাজনীতি যে শ্রেণী সংগ্রামের হাঁক দেয়, সেই শ্রেণী বিন্যাস পর্যালোচনা করলে দেখা যাবে কোনও শ্রেণীতেই বাঙালী একমাত্র সম্প্রদায় নয়। যতদূর মনে পড়ে, এই রাজ্যে কর্মনিযুক্ত শ্রমিকদের বৃহত্তর অংশই অবাঙালী। চটকলে তাঁদের পরিমাণ শতকরা ৭৯ জন!

এই প্রেক্ষাপটে আঞ্চলিকতার আবেদন অবশ্যই স্বীকার্য। কিন্তু আঞ্চলিকতা আর বিপ্লব নিশ্চয়ই এক কথা নয়। আঞ্চলিকতাবোধ ভারতে সম্পূর্ণ অনুপস্থিত এ-কথা বলা যায় না। নানা সময়, নান উপলক্ষে আমরা তা দেখেছি। কখনও ভাষা, কখনও ইস্পাত কল কখনও নদীর জল—ক্ষোভের কারণ নানাবিধ। কিন্তু নাগা এবং মিজো এলাকা বাদ দিলে বিচ্ছিন্নতাবোধ কোথায়ও দেখা যায়নি। ডি-এম-কে নিজের প্রথম দিককার আচরণ ভুলতে পারলে নিশ্চয় খুশী হবে আজ। পানজাবি সুবার আন্দোলনও নিশ্চয় অঙ্গচ্ছেদের বাসনা থেকে উপ্ত নয়। তেলেঙ্গানাও রাজ্যের মর্যাদা চায় মাত্র, তার চেয়ে বেশী কিছু নয়। একমাত্র বাংলাই কি তবে বিচ্ছিন্নতাকামী হবে?

বোধহয় নয়। এমনকি কাশ্মীর, নাগাল্যানড এবং মিজো পাহাড়ে যখন ভারতের প্রধান প্রবাহে মিলিত হবার জন্য ইচ্ছা ক্রমেই স্পষ্টতর, তখন ভারতের প্রথম সারির রাজ্য বাংলা—আলাদা হতে চায় এটা কল্পনা করা দুঃসাধ্য। বাঙালী জাতীয়তার অভীপ্সা কিন্তু বরাবরই ভারতীয় জাতীয়তার মহাসাগরের দিকে। স্বাধীনতার পরের বছরগুলোতে সেখানে নানা কারণে নৈরাশ্য দেখা দিয়েছে হয়তো, কিন্তু বাঙালী আত্মঘাতী হতে চায় এটা অবশ্যই অসত্য।

সেদিক থেকে বিচার করলে বরং মনে হয় কেরলের নায়ক শ্রীনামবুদিরিপাদ বোধহয় কলকাতার দেওয়াল লিখনের চেয়ে সত্যের অনেক কাছাকাছি। মাদরাজে তিনি নাকি বলেছেন—বাংলা দেশের ঘটনা ভারতের ওপর প্রভাব বিস্তার করতে বাধ্য। কাশ্মীরে তো বটেই, তামিল নাড়ুতে, অন্ধ্রে,—সর্বত্র। এক কথায়, শ্রীনামবুদিরিপাদ বোধহয় বলতে চান কেন্দ্র এবং রাজ্যের সম্পর্ক অতঃপর নতুন করে যাচাই করা হবে। রাজ্যগুলো আরও ক্ষমতা হাতে পেতে চাইবে।

তার লক্ষণ ইতিমধ্যেই দেখা গেছে। হয়তো পূর্ব বাংলার ঘটনাবলীর আলোতে তা আরও তীব্র হবে। কিন্তু তার অর্থ নিশ্চয় এই নয় যে, দিকে দিকে বিচ্ছিন্নতার দাবি উঠবে। গত তেইশ বছরের গণতান্ত্রিক পরীক্ষা নিরীক্ষা এবং অর্থনৈতিক ক্রিয়া কলাপের পর সেটা এখন বোধহয় অবান্তর চিন্তা। কোনও এক সাহেব বলেছিলেন—ইনডিয়া ইজ নাইদার এ কানট্রি নর এ নেশান! ইনডিয়া তথা ভারত আজ নিশ্চয়ই একটি জাতি। এবং বহুবর্ণ বলেই আজ সে-জাতি অনেকখানি নিরাপদ।

উপসংহারে "দুই বাংলা এক হোক" এই ধ্বনি সম্পর্কে দু'একটি কথা। গঙ্গাতীরে এই বাক্যের প্রতিধ্বনি শোনা গেছে সুদূর টেমস-তীরেও। লনডন "টাইমস" নাকি লিখেছে—অতঃপর দুই বাংলা এক করার জন্যেও উদ্যোগ শুরু হতে পারে। সেটাও কল্পনা-বিলাস মাত্র। সত্য, দেশ বিভাগের আগের মুহূর্তে কেউ কেউ যুক্ত বাংলার স্বপ্ন দেখেছিলেন। এবং বিভক্ত দেশের মানসিকতায় পুনর্মিলনের জন্য আকুলতাও অবশ্যই থাকে। কিন্তু আজ যা হচ্ছে তাতে সে-ই সুপ্ত এবং হয়তো বা নানা কারণে প্রায় লুপ্ত ইচ্ছা পূরণের কোনও সুযোগ নেই। পূর্ব বাংলার মুক্তি যোদ্ধা, রক্তের মূল্যে যাঁরা স্বাধীনতা অর্জন করতে চাইছেন—তাঁরা কি এতই নির্বোধ যে করাচি-পিনডির বদলে কলকাতাকে করবেন সোনার-বাংলার আর্থিক রাজধানী? আর এপারের বাঙালীই বা আবার কেন পরিণত হতে চাইবেন সংখ্যালঘু গোষ্ঠীতে? ওপারের বাঙালী স্বাধীন হোক, হোক স্বপ্রতিষ্ঠিত—এপারের বাঙালী সম্ভবত তা-ই চান। তার বাইরে আর যা চান সেটা—স্বাভাবিক সম্পর্ক।

সম্পাদক সমীপেষু

[illegible] সম্পাদক দায়ী নন।

নববর্ষে এবার উৎসব চাই না

শোকের দিনে সমারোহ শোভা পায় না। আজ আমাদের নিজেদের সংসারে না হোক, আমাদের ঘরের পাশের মানব-সংসারে বুকফাটা কান্নার রোল উঠেছে। শিশু তার মাকে হারিয়ে কাঁদছে, মা কাঁদছেন তার সন্তানকে হারিয়ে। রক্তের স্রোতে ধুয়ে যাচ্ছে বাংলাদেশের মাটি: বুকফাটা হাহাকারে ভরে উঠেছে বাংলাদেশের বাতাস। অন্যদিকে, জায়া-জননী-ভাই-বোনের অশ্রু মোছাবার প্রতিজ্ঞা নিয়ে, দখলদার ফৌজকে চিরতরে বিতাড়িত করবার জন্য মুজিবের মুক্তিসেনারা সেখানে অটল পদক্ষেপে এগিয়ে চলেছেন। এই অবস্থায় কি আমাদের ঘরে উৎসব শোভা পায়? অতীতে আমরা নিজেদের সংকটের দিনে একাধিকবার বন্ধ রেখেছি দেওয়ালীর আলোর উৎসব: যে-টাকা আলোকসজ্জা আর বাজির জন্য অপচিত হতে পারত, তাই দিয়ে দুর্গতের মুখে হাসি ফোটাবার চেষ্টা করেছি। এবারে দুর্গত আমাদের প্রতিবেশী জনসমাজ, সংকট এবারে আমাদের ঘরের ও-পাশে। সেখানে যতটা সম্ভব, এবং যত তাড়া-তাড়ি সম্ভব সহায্য পাঠানো দরকার। এই অবস্থায় নিশ্চয় পয়লা বৈশাখের উৎসব অর্থহীন হয়ে উঠবে। প্রহসনের মত ঠেকবে নববর্ষের সমস্ত সমারোহ। উৎসব আর সমারোহ অতএব এবারকার মত বন্ধ থাক। যে-টাকা তার পিছনে ব্যয়িত হতে পারত, আসুন, সেই টাকায় কিছু ওষুধ, কিছু পথ্য, কিছু বস্ত্র, কিছু খাদ্য যাতে সীমান্তে পাঠানো যায়, তার ব্যবস্থা করি। আসুন, প্রতিজ্ঞা নিই, উৎসব আর আড়ম্বর বন্ধ রেখে, যতটা সম্ভব অর্থ আমরা বাঙলাদেশ-সহায়ক কমিটির হাতে এবারে তুলে দেব। রক্তের অক্ষরে যাঁরা তাঁদের হাল-খাতার সূচনা করতে চলেছেন, চলুন, আমরা তাঁদের পাশে গিয়ে দাঁড়াই। —নিরুপম চট্টোপাধ্যায়, কলি-৯।

বাংলাদেশে মেডিকেল মিশন

আমরা অবিলম্বে মেডিকেল মিশন বাংলাদেশে পাঠাতে চাই। যে মনোভাব নিয়ে রেডক্রশ মিশন করাচী পর্যন্ত গিয়েছিলেন, আমরাও সেই মনোভাব নিয়ে যেতে চাই। ভারত সর-কার অবিলম্বে পাকিস্তান সরকারের কাছে একটি মেডিকেল মিশন পাঠাবার জন্য অনুমতি চেয়ে পাঠান। মেডিকেল মিশন পাঠাবার পরিপ্রেক্ষিতে পাকিস্তান সরকারের মনোভাব পরিষ্কারভাবে বোঝা যাবে।

আমরা মেডিকেল মিশন চাই বাংলা-দেশ, পশ্চিমবঙ্গ ও আসামের স্বাস্থ্য নিরাপত্তার জন্য। আমরা আগেই আলো-চনা করেছি বাংলাদেশে সংক্রামক ব্যাধি প্রকাশ পেলে অবিলম্বে তা আসাম ও পশ্চিমবঙ্গে প্রকাশ পাবে। মেডিকেল মিশন অবিলম্বে পাঠানো প্রয়োজন। কারণ সংক্রামক রোগ একবার মহামারী-রূপে দেখা দিলে তাকে সামলাবার ক্ষমতা থাকবে না, এবং বাংলাদেশের সঙ্গে পশ্চিমবঙ্গ ও আসামের জন-সাধারণও চরম দুর্দশার মধ্যে পড়বে।

পশ্চিমবঙ্গের বসতি খুবই ঘন। স্বাভাবিক অবস্থাতেই পশ্চিমবঙ্গে সংক্রামক ব্যাধির প্রকাশ ঘটে যায় যে কোন সময়ে, তারওপর পাশের রাষ্ট্রে এক অস্বাভাবিক পরিবেশ সৃষ্টি হয়েছে। এই অবস্থাতে যে কোন মুহূর্তে সংক্রামক ব্যাধির মহামারী শুরু হয়ে যাবার সম্ভাবনা রয়েছে।

ভারত সরকার একদিকে পাকিস্তান সরকারের কাছে বাংলা দেশে মেডিকেল মিশন পাঠাবার অনুমতি চেয়ে পাঠান, অন্যদিকে ইনডিয়ান মেডিকেল অ্যাসো-সিয়েশনকে মেডিকেল মিশন গঠন করবার অনুমতি দিন। এই মিশনে ডাক্তার, নারস এবং প্রয়োজনীয় ওষুধ পথ্য নিয়ে যাওয়া হবে। পাকিস্তান সরকারের যদি ভয় থাকে, এই মিশন বাংলাদেশ সম্পর্কে অহেতুক অতিশয় বর্ণনা দেবেন, তাহলে মিশনের সঙ্গে পাকিস্তান সরকারের একজন প্রতিনিধি থাকবেন।

এই মেডিকেল মিশনকে সম্পূর্ণ নিরাপত্তা দিতে হবে। কোন কারণেই মিশনের সভ্যবৃন্দকে কোন চিকিৎসাজনক কাজে বাধা দিতে পারবেন না বা কোন অজুহাতে তাদের হত্যা করা চলবে না। যে ক্যাম্পের অথবা গাড়ির গায়ে মেডি-কেল ক্রশ লাগানো থাকবে, তার প্রতি কোন আক্রমণ করা চলবে না।

এই মিশন গঠিত হলে ভারতের সমস্ত ভেষজ প্রতিষ্ঠানের মালিকদের প্রয়োজনীয় ওষুধ ইনজেকশন দান করার আবেদন করা হবে। শুধু খাদ্য বা অর্থ দান করলেই বাংলা দেশের সমস্যা মিটবে না, তার সঙ্গে পর্যাপ্ত পরিমাণে ওষুধ না দিতে পারলে অচিরে বাংলাদেশ মহাশ্মশানে পরিণত হবে এবং তার স্পর্শে পশ্চিমবঙ্গ ও আসামও ধ্বংস হয়ে যাবে, তাই আর দেরি না করে একটি মেডিকেল মিশন বাংলাদেশে পাঠাবার ব্যবস্থা অবিলম্বে করা হোক।—ডঃ বিশ্বনাথ রায়, কল-২।

জয় হবেই

ফুলে ওঠো কর্ণফুলী। ফুলে ওঠো পদ্মা, মেঘনা, ভৈরব, ধলেশ্বরী; গোমতী। তোলো জলোচ্ছ্বাস। ভেসে যাক সেই স্ফীত জলোচ্ছ্বাসে রক্তপায়ী ইয়াহিয়ার দখলদার পাকবাহিনী। মুছে যাক বাঙলামায়ের কলঙ্ক।

বিশ্বের দরবারে আমার জিজ্ঞাসা—'তোমরা নীরব কেন? বাঙালী তোমাদের 'মাভৈঃ' বাণী এখনও শুনতে পাচ্ছে না কেন? কেন তোমাদের সবল হস্ত তাদের দিকে প্রসারিত হচ্ছে না?' অত্যাচারীর হাত থেকে অত্যাচারিতকে রক্ষা করাই মহতের ধর্ম। এ শিক্ষা তো সর্বদেশের, সর্বকালের। —যোগীলাল হালদার, কলকাতা—১৫।...

জাগ্রত বাংলা দেশ

বাংলার মানুষ আজ যেভাবে করাচীর নারীঘাতী-শিশুঘাতী সৈন্যের সঙ্গে মরণপণ সংগ্রামে রত তা ভাবলেও গর্বে বুক ফুলে উঠে। বাংলার মানুষ আজ পরাধীনতার নাগপাশ ভেঙ্গে ফেলতে চায়।

ইংরাজ তাড়াবার পর বাঙ্গালীর এত ঐক্য, এত জাগরণ দেখিনি। তাই আমাদের মত ক্ষুদ্র নারী এপার বাংলার মাটিতে দাঁড়িয়ে এই সংগ্রামী ভাইদের অভিনন্দন জানাচ্ছি, আর জানাচ্ছি, আনন্দবাজার পত্রিকাকেও। কারণ তারা বাংলার মানুষের সংগ্রামের কথা, আর করাচীর নর-পশুদের বীভৎস-নগ্ন অত্যাচারের কথা বিশ্ববাসীর দরবারে সচিত্র তুলে ধরেছে অসীম সাহস ও নিষ্ঠা সহকারে। —জ্যোতিপ্রভা দেবী ও স্বপ্না মুখার্জি, বহরমপুর।

"কাফের ইয়াহিয়া"

ইয়াহিয়া কি করে নিজেকে ইস-লামিক রাষ্ট্রের কর্ণধার বলে ঘোষণা করে। ইসলাম কোন দিন বলেনি, নিরীহ লোকগুলিকে পিটিয়ে মারতে। সেই ইসলামের নামে নাম ভাঁড়িয়ে জঘন্য পাপী ইয়াহিয়া সাম্রাজ্য পরি-চালনা করছেন। ইসলাম ধর্মের তরফ থেকে সমস্ত ঐশ্লামিক দেশগুলির এবং মুসলমান ধর্মাবলম্বীদের অবিলম্বেই প্রয়োজন ইয়াহিয়া খানকে বরখাস্ত করার অসহযোগ আন্দোলন গড়ে তোলা। এবং ইসলামিক অনুশাসন অনুযায়ী কওম ধ্বংসকারী পাপীকে সর্বসমক্ষে গুলি করে মারা উচিত।

আজ ভারতের জনগণকে সজাগ হতে হবে। আজ আর ধর্মের জিগির নয়, জাতির জিগির নয়, আজ আমরা মানুষ এবং মানুষ হিসাবে আমাদের পরিচয় এবং মানবতা খর্বকারীর যথা-মত শাস্তি দেওয়া উচিত, সবাই গর্জে উঠুন, সম্পূর্ণ সহায়তা করুন মুক্তি-যোদ্ধাদের। —সফিউর রহমান, মেদিনীপুর।

বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ হবে?

সম্প্রতি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কলেজ স্ট্রীট ক্যামপাসে পর পর কয়েকটি হিংসাত্মক ঘটনা ঘটে যাওয়ায় বিভিন্ন মহল থেকে বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ করে দেওয়ার দাবি উঠেছে। স্বয়ং উপাচার্য ডক্টর সত্যেন্দ্রনাথ সেন বিশ্ব-বিদ্যালয় খোলা রাখতে বিশেষ ভরসা পাচ্ছেন না। এহেন পরিস্থিতিতে ছাত্র-ছাত্রী তথা শিক্ষকমণ্ডলীও আজ ভীষণ রকম অসহায় বোধ করছেন। নিরাপত্তার অভাবে সবাই আজ অস্থির, সন্ত্রস্ত। তবু এই বিশ্ববিদ্যালয়ের জনৈক ফাইন্যাল ইয়ারের পরীক্ষার্থী হিসেবে আমার অনুরোধ ঃ বিশ্ববিদ্যালয় অনির্দিষ্ট কালের জন্য বন্ধ ঘোষণা করবেন না। বিশ্ববিদ্যালয়ের পঠনপাঠন বন্ধ রেখে অবস্থা আয়ত্তে আনার চেষ্টা করে ছাত্রছাত্রীদের নতুন করে ক্ষতি করবেন না।

এ বছর শিক্ষাক্ষেত্রে শনির দৃষ্টি পড়ায় এমনিতেই ছাত্রছাত্রীদের অপূরণীয় ক্ষতি হয়ে গেছে। লেখাপড়ায় আমরা এবার অনেক-অনেক পিছিয়ে রয়েছি। পরীক্ষাগুলো সব অনিশ্চয়তায় ঝুলেছে। কোরস অসম্পূর্ণ। ভবিষ্যৎ অন্ধকার। এমতাবস্থায় যদি অনির্দিষ্ট কালের জন্য বিশ্ববিদ্যালয়ের দরজায় তালা ঝুলিয়ে দেওয়া হয় তা হলে সর্বনাশের আর কিছু বাকি থাকবে না। —অশোককুমার চক্রবর্তী, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়

বিশ্ব স্বাস্থ্য দিবস উপলক্ষে অনুষ্ঠান

নিজস্ব প্রতিনিধি

বুধবার কলকাতা তথ্য কেন্দ্রে বিশ্ব স্বাস্থ্য দিবস উপলক্ষে আয়োজিত এক দু'দিনব্যাপী অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন কলকাতা হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি শ্রী পি বি মুখারজি। অনুষ্ঠানটির উদ্যোক্তা ডায়াবেটিক অ্যাসোসিয়েশন অব ইনডিয়া। বিচারপতি শ্রী মুখারজি প্রধান অতিথির এবং ডঃ যোগেশ ব্যানারজি সভাপতির আসন গ্রহণ করে ডায়াবেটিক রোগ নিয়ে নাতিদীর্ঘ বক্তৃতা দেন।

সভার পর ডায়াবেটিস রোগ সম্পর্কিত একটি প্রদর্শনীর উদ্বোধন করেন ডঃ হীরালাল সাহা।

ডঃ মুরারিমোহন মুখারজি, ডঃ নগেন রায়চৌধুরী, ডঃ মণি ক্ষেত্রী প্রমুখরা অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন।

পৌরসভার অনুষ্ঠান

বুধবার কলকাতা পৌরসভায় 'বিশ্ব স্বাস্থ্য দিবস' পালিত হয়। পৌরসভার উদ্যোগে এই দিবস পালন এ বছরই প্রথম। 'বহুমূত্র রোগ সত্ত্বেও পূর্ণ জীবন'—বিশ্ব স্বাস্থ্য দিবসের এবারের এই বাণীর উপরই এদিন এক আলোচনা চক্রের ব্যবস্থা হয়েছিল। অনুষ্ঠানে পৌরোহিত্য করেন মেয়র শ্রীপ্রশান্ত শূর।

আলোচনা চক্রে অংশ গ্রহণ করেন ডাঃ ননী গুহ, ডাঃ ভাস্কর রায়চৌধুরী, ডাঃ গৌরীপদ দত্ত।

আলোচনা চক্রের উদ্যোক্তা পৌরসভার স্বাস্থ্য ও বস্তি উন্নয়ন স্ট্যানডিং কমিটির চেয়ারম্যান শ্রীনরেন্দ্রনাথ ব্যানারজি বিশ্ব স্বাস্থ্য দিবসের উদ্দেশ্য বর্ণনা করেন।

ভারতসভা ভবনে সভা

বুধবার ভারতসভা ভবনে ক্যালকাটা অ্যাসোসিয়েশন ফর ইউনাইটেড নেশনস 'বিশ্ব স্বাস্থ্য দিবস' পালন করেন। সভাপতির ভাষণে ডঃ পি কে ঘোষ বলেন, 'বহুমূত্র' রোগ সম্পর্কে আগে থেকে সচেতন হওয়া দরকার। একে সামাজিক সমস্যা বলে গণ্য করা উচিত।

সর্বশ্রী সুধীর ঘোষ, মণীন্দ্রলাল মুখারজি, ডঃ বি মৌলিক প্রমুখ সভায় ভাষণ দেন।

রক্তদানের জন্য আই এম এ-র আবেদন

আই এম এ 'বাংলাদেশে' আহত ও রুগ্ন মানুষের সাহায্যার্থে রক্তদানের জন্য আবেদন জানিয়েছে। প্রতিদিন বেলা ২টা থেকে ৬টা পর্যন্ত ৬৭ লেনিন সরনি (ধর্মতলা স্ট্রীট)—আই এম এ অফিসে রক্ত নেওয়া হচ্ছে। আই এম এ স্বেচ্ছাসেবী চিকিৎসক ওষুধ-পত্র, অন্যান্য সাহায্য দ্রব্যের জন্যও আবেদন জানাচ্ছে।

রাজশাহীর দখল নিতে পাক সেনার পালটা আক্রমণ

শ্যামলকুমার চক্রবর্তী

ঘানপুর (রাজশাহী), ৯ এপ্রিল—রাজশাহীর ক্যান্টনমেন্ট ছাড়া সমস্ত শহর এখন মুক্তিফৌজের দখলে। শহরের দখল নেবার জন্য পাক সেনারা সেখানে প্রচণ্ড আক্রমণ চালাচ্ছে। বার বার বিমান থেকে বোমা আর গুলি বর্ষণ করছে। মুক্তিফৌজ মরণপণ করে ওদের আঘাত প্রতিহত করছে। আজ সকালে পাক বিমান অন্তত ছ'বার বিমান থেকে বোমা বর্ষণ করেছে।

রাজশাহী শহর পাঁচ মাইল লম্বা এক মাইল চওড়া। গত কয়দিন ধরে নানাদিক থেকে শহরে ঢোকার চেষ্টা করেছি, পারিনি। বৃহস্পতিবার লালগোলার দিক থেকে পদ্মা ও মহানন্দা ডিঙিয়ে ৮ মাইল বালির চর পেরিয়ে নবাবগঞ্জের গোদাগাড়ি থানার দিকে যাই। সেখান থেকে সাইকেলে করে আরও ১০ মাইল ভেতরে যাই। রাজশাহী শহরের কাছাকাছি রাজাবাড়ি হাটে আজ সকালে গিয়েছিলাম। কিন্তু তবু রাজশাহীতে ঢুকতে পারিনি।

মুর্শিদাবাদের অন্য সীমান্ত পথ জলঙ্গীর কাতলামারির দিক থেকে সাইকেলে, হেঁটে আট মাইলের মত তপ্ত বালুচর পেরিয়ে এগিয়ে গেলাম। রাজশাহী শহরের মুখে ঘানপুরের অপর পারে গিয়ে পৌঁছলাম। কিন্তু নদী পার হতে পারলাম না। কারণ নৌকা নেই। মাঝি নেই।

এপারে নদীতীরে দেখা বিহারী মুসলমান মোবারক হোসেনের সঙ্গে। বললেন, একদিকে পাক ফৌজ অন্যদিকে মুক্তিসেনা। এই দুয়ের মধ্যে জোর লড়াই চলছে। কোনরকমে প্রাণ নিয়ে পালিয়ে এসেছি। ভীত ত্রস্ত মানুষটি আমাদের দেখেও দুশমন মনে করে ভয় পেলেন। বার বার বলতে লাগলেন, আল্লার দোহাই, আমার কোন কসুর নেই। আমাকে মারবেন না।

ফেরার পথে কাতলামারিতে দেখা পশ্চিমবঙ্গের ভূমি ও ভূমিরাজস্ব মন্ত্রী শ্রীআবদুস সাত্তার ও জেলা নব কংগ্রেস সভাপতি আবদুল বারি বিশ্বাসের সঙ্গে। তাঁরা মুর্শিদাবাদ সীমান্তে এসেছেন ত্রাণ ব্যবস্থা পরিদর্শন করতে। ভূমিরাজস্ব মন্ত্রী বললেন, রাজশাহী থেকে এখন বেশী লোক আসছে না। এ পর্যন্ত ২০ হাজার লোক এসেছেন। তাঁদের সব রকম ত্রাণের ব্যবস্থা হচ্ছে।

আবার টিক্কা খান!

নয়াদিল্লি, ৯ এপ্রিল—রেডিও পাকিস্তান আজ ঘোষণা করেছে : সামরিক আইন প্রশাসক লেঃ জেঃ টিক্কা খান আজ ঢাকায় শপথ নিয়েছেন।

শুধু এইটুকুতেই খবর শেষ নয়। আরও আছে। সেইগুলি হল : শপথ বাক্য পাঠ করান হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি শ্রীসিদ্দিকি। এবং ওই অনুষ্ঠানে যোগ দেন ভারতের ডেপুটি হাই কমিশনার সমেত বিভিন্ন কূটনৈতিক মিশনের প্রতিনিধিরা।

এদিকে সর্বত্র খবর রটেছে টিক্কা খান নিহত হয়েছেন। কিছু খবরে অবশ্য বলা হয় তিনি গুরুতর আহত। পাক বেতার কিন্তু গোড়া থেকেই তারস্বরে জানিয়ে আসছে : টিক্কা খান বেঁচেবর্তে আছেন।

গত মাসে টিক্কা খানকে রাজ্যপাল ও সামরিক প্রশাসক নিযুক্ত করা হয়। কিন্তু তাকে শপথ গ্রহণ করাতে অস্বীকৃত হয়েছিলেন ঢাকা হাইকোর্টের প্রধান ও অন্যান্য বিচারপতিরা।

এখন সামরিক কর্তৃপক্ষ বার বার বাইরের পৃথিবীকে বোঝাতে চাইছেন যে ঢাকার অবস্থা বিলকুল ঠাণ্ডা এবং সেখানকার সর্বময় কর্তা এখন সেনাবাহিনী। এই সূত্রেই বলা যেতে পাক বেতারের নতুন ঘোষণা—টিক্কা খান শপথ নিলেন।

—পি টি আই ও ইউ এন আই

পাক বেতারে রুশ আবেদনের উল্লেখ নেই

নয়াদিল্লি, ৯ এপ্রিল—আজ পাকিস্তান বেতারে বলা হয়েছে যে, আমেরিকা, ব্রিটেন ও চীন সমেত কয়েকটি বড় দেশ বলেছে যে, পূর্ব পাকিস্তানের পরিস্থিতি পুরোপুরি পাকিস্তানের অভ্যন্তরীণ ব্যাপার এবং বাহিরের কোন শক্তির এতে হস্তক্ষেপ করার অধিকার নেই।

ওই ৩টি দেশ ছাড়া বেতারে আর যে সব দেশের নাম করা হয়েছে, তা হল—অস্ট্রেলিয়া, মালয়েশিয়া ইন্দোনেশিয়া ইরান ও তুরস্ক।

পাক বেতারে কিন্তু সোভিয়েট ইউনিয়নের নাম করা হয়নি। পূর্ববঙ্গে রক্তপাত বন্ধের জন্য রুশ প্রেসিডেন্ট এক বার্তায় ইয়াহিয়াকে আহ্বান জানিয়েছিলেন। —ইউ এন আই

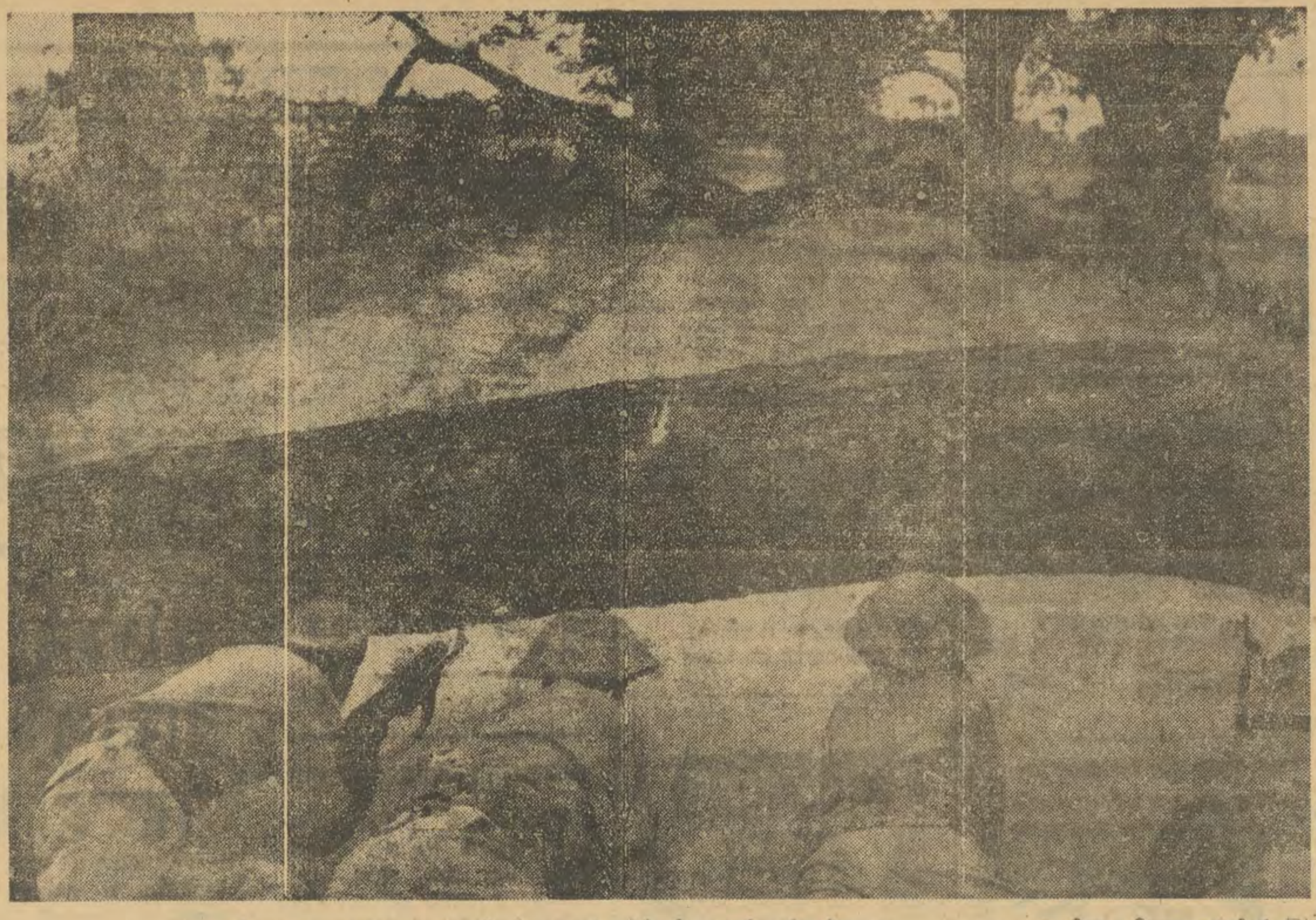

পশ্চিম রণাঙ্গন : শত্রুর মোকাবিলায় সতর্ক দৃষ্টি নিয়ে মুক্তিফৌজ তৈয়ার। —চিত্র : বিজন ব্যানার্জি

"সব বাঙালীকে খতম করব"

—পানজাবী সৈন্যদের হুমকি

নিজস্ব সংবাদদাতা

তেজপুর, ৯ এপ্রিল—লালমণিরহাট ও তার আশপাশে একের পর এক গ্রামে পাক পানজাবী সৈন্যরা চড়াও হচ্ছে। হত্যা করছে স্ত্রী, পুরুষ, শিশু সকলকে। সেই সঙ্গে চীৎকার করছে 'আমরা সব বাঙালীকে খতম করব।'

লালমনিরহাটে এক গ্রাম থেকে পাঁচটি পরিবার সম্প্রতি পাক সেনার নাগাল এড়িয়ে গীতলদহ সীমান্ত হয়ে এখানে এসেছেন। তাঁরাই সেখানে পানজাবী সৈন্যদের নারকীয় অত্যাচারের বহু ঘটনা জানালেন।

আগামী সপ্তাহেই বাংলাদেশে স্বাধীন সরকার

প্রথম পৃষ্ঠার পঞ্চম কলমের পর

মোট ৫৫ হাজার বর্গমাইল এলাকার মধ্যে পাক সেনাবাহিনী ও সরকার এখন মাত্র ৮ হাজার বর্গমাইল এলাকায় তাঁদের অস্তিত্ব বজায় রাখতে পেরেছে। কয়েকটি জেলাশহর নিয়ে পাক সৈন্য অধিকৃত এই এলাকাটি গঠিত।

এই এলাকার পাক সেনারা এখনও অবশিষ্ট বাঙালীদের উপর চরম অত্যাচার চালিয়ে যাচ্ছে।

যশোর রণাঙ্গন অগ্নিগর্ভ

প্রথম পৃষ্ঠার অষ্টম কলমের পর

তখন সকাল ৯টা। দেখা যায় দুর্গের ভিতর থেকে পাক ফৌজ পিল পিল করে বেরিয়ে আসছে। পাঁচ কোম্পানি মিলে প্রায় ৮০০ সেনা সামনের দিকে এগোতে থাকে। কিছুদূর এগিয়ে পাকা সড়কের উপর সাঁজোয়া গাড়ি রেখে হানাদাররা মাঠের মাঝ দিয়ে গ্রামের মধ্যে ঢুকে পড়ে। গ্রামের পর গ্রাম আগুন দিয়ে জ্বালিয়ে দেয়। শেষে উন্মত্ত উল্লাসে মুক্তি বাহিনীর ঘাটির দিকে তারা গুটি গুটি চলতে থাকে। চালাতে থাকে তাদের লক্ষ্য করে কামান। এদিকে মালঞ্চের কাছে গাছের ডালের উপর পাতার আড়ালে বসে থাকা মুক্তি ফৌজ দখলদারদের পালটা জবাব দেয়। মরটার, মেশিনগান, স্টেনগানের গুলি গাছের উপর থেকে ঝাঁকে ঝাঁকে দখলদারদের উপর পড়তে থাকে। সেই মাটিতে বহু পশ্চিমী সেনার কবর হয়েছে।

দুপুরের পর আর একদল মুক্তি সেনা মাঠের মধ্য দিয়ে এগিয়ে ঝিকরগাছার অল্প দূরে লাউঝানির গেটে তিনদিক থেকে ইয়াহিয়ার ফৌজকে ঘিরে ফেলে। এখানে দুই তরফে তুমুল লড়াই হয়।

বিকাল চারটা নাগাদ মুক্তি ফৌজের প্রবল আক্রমণের সামনে পাঞ্জাবী ফৌজ পিছু হঠা শুরু করে। শেষে পিছনে পালাতে থাকে। মুক্তি ফৌজ শত্রুসেনাকে তাড়িয়ে নিয়ে এগিয়ে যায়। সন্ধ্যার আগে ইয়াহিয়ার সেনারা দুর্গের সামনে গিয়ে আশ্রয় নেয়। সেখান থেকে মাঝে মাঝে তারা গুলি চালাতে থাকে। মুজিব বাহিনী তার যোগ্য জবাব দেয়।

শহরে শহরে মুক্তিসেনার প্রতিরোধ

প্রথম পৃষ্ঠার তৃতীয় কলমের পর

আর একটি সেনাদল মৈমনসিং-এর দিকে। উদ্দেশ্য, নদীপথে পুরো দখল রাখা। টাঙ্গাইলের উত্তরে একটি সেনাদলকে আক্রমণ করেছে মুক্তিফৌজ। শেষ খবরে জানা যায়, সেখানে লড়াই চলছে তুমুল।

পাবনায় আর একটি বড় রকমের সংঘর্ষের খবর পাওয়া যায়। যমুনা পেরিয়ে পাবনা অভিমুখী একটি পাক সেনাদলের গতি আটকে দিয়েছে মুক্তি বাহিনী। স্বাধীন বাংলা বাহিনীর দক্ষিণ পশ্চিম এলাকার পরামর্শদাতা ডঃ আশাবুল হক জানিয়েছেন যে, ঐ অঞ্চলে পাক স্থলবাহিনীকে সাহায্য করছে নৌজাহাজ ও বিমান—গোলাবর্ষণে, বোমাবর্ষণে। কিন্তু মুক্তিফৌজ অস্ত্রশক্তিতে হীনবল হয়েও হানাদারদের গতি রুদ্ধ করতে সক্ষম হয়েছে।

দিনাজপুরে প্রবল সংগ্রামের খবর আছে, এই শহরটি পুনর্দখল করার জন্য পাক ফৌজ ট্যাংক আমদানি করেছে। রংপুরে অবশিষ্ট সৈন্যবাহিনীকে সম্পূর্ণ পর্যুদস্ত করার জন্য চতুর্দিক থেকে আক্রমণ চালিয়েছে মুক্তিফৌজ। আওয়ামি লীগের সূত্রে জানা যায়, এই এলাকার প্রায় সবটাই এখন মুক্তিফৌজের দখলে।

কুষ্টিয়ার জঙ্গলগাছিতে পাকফৌজ নতুন করে আক্রমণ চালিয়েছে।

কুমিল্লার উপকণ্ঠে ময়নামতী ক্যানটনমেন্ট গোলাকারে ঘিরে আছে মুক্তিফৌজ। সরবরাহের সমস্ত পথ বন্ধ। আকাশ পথে সাহায্য এনে এই সেনা ছাউনিটি রক্ষা করার অন্তিম চেষ্টা চালাচ্ছে পাকিস্তানী বাহিনী। এদিকে গ্রামাঞ্চল থেকেও দলে দলে মুক্তি বাহিনী এগিয়ে যাচ্ছে সেদিকে।

চট্টগ্রাম-কুমিল্লা-ঢাকা রেলপথের একটি গুরুত্বপূর্ণ সেতু মুক্তিফৌজ এদিন উড়িয়ে দিয়ে হানাদার বাহিনীর রেলপথে যোগাযোগের চেষ্টা বানচাল করে দিয়েছে।

কুমিল্লায়

বাংলা দেশের দক্ষিণ পূর্ব খণ্ডে কুমিল্লা শহর ও ক্যানটনমেন্টে প্রচণ্ড লড়াই চলছে। বিমান বন্দরটি এখনও হানাদারদের দখলে। ঢাকা থেকে তাই রোজ সৈন্য আসছে। আসছে খাবার-দাবার।

কুমিল্লা থেকে পাক সৈন্য জঙ্গলিয়া রোড ধরে চাঁদপুরের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। হয়ত তারা নদী ধরে কুমিল্লা যাওয়ার পথটি আবার চালু করার জন্য নতুন করে চেষ্টা চালাবে।

কুমিল্লা শহর থেকে কয়েক হাজার অধিবাসী পালিয়ে গিয়েছে। পাক সৈন্যরা অবাধ্য অধিবাসীদের শায়েস্তা করতে ওই অঞ্চলে আগুন জ্বালিয়েছে।

সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে গাজিপুর, বিবিবাজার ও তরুণপুর।

অবসরপ্রাপ্ত বাঙালী সৈনিকরা

বাংলা দেশের মুক্তিফৌজ বড় বড় শহরে সেনাবাহিনীর অধিকৃত এলাকাগুলি লক্ষ্য করে নতুন করে আক্রমণ চালাতে ইচ্ছুক। তাই তাঁরা অবসর প্রাপ্ত বাঙালী সৈনিকদেরও ফৌজে নিচ্ছেন। ইতিমধ্যেই বেশ কয়েকজন উচ্চপদস্থ অফিসারকে নিযুক্ত করা হয়েছে।

কয়েক দিন আগে পাক আর্মির অবসরপ্রাপ্ত অফিসার করনেল শফিকুর রহমান তাঁর অধীনে ৩০০ মুক্তি যোদ্ধা নিয়ে একটি বিশেষ ট্রেনে মৈমনসিংহ থেকে ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় হাজির হন। সেখান থেকে তিনি ও'দের নিয়ে একটি বাসে করে শ্রীহট্ট রওয়ানা হয়ে যান।

চালনা অবরুদ্ধ

এদিকে চালনা বন্দর এখনও অবরুদ্ধ। এখন মুক্তিফৌজের সঙ্গে এই কাজে হাত মিলিয়েছে পূর্ব পাকিস্তান রাইফেলসের গানবোটগুলি। ফলে খুলনা শহরে হানাদারদের এখন প্রায় নাভিশ্বাস উঠছে। বাইরে থেকে সব সরবরাহ বন্ধ।

কুষ্টিয়ায় চুয়াডাঙ্গা থেকে গৌরকিশোর ঘোষ জানান, শুক্রবার ঢাকা থেকে এক ব্যাটালিয়ান পাক সেনা রাজশাহী শহর দখলের উদ্দেশ্যে এগিয়ে আসছে। সেই সেনারা আসছে সাদা পোশাকে এবং অসামরিক ট্রাকে করে। ঢাকায় আড়িচা থেকে যমুনা নদী পার হয়ে তারা রাজশাহী বিভাগের নগরবাড়ি ঢুকেছে। পাক বিমান বাহিনী যমুনার দুই ধারে বিমান থেকে বোমা ফেলে নির্বিচারে গ্রামবাসীদের হত্যা করছে।

যশোরের ঝিকরগাছায় মুক্তিফৌজ কিছু পাক সেনাকে ধরে ফেলেছে।

তিনটি বিমান ঘাটি মুক্তি ফৌজের দখলে

শিলং, ৯ এপ্রিল—শেখ মুজিবের মুক্তি ফৌজ আজ দাবি করেন যে, তারা তিনটি বিমানক্ষেত্র দখল করেছেন। কুমিল্লার ময়নামতী ক্যানটনমেন্টও মুক্তি ফৌজ ঘিরে রেখেছে। লালমনির হাট, শালুতিঘর এবং সামসেরনগর বিমানক্ষেত্র দখল ছাড়াও মুক্তি ফৌজ রংপুর জেলাস্থ ছেড়ে আসা ঘাটিগুলির উপর নিজেদের অবাধ নিয়ন্ত্রণ কায়েম করেছেন।

কুমিল্লা দখলের লড়াইয়ে উভয়পক্ষে হতাহতের সংখ্যা প্রচুর বলে খবর পাওয়া গিয়েছে। —পি টি আই

চীন নিরপেক্ষতার ভান করতে শুরু করেছে

হংকং, ৯ এপ্রিল—বাংলাদেশে পশ্চিম পাকিস্তানী সেনাবাহিনীর হানাদারী ও বাঙালীদের স্বাধীনতা যুদ্ধ সম্পর্কে চীন নিরপেক্ষতার ভান করতে শুরু করেছে।

প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া বলেছেন—পাকিস্তানের ঘরোয়া ব্যাপারে কারো নাক গলানো তিনি বরদাস্ত করবেন না। সোভিয়েট ইউনিয়নের প্রেসিডেন্ট পদগর্নি বাংলাদেশে রক্তপাতের অবসান ঘটানোর জন্য আবেদন করেছেন। নিউ চায়না এজেন্সি আজ রুশ ও পাক—দুই প্রেসিডেন্টের কথাই প্রচার করেছে।

পর্যবেক্ষকরা মনে করেন, কোন মন্তব্য না করে সোভিয়েট ও পাক বক্তব্য পাশাপাশি প্রচার করে চীন দেখাতে চাইছে, সোভিয়েটের সহানুভূতি বাংলাদেশের জনসাধারণের দিকে এবং মসকো বাংলাদেশে ইসলামাবাদের চণ্ডনীতির কঠোর সমালোচক।

অন্যদিকে চীন গোলাগুলিভাবে কোন পক্ষ নিতে চাইছে না। এরকম একটা ভাব দেখাতে পারলে চীন সহজেই পাক প্রেসিডেন্টের সঙ্গে মৈত্রী বজায় রাখতে পারে। গত বছরই ইয়াহিয়া পিকিং ঘুরে এসেছেন। পিনডিকে সমর্থন করার পর বাংলাদেশে যদি ইয়াহিয়ার ভরাডুবিও ঘটে তাহলেও পাকিস্তানে চীনের বিপুল সাহায্যদান বৃথা যাবে না। —রয়টার

পাক ফৌজের নতুন সেনাপতি

সুদেব রায়চৌধুরী

বাংলা দেশের অভ্যন্তর থেকে॥ ৯ এপ্রিল—জেনারেল ইয়াহিয়া খান বাংলা দেশের মুক্তিফৌজদের বিরুদ্ধে চরম আঘাত হানার জন্য 'বাংলা দেশে' যুদ্ধ চালাবার ভার একজন নতুন জেনারেলের হাতে অর্পণ করেছেন। এই মেজর জেনারেলের নাম গুলহাসান। এতদিন এই যুদ্ধ চালাবার ভার ছিল অন্য একজনের হাতে।

বাংলা দেশের রাজনৈতিক পর্যবেক্ষকদের মতে, এ ঘটনা তাৎপর্যপূর্ণ। ইয়াহিয়া যে মুক্তিযোদ্ধাদের কাছে ক্রমশ হটে যাচ্ছেন, এটি হয়ত তারই ইঙ্গিত।

বিরোধী দল হিসাবে আদি কংগ্রেসের সক্রিয় ভূমিকা নেওয়া উচিত

বিশেষ সংবাদদাতা

নয়াদিল্লি, ৯ এপ্রিল—আদি কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটি এই অভিমত ব্যক্ত করেন যে, তাঁদের দলের এখন কার্যকরী বিরোধী দল হিসাবে কাজ করে যাওয়া উচিত।

আজ সন্ধ্যায় এখানে কমিটির অধিবেশন শেষ হয়। এক প্রস্তাবে বলা হয়, কংগ্রেস সংস্থাকে এখন তার কর্মসূচী ও কর্মপন্থতি পর্যালোচনা করতে হবে এবং বিরোধী দল হিসাবে কার্যকরভাবে যাতে সাফল্যের সঙ্গে ভূমিকা নিতে পারে সেজন্য দলকে পুনর্গঠন করতে হবে।

বাংলা দেশের ভাগ্যে লটারি

নয়াদিল্লি, ৯ এপ্রিল—'বাংলা-দেশের নামে লটারিতে একটি প্রাইজ উঠেছে। বঙ্গীয় সংসদের ৫০ জন স্বেচ্ছাসেবীর সঙ্গে শ্রীমতী মুকুল চক্রবর্তী রবিবার রাজধানীর রাস্তায় বাংলাদেশের মানুষের জন্য সাহায্য সংগ্রহে বেরিয়েছিলেন।

লটারির টিকিট বিক্রেতা শ্রীরাজাগোপালন শ্রীমতী চক্রবর্তীকে পানজাব স্টেট লটারির একখানি টিকিট দিয়েছিলেন। বলেছিলেন, এই টিকিটেই যেন ফারসট প্রাইজ ওঠে। ল

শ্রীরাজাগোপালনের ইচ্ছা খানিকটা পূর্ণ হয়েছে। ডি-০৩৫৪৩০ নমবরের ওই টিকিটে ৫ হাজার টাকার থারড প্রাইজ উঠেছে। —ইউ এন আই

গ্রামাঞ্চলে কর্মসংস্থান পরিকল্পনা

বিশেষ সংবাদদাতা

নয়াদিল্লি, ৯ এপ্রিল—গ্রামাঞ্চলে ব্যাপকভাবে কর্ম সংস্থানের পরিকল্পনা সম্ভবত এই মাস থেকেই রূপায়িত করা শুরু হবে। সোমবার থেকে সমস্ত রাজ্যের এবং কেন্দ্র শাসিত এলাকাগুলির চীফ সেক্রেটারীদের দুই দিন ধরে এক সম্মেলন হবে। এই সম্মেলন গ্রামাঞ্চলে কর্ম সংস্থার বিষয়টি বিবেচনা করে দেখবেন। সোমবার থেকে এই সম্মেলন শুরু হবে।

অর্থমন্ত্রী শ্রীচবন তাঁর অন্তর্বর্তী বাজেটে গ্রামাঞ্চলে কর্ম সংস্থানের জন্য ৫০ কোটি টাকা বরাদ্দ করেছেন। বিভিন্ন রাজ্য সরকার এবং কেন্দ্র শাসিত এলাকাগুলির সরকারের মাধ্যমে এই পরিকল্পনা রূপায়িত করা হবে।

চীফ সেক্রেটারীদের সম্মেলনে প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী গান্ধী ও খাদ্য ও কৃষিমন্ত্রী শ্রীফকরুদ্দিন আলি আহমেদও বক্তৃতা করবেন।

বিমান চলাচল নিষেধ সম্পর্কে পাক অভিযোগ ভারত অগ্রাহ্য করল

রাষ্ট্রপুঞ্জ, ৯ এপ্রিল—ভারতের উপর দিয়ে পাক বিমান চলাচল বন্ধ করে দেওয়ার ব্যাপারে পাকিস্তান রাষ্ট্রপুঞ্জে নিরাপত্তা পরিষদে যে নালিশ করেছিল, গতকাল ভারত তা অগ্রাহ্য করে দিয়েছে। তবে ভারত বলেছে,—বিষয়টি দ্বিপাক্ষিক আলোচনার মাধ্যমে মিটিয়ে ফেলা যেতে পারে।

রাষ্ট্রপুঞ্জে ভারতের রাষ্ট্রদূত শ্রীসমর সেন নিরাপত্তা পরিষদে ঐ ব্যাপারে পাকিস্তানের পাঠানো চিঠির জবাব দেন। চিঠিটি গত ১৩ ফেবরুয়ারি প্রকাশ করা হয়েছিল।

নিরাপত্তা পরিষদের সভাপতির কাছে ঐ চিঠির জবাবে শ্রীসেন বলেন,—পাকিস্তান সত্যকে চাপা দেবার জন্য ব্যাপার যা হয়েছিল তার চেয়ে অনেক বাড়িয়ে বলেছে। পাকিস্তান সরকার একবারও বিমান ছিনতাই-এর নিন্দা করেননি। আটক ভারতীয় যাত্রী ও বিমান কর্মীদের ফেরত পাঠাতে দেরি করেছেন। ঐ বিমানের কাগজপত্র, ডাক ও মালপত্র ফেরত দেননি। পাক কর্তৃপক্ষ বিমান দস্যুদের নিরস্ত্র করার ও তাদের বিমান থেকে নামিয়ে আনার কোন চেষ্টাই করেননি, বরং তাদের নানাভাবে সাহায্য ও উৎসাহিত করেছেন।

শ্রী সেন তাঁর জবাবে জানান,—ভারত-পাক উপমহাদেশে বিমান ছিনতাইয়ের আশংকা সম্পর্কে গত বছর সেপটেম্বরেই ভারত পাকিস্তানকে সতর্ক করে দিয়েছিল। কিন্তু পাকিস্তান এ ব্যাপারে কোন ব্যবস্থা নেয়নি।

শ্রী সেন বলেন : ভারতীয় বিমান ছিনতাই ও তা ধ্বংস করা সংক্রান্ত সব ঘটনা ভালভাবে যাচাই করে দেখার পরে ভারত সরকার এই সিদ্ধান্তে পৌঁছেছেন যে, শুধুমাত্র ঐ বিমান ছিনতাই নয়, তা ধ্বংস করার ব্যাপারেও পাক কর্তৃপক্ষের প্রত্যক্ষ যোগসাজস ছিল।

আন্তর্জাতিক অসামরিক বিমান পরিবহণ সংস্থার সভাপতি ঐ ঘটনা সম্পর্কে যে প্রস্তাব করেছেন, পাকিস্তান সরকার এখনও সেই বিষয়ে কোন ব্যবস্থা নেননি।

শ্রী সেন আরও বলেন,—বিমান ছিনতাই প্রতিরোধের উদ্দেশ্যে ন্যূনতম প্রয়োজনীয় সতর্কতামূলক ব্যবস্থা হিসাবেই ভারত সরকার ভারতের উপর দিয়ে পাকিস্তানী সামরিক ও অসামরিক বিমান চলাচল নিষিদ্ধ করেছেন।

ভারতের ঐ ব্যবস্থা বৈষম্যমূলক, অবৈধ ও একতরফা বলে পাকিস্তান যে অভিযোগ করেছে,—শ্রী সেন তা অগ্রাহ্য করেছেন। —পি টি আই

আবার দিনাজপুরের চারিদিকে বারুদের গন্ধ

প্রথম পৃষ্ঠার পঞ্চম কলমের পর

তারা জঙ্গীবাহিনীকে পথঘাট, বাড়ি দেখিয়ে দেয়।

দুপুরের পর জঙ্গীবাহিনী চিনিরবন্দরে উপস্থিত হলে প্রচণ্ড বাধা পায়। পাঁচ হাজার মুক্তিফৌজ তাদের পালটা আক্রমণ করেন। রাতে জঙ্গীবাহিনী চিনিরবন্দরে দাঁড়িয়ে পড়ে এবং সেখান থেকে সমানে গোলাগুলি ছুঁড়তে থাকে।

আজ আমরা উত্তর রণাঙ্গনের অন্য ফ্রনটে যাব স্থির করেছিলাম। কিন্তু ভোরেই দিনাজপুর আক্রমণের খবর পেয়ে সীমান্তে ছুটে যাই। দেখি দলে দলে শিশু ও নারী ভারতের দিকে চলে আসছেন। সীমান্তে মুক্তিফৌজের কয়েকজন আমাদের নানা পথ ঘুরিয়ে নানা গ্রাম দিয়ে রংপুর-দিনাজপুরের জাতীয় সড়কে নিয়ে আসেন। সেখান থেকে সারাদিন লড়াই দেখি। রাতে ফেরার পথে দেখতে পাই কয়েকটি গ্রামে আগুন জ্বলছে।

আওয়ামী লীগ সূত্রে আমাদের জানানো হয়, আজ সকালে পঞ্চাশটি ট্রাকে করে ঢাকা থেকে জঙ্গীবাহিনী রংপুরের দিকে যাচ্ছে। লালমণিরহাটে ছত্রীসৈন্য নামানো হয়েছে।

ওই সূত্রে একথাও জানানো হয়, গত তেরদিনে ৪০ হাজার পাকসেনা বাংলাদেশের নানা রণাঙ্গনে মুক্তিফৌজের হাতে নিহত হয়েছে। ঢাকা শহরেই তের হাজার। এই খবর নানা ইউনিটকেও জানানো হয়েছে।

এ পি পি'র একজন রিপোরটার আমাকে জানান, লালমণিরহাট-পার্বতীপুর রেলপথে তিস্তা ও কাউনিয়া স্টেশনের মধ্যে তিস্তা ব্রিজটি উড়িয়ে দেওয়ার খবর ঠিক নয়।

জঙ্গীশাহীর নয়া আদেশ

নয়াদিল্লি, ৯ এপ্রিল—পাক বেতারে প্রচারিত এক সংবাদে জানা যায় যে, যে কোন ব্যক্তির গতিবিধি নিয়ন্ত্রণের জন্য পূর্ববঙ্গের সামরিক প্রশাসকদের উপর ক্ষমতা দিয়ে জেনারেল ইয়াহিয়া খান আজ সামরিক আইন অনুসারে এক আদেশ জারি করেছেন।

আজ রাওয়ালপিণ্ডি থেকে এই মর্মে এক আদেশ জারি করা হয় যে, যদি কোন ব্যক্তি পাকিস্তানের স্বার্থবিরোধী কাজ করেন অথবা প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি সরবরাহ ও অত্যাবশ্যক কাজকর্ম চালাবার ব্যাপারে প্রতিবন্ধক হন তবে পূর্ববঙ্গের সামরিক প্রশাসক অথবা তাঁর সহকারী সেই ব্যক্তিকে আটক করতে পারবেন।

—পি টি আই

তির্যক

ইস্টারের কেনাকাটা

সাবান একটি লাভ তিন রকম
নিকো বীজাণুনাশক সাবান
অন্যান্য সাবানের চেয়ে আপনার ত্বকের বেশী পরিচর্যা করে

১ নিকো ত্বকের বীজাণু নাশ করে
২ নিকো ঘামের দুর্গন্ধ দূর করে
৩ নিকো ত্বককে পরিষ্কার ও সুরক্ষা করে

নিকো সাবান দিয়ে প্রত্যহ স্নান করা ত্বকের স্বাস্থ্যরক্ষার সেরা উপায়। নিকোর বীজাণুনাশক ফেনা ত্বকের বীজাণু নাশ করে ও দ্রুত ত্বকের স্বাস্থ্যের উন্নতি ঘটায়। সেই সঙ্গে নিকোর ভেষজ উপাদানগুলি সুগন্ধ ছড়িয়ে ঘামের দুর্গন্ধ দূর করে। নিকোতে এমন সব জোরালো বীজাণুনাশক পদার্থ আছে যা ছোটখাটো চর্মরোগ প্রতিরোধ করে আর মোলায়েম অথচ সম্পূর্ণভাবে আপনার ত্বক পরিষ্কার করে। ফলে, আপনার ত্বক হয়ে ওঠে লাবণ্যময় উজ্জ্বল তরতাজা। নিকো আপনার ত্বককে ব্রণ ও ঘামাচির হাত থেকে বাঁচায়। নিয়মিত ব্যবহার করলে মাথার খুসকি দূর করে। আপনার ত্বকের যত্ন ও স্বাস্থ্যের জন্য আজ থেকেই ব্যবহার করতে শুরু করুন তিনভাবে লাভদায়ক সাবান নিকো।

TRIPLE ACTION
NEKO
The Original Germicidal Soap
PARKE-DAVIS

(AISCOME 226 BEN

চমৎকার স্বাদ হচ্ছে এক জিনিষ

আর শক্তিদায়ক পুষ্টি যোগানো আরেক জিনিষ

আর কেমন মজা কোরে চিবিয়ে খেতে খেতে সেই পুষ্টিলাভ করা যায়! পার্লে গ্লুকো বিস্কুটে দুধ, গম আর চিনির যাবতীয় উপকারিতা পাওয়া যায়—প্রোটিনে আর ভিটামিনে একদম ভরপুর।

পার্লে গ্লুকো বিস্কুট
বাচ্চাদের পক্ষে সবিশেষ উপকারী
ভারতের সর্বাধিক বিক্রীত বিস্কুট
everest/6/PP ben.

অন্যান্য চিত্রগৃহে

যোগমায়া হাওড়া ৬৭ ২১২৫ ১॥. ৪॥. ৬৯
20,000 Leagues under the Sea

জয়া ৫৭-৩৯৩৬ বাতানুকূল ১, ৪, ৭
আনন্দ

জেম প্রত্যহ বেলা ১১টায় নূতন, সঙ্গীত, জোহরা
দেবী (রঙীন)

রূপম ফোন : ৩৪-৪৩১৭ ১ ৪. ৭টায়
এন্টনী ফিরিঙ্গী

বিনোদিনী বাগবাজার ১. ৪. ৭টা
মুক্তিস্নান

পূরবাশা ৪৬-২৩৩২ ১ ৪॥, ৭॥টা
হামজোলি

নবীনা প্রত্যহ ১২, ৩।, ৬। তাপনিঃ ৪৬-৮০৯১
গ্যাম্বলার (২য় সপ্তাহ)

রাধাশ্রী (বাতানুকূল) দমদম ৫৭-৩৩০০ ১॥. ৪॥. ৭॥টা
গ্যাম্বলার

অতীন্দ্র বাতানুকূল, বারাকপুর বারাকপুর–৩৪০ প্রত্যহ ১॥. ৪॥. ৭॥
আই মিলন কী বেলা

অশোকা বেহালা ৪৫-৪০১১ ১২॥. ৩॥. ৬॥
চৈতালী (তনুজা - বিশ্বজিৎ)

অলকা শিবপুর ৬৭-২০২৭ রবিবার সকালে
Daniel Boone—Frontier Trail Rider (রঙীন)

নারায়ণী তাপনিঃ ৫৬-৩৩৩৮ ১॥, ৪॥, ৭॥টা
আনন্দ

পার্বতী হাওড়া ৬৭-১৮১১ ১, ৩॥, ৬টায়
RETURN OF RINGO

সুরশ্রী ৩৫-৩৮৩৬ ১২, ৩, ৬
রাজতিলক

শ্যামাশ্রী হাওড়া ৬৭-৩১৫০ ১২ ৩. ৬
সোনা বৌদি (৩য় সপ্তাহ)

রূপায়ন সিনেমা ৪৫-২৭৩৬ ১॥, ৪॥, ৭॥
দি ট্রেন (হিন্দি)

শ্যামলী ৬৭-২৩৫৮ ১ ৪ ৭টা
সাত পাঁকে বাঁধা

সম্মিলিত ৩৪ সপ্তাহ
উত্তম - অপর্ণার শ্রেষ্ঠ অভিনয়-ধন্য
যান্ত্রিক পরিচালিত এখানে পিঞ্জর
প্রত্যহ বেলা ১২, ৩-১৫ ও ৬-১৫ মিঃ
রূপবাণী • ভারতী • অরুণা
গোধূলি (২য়), শিবানী (২য়)
কল্পনা, অমর টকীজ, শঙ্কর
নিউ সিনেমা (কোচবিহার)
নিউ সিনেমা (ব্যারাকপুর)

• প্রাক্ রজত জয়ন্তী সপ্তাহ •
প্রতিবাদ
॥ পরিচালনা : তপেশ্বর প্রসাদ ॥
রাধা • পূর্ণ
(২, ৫, ৮) (২॥, ৫৮, ৮৮)
হালাঘাট টকীজ ॥ লক্ষ্মী সিনেমা ॥ বনশ্রী জানলপ ॥ ফাল্গুনী (২য়) ॥ অরোরা (২য়) চিত্রবাণী (২য়) ॥ রূপছায়া (২য়) রূপকথা (২য়) ॥ শান্তি (২য়) ॥ বলাকা শ্রীদুর্গা ॥ সূর্যঘর (আগরতলা)

বিড়লা প্লানেটোরিয়াম (তাপ-নিয়ন্ত্রিত)
আজ : নূতন সূচী
হিন্দি : বেলা ১২॥, বিকাল ৪টা ও সন্ধ্যা ৬॥
বাংলা : বেলা ১॥ ও বিকাল ৫।
ইংরাজি : বেলা ২৫ ও রাত্রি ৮টা

রঙমহল —ফোন— ৫৫-১৬১৯
আজ : ৬টায়
কাল : ২॥ ও ৬টায়
সমরেজ মিত্রের বাবাবদল
শ্রেঃ জহর রায়, হরিধন, অজিত, মৃণাল, অমরনাথ, ইন্দিরা, রত্না, সাধনা ও সরযূ দেবী

স্টার থিয়েটার
[শীতাতপ-নিয়ন্ত্রিত নাট্যশালা]
স্থাপিত : ১৮৮৩ * ফোন : ৫৫-১১৩৯
নতুন নাটক !
সীমা
আজ : ৪টা * কাল : ২॥ ও ৬টায়
॥ রূপায়ণে ॥
অজিত বন্দ্যো, নীলিমা দাস, সুব্রতা চট্টো, গীতা দে, প্রেমাংশু বসু, শ্যাম লাহা, বাসন্তী চট্টো, সুখেন দাস, পঞ্চানন ভট্টা, দীপিকা দাস, কল্পনা মুখো, কালিদাস গাঙ্গুলী, মেনকা দাস, শৈলেন মুখো, করুণ বন্দ্যো, সুশীল চক্র, প্রিয়া চট্টো, সুশীল দে, কুমারী রিংকু, বঙ্কিম ঘোষ ও সতীন্দ্র ভট্টা

বিশ্বরূপা ফোন- ৫৫-৩২৬২।
আজ ও কাল ২॥ ও ৬টায়
কোথায় পাবো তারে
নাটক ও নির্দেশনা রাসবিহারী সরকার
কাহিনী/কালকূট (সমরেশ বসু)
বাউল সুর : পূর্ণদাস বাউল
আলো : তাপস সেন, মঞ্চ : সুরেশ দত্ত
অন্যান্য সুর : সুধাংশু মাইতি
ধ্বনি : কমল চৌধুরী, রূপসজ্জা : শক্তির
— শ্রেষ্ঠাংশে —
কৃষ্ণশ্রী সেন, সবিতাব্রত দত্ত, সত্য বন্দ্যোপাধ্যায়, গোবিন্দ গাঙ্গুলী, নির্মল ঘোষ মনা মুখার্জী সুধাংশু মাইতি, প্রহ্লাদ ব্রহ্মচারী, সঙ্গীতা কর, গীতা নাগ, উমা পালচৌধুরী, স্বাতী দত্ত এবং কণিকা মজুমদার ও দিলীপ রায়

কাশী বিশ্বনাথ মঞ্চ
(নবরূপে সুসজ্জিত। ৩৫-৫৫১৮)
আজ ৬টা কাল ও বৃহ ২॥ ও ৬টা
সওদাগর
শ্রেঃ তৃপ্তি মিত্র, জ্ঞানেশ মুখার্জি, রবীন মজুমদার, অপর্ণা দেবী, শ্যামল ঘোষাল, অজয় গাঙ্গুলী, অলকা গাঙ্গুলী, সঙ্গীতা মুখার্জি, আরতি দাস ও তরুণকুমার, সুলতা চৌধুরী এবং রবি ঘোষ।
কণ্ঠসঙ্গীতে : হেমন্ত, সতীনাথ ও শ্যামল

রঙ্গনা বিশ্বরূপার রাস্তার সার্কুলার রোডের মোড়ে (৫৫-৬৮৪৮)
নান্দীকার
আজ ৬ ও কাল ২॥ ও ৬টায়
তিন পয়সার পালা
বৃহস্পতি ২॥ ও ৬টায় শের আফগান
নির্দেশনা : অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায়

আলেয়া ৪৬-১৪৭৫ অদ্য ২, ৫ ও ৮
সাগিনা মাহাতো
সকাল ১০টায়—বিপ্লবী ক্ষুদিরাম

১৫শ জনসম্বর্ধিত সপ্তাহ
রাজ কাপুরের মেরা নাম জোকার টেকনিকালার
লোটাস তাপনিয়ন্ত্রিত ১টা ও ৫-৩০টা

বিরাট ২য় সপ্তাহ
গ্যাম্বলার ইস্টম্যানকালার
তাপনিয়ন্ত্রিত
অপেরা জেম প্রিয়া
১১॥, ৩, ৬, ৯ ২।, ৫॥, ৮৮ ১১, ২॥, ৫॥, ৮॥
কৃষ্ণা (২॥, ৫॥, ৮॥) নবীনা (১২, ৩।, ৬॥)
লিবার্টি জহরবিমহল শৈলশ্রী
১২॥, ৩॥, ৬॥ ২॥, ৫॥, ৮॥ ২॥, ৫॥, ৮॥
রাধাশ্রী - পুষ্পশ্রী - শান্তি - পারিজাত
প্রফুল্ল - নীলা - শ্রীকৃষ্ণ - দীপক - অন্নপূর্ণা
ঝংকার - মহুয়া - অনুরাধা - শ্রীমহাবীর
অপ্সরা - রূপকথা - চিত্রা
অপেরা - প্রিয়া - নবীনায়
"বাংলা দেশ" নিউজ রীল

রঙ্গনায় শিল্পী যাযাবরের অভিনয় ॥
অজিত গঙ্গোপাধ্যায়/কবিতা সিংহের
॥ প্রমত্ত প্রহসন ॥
॥ সব হিসেবের বাইরে ॥
নির্দেশনা—জগন্নাথ বসু
মঞ্চালোক—হীরক মুখোপাধ্যায় ॥
আগামীকাল সকাল দশটায়/হলে টিকিট ॥
(সি ১৪১৯)

চিত্র রচনার যে দুঃসাহসিক অনুশীলন একটি অনুপম সৃষ্টিকে সম্ভব করেছে...
নীতিন ফিল্মসের চেতনা ইস্টম্যানকালার
• প্রাপ্তবয়স্কদের জন্য •
কাহিনী-পরিচালনা : বি, আর, ইশারা
এলিট প্রত্যহ ৩, ৬, ৯

'গান দিয়ে তুমি মন কেড়ে নিলে...'। —সুর দিয়েছেন শচীন দেববর্মণ।
চৈতালী
শ্রী : প্রাচী : ইন্দিরা
(১২, ৩, ৬) (২, ৫, ৮) (৩, ৬, ৮৮)
অশোকা (বেহালা) ও অন্যত্র

সপরিবারে উপভোগ্য
সঙ্গীতমুখর ছবি
শক্তি ফিল্মস-এর কটী পতঙ্গ
আশা পারেখ • রাজেশ খান্না
রক্সি — মেনকা — দর্পণা
২॥, ৫৮, ৯ ২, ৫, ৮ ১॥, ৪৮, ৭৮
(সব কয়টিই তাপনিয়ন্ত্রিত চিত্রগৃহ)
এবং অন্যান্য ১৭টি চিত্রগৃহে

হাউস ফুল! হাউস ফুল! হাউস ফুল!
সকল শ্রেণীর চিত্রামোদীর দ্বারা উচ্চপ্রশংসিত

শ্রমন্ত ফিল্মস-এর প্রিয়া
সঞ্জীব তনুজা
পরিচালনা গোবিন্দ সরাইয়া
সঙ্গীত. কল্যানজী আনন্দজী
জ্যোতি নাজ ইণ্টালী
(তাপনিয়)
(২॥, ৫॥, ৮॥) (৩, ৬, ৯) (২, ৫, ৮)
ন্যাশনাল — কমল — নবভারত
(৩, ৬, ৯) (৩, ৬, ৯) (২।, ৫।, ৮।)
নবরূপম — মৃণালিনী — রুক্মিণী
(১, ৪, ৭) (১, ৪, ৭) (২, ৫, ৮)
রাজকৃষ্ণ (১॥, ৪॥, ৭॥) — তটিনী (২, ৫, ৮)

আনন্দ (রাজেশ খান্না)-কে নিয়ে মানব হৃদয়ের এক সুপ্ত তন্ত্রীতে ঝঙ্কার তুলেছেন হৃষীকেশ মুখার্জী!

হৃষিকেশ মুখার্জীর আনন্দ ইস্টম্যানকলার
ওরিয়েণ্ট ॥ হিন্দ দুটিতেই ৩, ৫৮, ৮॥
পূর্ণশ্রী ২॥, ৫॥, ৮ প্রিয়া সকাল ১১॥টায়
গণেশ ১২॥, ৩।, ৬, ৮॥ কালিকা ২॥, ৫॥, ৮॥
ছায়া ২, ৫, ৮ পার্কশো ৩, ৬, ৯
চিত্রপুরী ॥ পি-সন ॥ পিয়াসী । কল্পনা
পিকাডিলি ॥ জয়া ॥ জয়ন্তী ॥ সন্ধ্যা
নারায়ণী ॥ রামকৃষ্ণ ॥ চিত্রালয়
* গণেশ, প্রত্যহ ৪টি শো
* প্রিয়া, দুপুরে ১টি শো মাত্র
* হিন্দ, রবিবার সকাল ১০॥টায় অতিরিক্ত শো

শুধুমাত্র আগামীকাল
সিনবাদ জাহাজে প্রমোদ ভ্রমণ করুন
আউটরামঘাট ছাড়ছে প্রথম ট্রীপ বিকাল ৪টা দ্বিতীয় ট্রীপ বিকাল ৬-৩০টায়। সুন্দর দৃশ্য, সঙ্গীত, নৃত্য, অর্কেস্ট্রা ক্যাবারে উপভোগ করুন। বয়স্কদের—১০, টাকা, শিশু—৫, টাকা। টিকিট :—অজন্তা রেস্টুরেন্ট, এসপ্ল্যানেড।

মুক্ত অঙ্গন শৌভনিক ৪৬-৫২৭৭
আজ সন্ধ্যা ৬/৩০টায়
এবং ইন্দ্রজিৎ
এ মাসে একটি অভিনয়
কাল—মলাটের রঙ মুহূর্ত

সংসারের লক্ষ্মী সহনশীলা,মমতাময়ী বাঙলার চিরন্তন বৌদিদেরই একজন
দীনেশ চিত্রম-এর সোনা বৌদি
পরিচালনা পীযুষ গাঙ্গুলী সঙ্গীত অজয় দাস
বসুশ্রী : বীণা : মিত্রা
(৩, ৬, ৮৮) (২॥, ৫, ৭॥) (২, ৫, ৭৮)
পদ্মশ্রী (৩য়) সুচিত্রা (৩য়) শ্যামাশ্রী (৩য়) মায়া (৩য়) নেত্র (৩য়) শ্রীমা (৩য়) শ্রীরামপুর টকীজ (৩য়) নৈহাটী সিনেমা (৩য়) অলকা (২য়) নিউ তরুণ (২য়) ইন্দ্রধনু (২য়) শ্রীদুর্গা (চন্দননগর, ২য়) কৈরী (চুঁচুড়া, ২য়)

উত্তেজনাপূর্ণ ৩য় সপ্তাহ
আশা পারেখ ও রাজেশ খান্না
যৌবনদীপ্ত অভিনয়ধন্য
আন মিলো সজনা
প্যারাডাইস — ম্যাজেস্টিক
(২, ৫-৩০, ৮-৪৫) (২-৩০, ৫-৪৫, ৯)
উজ্জলা (কেবল বেলা ১১-৪৫টা)
প্রভাত (২॥, ৫৮, ৯) - খান্না (১॥, ৪৮, ৮)
রূপালি (২।, ৫॥, ৮৮) -ভবানী (২, ৫, ৮)
বঙ্গবাসী ॥ অজন্তা ॥ অশোক ॥ খাতুনমহল
লক্ষ্মী ॥ শ্রীলক্ষ্মী ॥ রজনী ॥ স্বপ্না
আরতি ॥ চলচ্চিত্রম ॥ বোম্বে (খড়্গপুর)
রূপক (পাটনা) এবং
নবীকৃত লিলুয়া (১, ৪-৩০, ৮)
অতিরিক্ত মর্নিং শো
রবিবার বেলা ১০-৩০টা প্যারাডাইস ও ম্যাজেস্টিক এবং বেলা ১১টা প্রভাত

মিষ্টি গানে দুষ্টু মজায়
এস মল্লিক পরিচালিত জীয় জয়ন্তীর উত্তম-অপর্ণা ও পাঁচটি বাচ্চা
জয় জয়কার
সঙ্গীত মানবেন্দ্র
উত্তরা : পূরবী : উজ্জ্বলা
১২টা, ৩টা, ৫৮ : ৩টা, ৫-৪৫ ও ৮-৩০টা
গৌরী (৪) মানসী (৪) অন্নপূর্ণা (২)
বারুইপুর (২) রূপশ্রী (২) রূপমহল (২)
গ্র্যান্ড কটক - মুকুল - বিচিত্রা - সুভাষ ইনস্টিটিউট - মগরা সিনেমা - শ্রীদুর্গা

সুচিত্রা উত্তম
গিরীন্দ্র সিংহ প্রযোজিত নবরাগ
৩টা, ৬টা, ৮-৪৫
মিনার • বিজলী • ছবিঘর
বাটা • জয়ন্তী • ছায়াবাণী • চিত্রভানু
চিত্রমন্দির • আমতলা টকীজ

বাংলাদেশের মুক্তিযোদ্ধাদের সাহায্যার্থে
রবীন্দ্রসদনে
১১ই এপ্রিল রবিবার—সকাল ১০টায়
বিচিত্রানুষ্ঠান
শ্রীপঙ্কজ কুমার মল্লিক ,, চিন্ময় চট্টোপাধ্যায় ,, মানবেন্দ্র মুখোপাধ্যায় ,, নির্মলেন্দু চৌধুরী ,, ভানু বন্দ্যোপাধ্যায় ,, কাজী সব্যসাচী
শম্ভু মিত্র অনুপ কুমার মুকুল দাস
শ্রীমতী সুচিত্রা মিত্র ,, সন্ধ্যা মুখার্জী ,, সুমিত্রা সেন ,, রুমা গুহঠাকুরতা এবং আরও অনেকে
টিকিট : ৫, ১০, ১৫ ও ২৫,
প্রাপ্তিস্থান : ইণ্ডিয়ান মেডিক্যাল অ্যাসোসিয়েশন, ৬৭ লেনিন সরণী
নিবেদক—বেঙ্গল মেডিক্যাল রিলিফ কমিটি, ইণ্ডিয়ান মেডিক্যাল অ্যাসোসিয়েশন, বঙ্গীয় রাজ্য শাখা
(সি ১৪১২)

গোয়েন্দা রিপ/জন প্রেণ্টিস ও ফ্রেড ডিকেনসন রচিত

পূর্ব বাংলায় মারকিন অস্ত্র ব্যবহার হচ্ছে কি?

—চারজন সেনেটরের জিজ্ঞাসা

ওয়াশিংটন, ৯ এপ্রিল—পাকিস্তানকে মারকিন সাহায্যের বিস্তৃত বিবরণ এবং সেই সঙ্গে পূর্ব পাকিস্তানের অসামরিক লোকজনের বিরুদ্ধে সরকারী বাহিনী মারকিন অস্ত্রশস্ত্র ব্যবহার করেছে কিনা, চারজন সেনেটর মারকিন পররাষ্ট্রসচিব শ্রীরজারসকে তা খুলে জানাতে বলেছেন।

চারজন সেনেটরের মধ্যে দুজন ডেমোক্রেটিক দুজন রিপাবলিকান পারটির সদস্য। তাঁরা শ্রীরজারস-এর কাছে এক চিঠি পাঠিয়ে বলেছেন, পূর্ব পাকিস্তানের ঘটনায় আমরা অত্যন্ত উদ্বিগ্ন।

তাঁরা আরও জানতে চান, পাকিস্তানের ঘটনায় আমরা অত্যন্ত উদ্বিগ্ন।

তাঁরা আরও জানতে চান, পাকিস্তানের সংঘর্ষে কোন পক্ষ মারকিন অর্থনৈতিক সাহায্য প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে সামরিক কাজে লাগাচ্ছে কিনা!

হল্যানড উদ্বিগ্ন

হেগের খবর : ডাচ প্রধানমন্ত্রী আজ বলেন : পূর্ব পাকিস্তানের পরিস্থিতিতে হল্যানড উদ্বিগ্ন। তাই তাঁরা সেখানকার সংকট কীভাবে কাটিয়ে ওঠা যেতে পারে তা ভেবে দেখছেন। —রয়টার

ব্রেজনেভ আবার সাধারণ সম্পাদক

পলিটব্যুরো পরিবর্ধিত

মসকো, ৯ এপ্রিল—সোভিয়েট কমিউনিসট পারটির ২৪তম কংগ্রেস আজ শেষ হয়েছে। শ্রী লিওনিদ ব্রেজনেভ আবার দলের সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হয়েছেন। পলিটব্যুরোর সদস্য সংখ্যা ১১ থেকে বাড়িয়ে ১৫ করা হয়েছে। লক্ষণীয় একটি নতুন নাম (রাশিয়ার বাইরে) শ্রী এফ ডি কুলাকোভ সম্পাদকপদে উন্নীত হয়েছেন।

নির্বাচনের ফল শ্রীব্রেজনেভ ঘোষণা করেন। নির্বাচিত সদস্যদের নামের তালিকা আদ্যাক্ষর হিসাবে সাজানো হয় না। যেভাবে সাজানো হয় তা থেকে সংশিলষ্ট ব্যক্তির মর্যাদা অনুমান করা যায়। সেদিক দিয়ে দেখলে শ্রীকোসিগিন এবার দ্বিতীয় থেকে তৃতীয় স্থানে নেমেছেন। দ্বিতীয় স্থানে আছেন শ্রীপদগোরনি। শ্রীশেলেপিন গিয়েছেন সপ্তম থেকে একাদশ স্থানে। শ্রীকুলাকোভ পলিটব্যুরোর সদস্য এবং তৎসহ সম্পাদক পদ পেয়ে নিজের গুরুত্ব বাড়িয়েছেন।

আর কোন অদল-বদল হয়নি। এথেকে মনে হয় যে, বর্তমান যৌথ-নেতৃত্বই বজায় থাকল এবং ব্যক্তিগতভাবে সবচেয়ে বেশি মর্যাদা পেলেন শ্রী ব্রেজনেভ।

শ্রী ব্রেজনেভ ও শ্রীকোসিগিনের নাম ঘোষণার সময় তুমুল হর্ষধ্বনি হয়। শ্রী ব্রেজনেভ এতে স্পষ্টতই অভিভূত হন।

শ্রী ব্রেজনেভ বলেন যে, (১) অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে ভারী শিল্পের অগ্রগতি অব্যাহত রেখে তাঁরা জনগণের জীবনযাত্রা উন্নত করার চেষ্টা করবেন। (২) সামাজিক ক্ষেত্রে সব শ্রেণী, সামাজিক গোষ্ঠী ও সব জাতিগোষ্ঠীগুলিকে কাছাকাছি আনার চেষ্টা চালিয়ে যাবেন। রাষ্ট্র ও জনজীবনের সমস্যাগুলি সমাধানের জন্য জনসাধারণের সক্রিয় সহায়তা নেবেন। (৩) আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে তাঁদের লক্ষ্য হবে—শান্তি ও আন্তর্জাতিক নিরাপত্তা, সমাজতন্ত্রী দেশগুলির ভ্রাতৃসম্পর্ক দৃঢ়তর করা, মুক্তির সপক্ষে সমর্থন জানানো ও সাম্রাজ্যবাদী-শক্তিগুলির বিরোধিতা করা।

'ইনটারন্যাশনাল' সংগীতের দ্বারা অধিবেশনের সমাপ্তি সূচিত হয়।

দঃ আফরিকাকে ব্রিটেনের অস্ত্র বিক্রয়ের নিন্দা। সোভিয়েট পারটি কংগ্রেসে যোগদানকারী বাইরের দশটি কমিউনিসট পারটি (এর মধ্যে ভারতের এবং দঃ আফরিকার কমিউনিসট পারটিও আছে) একটি বিবৃতিতে ব্রিটেন কর্তৃক দঃ আফরিকাকে অস্ত্র বিক্রয়ের সিদ্ধান্তের নিন্দা করেছে। —রয়টার

আজ রঙ্গনায় ২টায়
বৈদ্যবাটী মধুচক্র বিদ্যালয়ের সাহায্যে
রংবেরং নিবেদিত
শুধুছায়া
হলে টিকিট
৫, ৩, ২, ১,
(সি ১৩৭২/২)

পশ্চিম পাকিস্তানের বাঙালী মুসলমানরা ভারতে চলে আসছেন

রাজধানীর রাজনৈতিক সংবাদদাতা

নয়াদিল্লি, ৯ এপ্রিল—পশ্চিম পাকিস্তানে বসবাসকারী বাঙালী মুসলমানরা নিরাপত্তার জন্য ভারতে চলে আসতে শুরু করেছেন। পুরুষ, নারী ও শিশু মিলিয়ে ৭০টি পরিবারের ৩০০ লোক সিন্ধু থেকে সীমান্ত পেরিয়ে ভারতের রাজস্থানের বারমার এলাকায় এসেছেন।

প্রায় তিন লক্ষ বাঙালী মুসলমান পশ্চিম পাকিস্তানে আছেন। এঁদের অধিকাংশেরই বসবাস গুলাম মহম্মদ ব্যারেজ এলাকায়। এঁদের একটা বড় অংশ সরকারী কর্মচারী। সওদাগরী অফিসেও অনেকে কাজকর্ম করেন।

পশ্চিম পাকিস্তান সামরিক কর্তৃপক্ষ এইসব বাঙালীদের বিরুদ্ধে এমন প্রচার চালাচ্ছে, যাতে বাঙালীদের নিরাপত্তা সম্পর্কে গভীর সংশয় দেখা দিয়েছে।

মানবিকতার দিক থেকে ভারত সরকার পশ্চিম পাকিস্তান থেকে আসা এইসব বাঙালী মুসলমানদের ও বাংলা দেশ থেকে আসা শরণার্থীদের সবরকম সাহায্য দিচ্ছেন। সাময়িকভাবে আশ্রয়ের ব্যবস্থা করছেন।

বাংলাদেশ থেকে প্রায় ৬ হাজার মুসলমান ও ১ হাজার হিন্দু এখন পর্যন্ত আসাম, ত্রিপুরা ও পশ্চিমবঙ্গে এসে আশ্রয় নিয়েছেন। পুনর্বাসন দফতর এঁদের আশ্রয়, রিলিফ ইত্যাদি ব্যবস্থা করার নির্দেশ দিয়েছেন।

আশংকা করা হচ্ছে, দৈনন্দিন প্রয়োজনীয় জিনিসপত্রের অভাব দেখা দেওয়াতে আগামী কয়েক মাসে এই-রকম শরণার্থীর সংখ্যা বাড়বে। ইতিমধ্যেই প্রতিদিন ওপারের হাজার হাজার লোক ভারতের সীমানায় আসছে বাজার হাট করতে। প্রধানত এঁরা কেনেন নুন, কেরোসিন তেল, সরষের তেল, দেশলাই, ওষুধপত্র ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় জিনিস। জিনিসপত্র ঠিকমত যোগান দেওয়ার ব্যাপারে ভারত সরকার সীমান্ত এলাকার ব্যবসায়ীদের সাহায্য করবেন।

চালের চাহিদা খুব বাড়েনি। তবে বেমরশুম বলে চালের দর কিছু বেড়েছে। বাংলাদেশে সাধারণভাবে চালের ঘাটতির পরিমাণ অন্তত দশ লক্ষ টন। আবাদের কাজেরও এখন অসুবিধা হচ্ছে। কাজেই খাদ্যসংকট দেখা দেবে। অভিজ্ঞ মহলের ধারণা, এবার চালের ঘাটতির পরিমাণ দাঁড়াবে প্রায় ৩০ লক্ষ টন। প্রয়োজন না মিটলেই বাংলাদেশের অধিবাসীরা আরও বেশি করে সীমান্ত এলাকার ভারতীয় বাজারগুলি থেকে জিনিসপত্র ক্রয় করবে।

আগসট মাসের আগে আউস ধান উঠছে না। মে থেকে আগসট—এ সময়টায় খুবই অসুবিধা দেখা দেবে। নয়াদিল্লির অভিমত হল : বাংলাদেশের লোকদের সুবিধা-অসুবিধা তাঁরা দেখবেন। তাঁদের প্রয়োজন মেটানোর দিকে তাঁরা লক্ষ্য রাখবেন।

নুরুল আমিনকে পাক প্রধানমন্ত্রী করার চেষ্টা

লনডন অফিস

৯ এপ্রিল—পূর্ববঙ্গের বিক্ষোভকারী এক জনতার কয়েকজন প্রতিনিধি চীনা দূতাবাসের সঙ্গে সাক্ষাৎ করবার চেষ্টা করেন। কিন্তু চীনা দূতাবাস প্রতিবারই তাঁদের প্রত্যাখ্যান করেন। এর ফলে বিশ্বের কাছে চীনের মর্যাদা নষ্ট হয়েছে। চীনা দূতাবাস পূর্বেই জানতে পেরেছিলেন, প্রতিনিধিরা বাংলা দেশকে স্বীকৃতির দাবি জানাবেন।

এক শ্রেণীর বৃটিশ নাগরিক যুক্তবঙ্গের রব তুলেছেন। কিন্তু এই আন্দোলন বিশ্বের মনে কোন প্রভাব ফেলতে পারবে না। কারণ, নিরস্ত্র পূর্ববঙ্গে যেভাবে ব্যাপক গণহত্যা চলছে, তাতে বিশ্ববাসী সকলেই স্তম্ভিত হয়ে পড়েছেন।

পূর্ববঙ্গের প্রতিনিধিগণ বৃটেনের প্রধানমন্ত্রীর অফিস ও ভারতীয় হাইকমিশন সহ বিভিন্ন দূতাবাসে গিয়ে বাংলা দেশকে স্বীকৃতির জন্য আবেদন করেছেন।

চীনের আচরণ দেখে বোঝা যাচ্ছে সে প্রেসিডেনট ইয়াহিয়া ও জুলফিকর আলি ভুট্টোকে সমর্থন করে। তাঁরা এবং পশ্চিম পাকিস্তানে তাঁদের স্বার্থ বাবদ পূর্ববঙ্গের যুদ্ধকে ভারতের বিরুদ্ধে যুদ্ধে রূপান্তরিত করবার চেষ্টা করছেন। কিন্তু পাকিস্তানী সেনাবাহিনীর এই ধরনের যুদ্ধ চালাবার মত অবস্থা নেই।

জানা গিয়েছে, প্রেসিডেনট ইয়াহিয়া খান নুরুল আমিনকে প্রধানমন্ত্রী এবং ভুট্টোকে তাঁর সহকারী করবার জন্য সক্রিয়ভাবে চেষ্টা করে যাচ্ছেন।

৪ জন নিরস্ত্র বাঙালী ডাক্তারকে বন্দী না করে গুলি

শুক্রবার কলকাতায় ইউ এন আই জানান, সেনাবাহিনীর চারজন বাঙালী ডাকতার উত্তর বাংলা দেশে ফৌজী দখলের রংপুর ক্যানটনমেনট ছেড়ে চলে যাবার চেষ্টা করলে পশিচম পাকিস্তানী সৈন্যরা এই দিন তাঁদের গুলি করে হত্যা করে। নিরস্ত্র ডাকতারদের বন্দী করার কোন চেষ্টা না করেই সৈন্যরা তাঁদের লক্ষ্য করে গুলি চালায়। —ইউ এন আই

টিনে ভরা ভেজাল খাদ্য তৈরির কারখানার সন্ধান

স্টাফ রিপোর্টার

বৃহস্পতিবার তিলজলা রোডে একটি বাড়িতে হানা দিয়ে পুলিশ টিনে ভরা ভেজাল খাদ্য তৈরির একটি কারখানার সন্ধান পেয়েছে। ভেজাল খাদ্য ভরা প্রায় দুশ নকল টিন উদ্ধার করা হয়। এ সম্পর্কে ২ জনকে গ্রেফতার করা হয়েছে।

ব্রিটিশ সিদ্ধান্তের নিন্দায় বিভিন্ন দেশের কমিউনিসট পারটি

মসকো, ৯ এপ্রিল—ভারত, সিংহল, গায়না, অসট্রেলিয়া, কানাডা নিউজিল্যানড ও ব্রিটেনের কম্যুনিসট পারটিগুলি গতকাল এখানে একটি যুক্ত বিবৃতিতে দক্ষিণ আফরিকাকে অস্ত্র বিক্রি করায় ব্রিটিশ সিদ্ধান্তের নিন্দা করেছেন।

সোভিয়েট পারটি কংগ্রেসে যোগদানকারী এই দলগুলি একটি বৈঠকের পর বলেছেন : ব্রিটিশ সিদ্ধান্ত দ্বারা দক্ষিণ আফরিকা সরকারের অমানবিক বর্ণবৈষম্য নীতিকেই সমর্থন জানানো হয়েছে। —পি টি আই

মুজিবের বড় ছেলে কামাল জীবিত আছেন

আগরতলা, ৯ এপ্রিল— 'বাংলা দেশ'-এর বিপ্লবী বাহিনীর কর্তৃপক্ষ আজ জানান, 'বঙ্গবন্ধু' শেখ মুজিবরের বড় ছেলে শেখ কামাল নিহত হননি। তিনি নিরাপদেই আছেন।

পাকফৌজ ঢাকায় 'বঙ্গবন্ধু'র বাড়ি আক্রমণ করলে ট্যাংকের তলায় পিষ্ট হয়ে শেখ কামাল নিহত হয়েছেন বলে আগে যে খবর বেরিয়েছিল বিপ্লবী কর্তৃপক্ষ আজ তার সত্যতা অস্বীকার করেন। —ইউ এন আই

সিংহলে সন্ত্রাসবাদ দমনে আরও ব্যবস্থা

কলমবো, ৯ এপ্রিল—সিংহলে চে গুয়েভারাপন্থী আন্দোলনকারীদের এখন সরকারীভাবে সন্ত্রাসবাদী বলে অভিহিত করা হচ্ছে এবং তাদের বিরুদ্ধে কঠোরতর ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে। সন্ত্রাসবাদীদের সাহায্য করলে মৃত্যুদণ্ড পর্যন্ত দেওয়া হবে বলে আপৎকালীন আইনে বলা হয়েছে।

গুড ফ্রাইডে উপলক্ষে গিরজাগুলিতে প্রার্থনাকালে যাতে কোন হামলা না হয় সেজন্য কারফিউ-এর মেয়াদ বাড়ানো হয়েছে। একটানা ২৪ ঘণ্টার কারফিউ এই প্রথম।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, গত ১৬ মারচ থেকে সিংহলে জরুরী অবস্থা ঘোষণা করা হয়েছে।

বৌদ্ধভিক্ষুদের ছদ্মবেশে। সন্ত্রাসবাদীরা নাকি ঠিক করেছিল যে, তারা দলে দলে বৌদ্ধ ভিক্ষুদের বেশে অস্ত্রশস্ত্র লুকিয়ে নিয়ে গিয়ে অভ্যুত্থান ঘটাবে। সরকারের হাতে তাদের এই পরিকল্পনা সংক্রান্ত কাগজপত্র ধরা পড়েছে। প্রচুর সন্ত্রাসবাদীকে ন্যাড়ামাথা অবস্থায় গ্রেফতার করা হয়েছে। সরকার ভিক্ষুদের মঠে থাকতে অনুরোধ জানিয়েছেন। —এ এফ পি

বাংলাদেশের জন্য আন্তর্জাতিক সংহতি দিবস

হেলসিংকি, ৯ এপ্রিল—বিশ্ব শান্তি পরিষদের সেকরেটারিয়েট তাঁদের সমস্ত জাতীয় কমিটিকে বাংলা দেশের জনগণের সঙ্গে একাত্ম হয়ে ১৮ এপ্রিল আন্তর্জাতিক সংহতি দিবস হিসাবে পালন করার আহ্বান জানিয়েছেন এবং সংকটের রাজনৈতিক সমাধানের পথ তৈরি করার জন্য দেশে শান্তি ফিরিয়ে আনার দাবি জানাতে বলেছেন।

স্বাভাবিক অবস্থা ফিরে এসেছে—পাকিস্তান এ দাবি করা সত্ত্বেও বিশ্ব শান্তি পরিষদ বাংলা দেশের ঘটনাবলীতে গভীর উৎকণ্ঠা ও ক্ষোভ প্রকাশ করে এই আবেদন প্রচার করেছেন।

পাকিস্তানী সেনাদের হাতে বাংলা দেশের জনগণের দুঃখ দুর্দশা সম্পর্কে বিশ্বের সংবাদপত্র ও রেডিওর খবর পরিষদকে মর্মাহত করেছে। পাক সেনারা নিরস্ত্র অসামরিক লোকজনের ওপর নাপাম বোমা পর্যন্ত ফেলেছে।

বাংলা দেশে গণহত্যা বন্ধ করার জন্য বহু রাষ্ট্র প্রধান এবং রাষ্ট্রপুঞ্জের সেকরেটারি-জেনারেল উ থানট পাকিস্তানের কাছে মিন মিনে সুরে আবেদন জানানোয় পরিষদ ক্ষুব্ধ। তাঁরা বলেছেন, বাংলা দেশে সেনাদের হাতে নির্যাতিত ব্যক্তিদের জন্য পাকিস্তান আন্তর্জাতিক রেডক্রশের সাহায্য অগ্রাহ্য করায় সেখানে মহামারী দেখা দেওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। —ইউ এন আই

বিহারের মুখ্যমন্ত্রীর বাংলাদেশের সীমান্ত পরিদর্শন

নিজস্ব সংবাদদাতা

কিষণগঞ্জ, ৯ এপ্রিল—বিহারের মুখ্যমন্ত্রী শ্রীকর্পূরী ঠাকুর এবং স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী শ্রীরামানন্দ তেওয়ারি গতকাল ভারত ও বাংলা দেশের সীমান্ত অঞ্চল মোরাঘাটি পরিদর্শন করেন। তাঁদের সঙ্গে ছিলেন উচ্চপদস্থ সরকারী কর্মী দল এবং সাংবাদিকবৃন্দ।

সীমান্তে তাঁরা আওয়ামি লীগ নেতা এবং পাকিস্তান পরিষদ সদস্য ফজলুল করিম ও ঠাকুরগাঁয়ের আওয়ামি লীগ প্রেসিডেনট শ্রীলতিফুর রহমানসহ এক দল আওয়ামি লীগ কর্মীর সঙ্গে মিলিত হবার সুযোগ পেয়েছিলেন।

তাঁদের কাছে জানা যায় সৈয়দপুরে তীব্র লড়াই চলছে। সৈয়দপুরে প্রায় ৩ হাজার দখলদার সৈন্য রয়েছে। ওখানে প্রায় এক লাখ বিহারী ও উত্তর প্রদেশের উদ্বাস্তু রয়েছেন।

আওয়ামি লীগ কর্মী ও নেতারা বাংলা দেশের সংগ্রামের বিবরণ দিয়ে বলেন, মুক্তিফৌজ দখলদার সৈন্যদের দুটি ট্যাংক ধ্বংস করে দিয়েছেন।

তাঁরা বলেন যে পাক সৈন্যরা কয়েক লাখ লোককে মেরে ফেলেছে। নিহতদের মধ্যে রয়েছেন বাঙালী, অবাঙালী, মারোয়াড়ি, খৃষ্টান, আদিবাসী প্রভৃতি।

শ্রীরামানন্দ তেওয়ারি এক সাংবাদিক সম্মেলনে বলেন যে বাংলা দেশের এই সংগ্রাম সন্দেহাতীতরূপে এটা প্রমাণ করল যে ভারত বিভাগ ছিল কৃত্রিম। তিনি বাংলা দেশের গণহত্যা অবিলম্বে বন্ধ করার জন্য রাষ্ট্রপুঞ্জের হস্তক্ষেপ দাবি করেন।

টেলকোতে বাসে অগ্নিসংযোগ

জামসেদপুর, ৯ এপ্রিল—এক পুলিশ রিপোরটে জানা গিয়েছে, নকশাল বলে সন্দেহভাজন একদল লোক আজ সকালে টেলকো কলোনী এলাকার কেরোসিন তেল দিয়ে রাষ্ট্রীয় পরিবহণের একটি বাসে আগুন ধরিয়ে দেয়। এই ঘটনায় কাউকে গ্রেফতার করা হয়নি। —পি টি আই

শ্রীমতী তারকেশ্বরী সিংহের অবস্থা অপরিবর্তিত

নয়াদিল্লি, ৯ এপ্রিল—বিরোধী কংগ্রেস দলের নেত্রী শ্রীমতী তারকেশ্বরী সিংহ আজও তাঁর জ্ঞান ফিরিয়ে পাননি। পাঁচ দিন আগে তাঁকে সফদরজং হাসপাতালে ভরতি করা হয়।

শ্রীমতী সিংহকে চিকিৎসা করছেন এমন একজন ডাক্তার বলেছেন, তাঁর ঔষধ ধরেছে, তবে অবস্থার কোন পরিবর্তন হয়নি। —ইউ এন আই

দিনাজপুরে ব্যাপটিস্ট্ মিশনের পোড়াবাড়ি। পাক বোমায় সম্প্রতি বিধ্বস্ত হয়েছে বাড়িটি।—চিত্র : সত্যেন সেন

পাক ফৌজের শ্রীহট্ট আক্রমণ

প্রথম পৃষ্ঠার পর

নাপাম বোমা ফেলে। এতে প্রাণ হারান জনা ছয়েক।

বৃহস্পতিবার দুপুরে আমরা নায়েরপোলে যাই। সেখানে দেখি, বোমায় বিধ্বস্ত একটি বাড়ির দালানে কয়েকজন লোক নীরবে কবর খুঁড়ছেন। তাঁরা যে কবরটি খুঁড়ছেন, সেটা আকারে স্বাভাবিকের চেয়ে বড়। এখানে শুধু নাপাম বোমায় নিহতদেরই কবর দেওয়া হবে না—দেওয়ার ইচ্ছা বাংলা দেশের সমস্ত পাক জঙ্গী ফৌজকে।

বাড়িতে ঢোকার মুখেই মাছি ভন ভন করে উঠল। বছর দশেক বয়সের একটি ছেলের মৃতদেহের ওপর মাছি বসে। মৃতদেহটির নিম্নাংশ আগের দিন রাত্রে শিয়ালের পেটে গিয়েছে। তারা ছেলেটির গালের মাংসও খাবলে খেয়েছে।

সংগী ফটোগ্রাফার ওই বীভৎস দৃশ্যের ছবি তুলে আধ ঘণ্টার মত অসুস্থ হয়ে পড়েন।

বাড়ির ভিতরে ঢুকে দেখলাম তিনটি মৃতদেহ। মৃতদেহগুলি আগুনে একেবারে ঝলসে গিয়েছে। দুটি মৃতদেহ পড়েছিল স্তূপীকৃত কাগজের ওপর। তৃতীয়টি তক্তপোষে।

অসংখ্য উদ্বাস্তু

শিলং থেকে কল্পনা গুপ্তা খবর দিয়েছেন, আনন্দবাজার অফিসের একটি গাড়ি আজ ডাউকি পর্যন্ত গিয়েছিল। ফেরার পথে তাঁরা ৫জন আহত ব্যক্তিকে নিয়ে এসেছেন। আহত অবস্থায় তাঁরা সীমান্তের কাছে পড়েছিলেন। ৫ জনের মধ্যে ২জন শিশু ও একজন নারী। সকলেই বুলেটে আহত হয়েছেন বলে জানা গেছে।

'বাংলা দেশ' থেকে প্রায় ৩ হাজার উদ্বাস্তু আসামে প্রবেশ করেছেন। তাঁদের মধ্যে কাছাড়-করিমগঞ্জ সীমান্ত অঞ্চল দিয়ে এসেছেন প্রায় ১২০০ জন, ৭০০ খাসি জয়ন্তিয়া পাহাড় এবং প্রায় ২০০জন গারো পাহাড় অঞ্চল দিয়ে এসেছেন। অন্যান্যরা এসেছেন উত্তরবংগ থেকে। তাঁরা কামরূপ এবং গোয়ালপাড়া অঞ্চলে রয়েছেন। আসাম সরকার বাংলা দেশ থেকে আগত উদ্বাস্তুদের সব রকম সাহায্য করছেন।

আগরতলা থেকে অমির দেব রায় জানান, শ্রীহট্ট জেলার মৌলবিবাজার ও হবিগঞ্জ মহকুমা এখন মুক্তি যোদ্ধাদের পুরো নিয়ন্ত্রণে। হবিগঞ্জ মহকুমা শাসক নাকি নিজেকে মহকুমার প্রশাসক বলে ঘোষণা করেছেন।

মুক্তিফৌজের হাতে মৌলবিবাজার শহরের পতন ঘটার আগে পাক সেনারা ব্যাপক লুঠতরাজ চালায়। মৌলবিবাজারে মোতায়েন পাক বাহিনীর ছোট দলটি মুক্তিফৌজের দ্বারা আক্রান্ত হয়ে পালিয়ে যায়। পরে কয়েক মাইল দূরে শেরপুরে পাক সেনা বাহিনীর শিবিরে গিয়ে আশ্রয় নেয়। তবে শ্রীহট্ট শহর পুনঃদখলের জন্য তারা রেল লাইন কেটে দিয়েছে এবং গুরুত্বপূর্ণ কিংস ব্রিজ দখলে নিয়েছে।

করিমগঞ্জ থেকে রমেশচন্দ্র দাস জানিয়েছেন : শ্রীহট্ট শহর ও শহরতলির চেহারা এখন বিচ্ছিন্ন ও পরিত্যক্ত শহরের মত। এমনকি ডেপুটি কমিশনারও তার বাংলো ছেড়ে সপরিবারে একটি অপরিচিত বেসরকারি বাড়িতে আশ্রয় নিয়েছেন। শ্রীহট্টের বন্দরবাজার, ব্রাহ্মণমাটি বাজার, নাজির বাজার এবং শিবগঞ্জ বাজারের মত কর্মব্যস্ত বাজারগুলি এখন নিষ্প্রাণ।

পাকিস্তানের ন্যাশনাল ব্যাংক এবং জিন্দাবাজারে মুসলমানদের পবিত্র স্থান পাঁচ পীরের মোকাম পাক জঙ্গীবাহিনীর কামানের প্রচণ্ড গোলাবর্ষণে বিধ্বস্ত হয়েছে। পাকবাহিনী তারপর ব্যাংকের ভিতর ঢুকে সোনা ও টাকা পয়সা লুঠ করে এবং সম্ভবত পশ্চিম পাকিস্তানে পাঠানোর জন্য দশটি ট্রাক বোঝাই করে ওই সব নিয়ে যায়।

পাকবাহিনী শ্রীহট্ট ত্যাগ করে শালুটিকর বিমান বন্দর অভিমুখে পাড়ি দেয়। আমি যখন সেখানে যাই তার আগে পর্যন্ত এই সেনারা শালুটিকর বিমান বন্দর এলাকার পাহাড়ের ফাঁকেফুঁকে নিজেদের লুকোচ্ছিল বা আত্মরক্ষা করছিল।

পূর্ব পাকিস্তান জল ও বিদ্যুৎ উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের একজিকিউটিভ ইনজিনিয়ারকে ইয়াহিয়ার লোকেরা ইদগার কাছে পাহাড়ের উপর তাঁর বাড়ি থেকে টেনে এনে গুলি করে হত্যা করে।

আগের দিনের খবর

শ্রীহট্ট শহর থেকে ফিরে একজন ইতালিয়ান সাংবাদিক শুক্রবার কলকাতায় বলেন : একমাত্র বিমান বন্দর ছাড়া আর সব অঞ্চল মুক্তি ফৌজের নিয়ন্ত্রণে এবং যেখানেই গিয়েছি সেখানে শুধু 'বাংলা দেশের' জয়ধ্বনি।

ইনি এদিনই শ্রীহট্ট শহর থেকে কলকাতায় ফেরেন; শনিবার তাঁর ইতালি ফিরে যাবার কথা। ইতালিয়ান সাংবাদিক নিজের নাম প্রকাশে রাজি নন।

ইতালির সাংবাদিক ভদ্রলোক দোভাষীর মাধ্যমে প্রশ্নের জবাব দিচ্ছিলেন। ইতালিয়ান সাংবাদিক শ্রীহট্টের মুক্তি যুদ্ধের বহু ছবি তুলেছেন এবং সেই সঙ্গে টেপ রেকরডারেও ওখানকার অনেক মুক্তি সেনার বক্তব্য তুলে নিয়েছেন।

টেপ রেকরডারে যা শুনলাম

শ্রীহট্টের মুক্তিসেনা চন্দন সৌকত আলি আকুলকণ্ঠে বিশ্ববাসীর কাছে আবেদন জানিয়েছেন 'আমরা কি মানুষ নয়! খাদ্যদ্রব্য কিছুই নেই। বিদেশীরা সাহায্য না করলে আমরা অনাহারে মরব। বাংলায় কোন বাঙালী থাকবে না। ব্যাধি মহামারীর আকার নেবে।

ওই আবেদন টেপ রেকরডারে ধরা রয়েছে ওই সাংবাদিকের কাছে।

ধ্রুব মজুমদার আরও জানান, আজ সকাল এগারোটা নাগাদ শ্রীহট্টের এম সি কলেজের কাছে পাকিস্তানী সেনাবাহিনী আবার গুলিবর্ষণ শুরু করে। এই সৈন্যেরা শ্রীহট্টের কাছে শালুটিকর দুর্গে ছিল। মুক্তিফৌজ শ্রীহট্ট দখল করে নিলে বেশ কিছুসংখ্যক ছাত্র সেনা দুর্গের সৈন্যদের সঙ্গে যোগ দেয়। তারপর তারা শ্রীহট্ট পুনঃ দখলের জন্য চেষ্টা শুরু করে।

আজ আমরা শ্রীহট্টের অর্ধেক পথ জয়ন্তীপুর পর্যন্ত গিয়ে ফিরে আসি। আর এগুনো অসম্ভব হয়ে পড়ে।

ত্রিপুরা বিধানসভায় সাংবাদিক তিরস্কৃত

আগরতলা, ৮ এপরিল—গতকাল স্থানীয় দৈনিক সংবাদপত্র 'দৈনিক সংবাদ'-এর সম্পাদক শ্রীভূপেন্দ্র দত্ত ভৌমিককে রাজ্য বিধানসভায় তিরস্কৃত করা হয়। শ্রীভৌমিকের বিরুদ্ধে সভা ও অধ্যক্ষের স্বাধিকার ভঙ্গের অভিযোগ আনা হয়। স্বাধিকার রক্ষা কমিটির সুপারিশ অনুসারে বিধান সভায় এই মর্মে প্রস্তাব গৃহীত হয়। শ্রীদত্তের বিরুদ্ধে বিধানসভার কার্যবিবরণীর ভুল খবর ছাপাবার অভিযোগ আনা হয়। শ্রীদত্ত যখন বিধান সভায় আসেন তখন বিরোধী সদস্যরা সভাকক্ষ ত্যাগ করে চলে যান।

—ইউ এন আই

আসাম-নাগাভূমি সীমানা চিহ্নিতকরণ শীঘ্রই হবে

শিলং ৮ এপরিল—আসাম ও নাগাভূমির মধ্যে শীঘ্রই সীমানা নির্দেশ করে দেওয়া হবে বলে কেন্দ্রীয় সরকার আশ্বাস দিয়েছেন। আজ রাজ্য বিধানসভায় মুখ্যমন্ত্রী শ্রীমহেন্দ্রমোহন চৌধুরী এই কথা জানান।

এক প্রশ্নের উত্তরে শ্রীচৌধুরী বলেন, সীমানা চিহ্নিতকরণের সময় কোন বিরোধ দেখা দিলে, তা মীমাংসার জন্য কেন্দ্রীয় সরকার একজন পর্যবেক্ষক নিয়োগ করবেন।

—পি টি আই

চা-বাগিচা শ্রমিকরা সবাই মুক্তিবাহিনীতে

আগরতলা, ৯ এপরিল—পাকিস্তানে অন্যতম বৃহৎ চা-বাগিচার তিনজন ব্রিটিশ আজ শ্রীহট্ট থেকে এখানে এসে পৌঁছেছেন। তাঁরা বলেন, শ্রীহট্টের অবস্থা সর্বৈব অস্বাভাবিক। চা-বাগিচাগুলির শ্রমিকরা সবাই মুক্তিবাহিনীতে গিয়ে যোগ দিয়েছেন। ফলে বাগানে কাজ বন্ধ।

—ইউ এন আই

নব কংগ্রেস মহীশূরে এখন দলীয় মন্ত্রিসভা গঠনের পক্ষপাতী নন

বাঙ্গালোর, ৯ এপরিল—নব কংগ্রেস পারলামেনটারি বোরড মহীশূরে বর্তমান অবস্থায় দলীয় মন্ত্রিসভা গঠনের পক্ষপাতী নন।

এডহক প্রদেশ কংগ্রেস কমিটির আহ্বায়ক শ্রীদেবরাজ উরস এবং আইনসভা দলের নেতা শ্রী আর এইচ সিদ্দাভিরাপপা উভয়ের কাছে মন্ত্রিসভা গঠনের ব্যাপারে নব কংগ্রেস সভাপতি শ্রী ডি সঞ্জীবায়া অনুরূপ মর্মে যে তারবার্তা প্যাঠন, তা আজ এখানে হস্তগত হয়েছে বলে দলের কার্যনির্বাহক কমিটির একজন বিশিষ্ট সদস্য জানান।

—পি টি আই

গ্রামবাসীদের প্রহারে তিনজন ডাকাত নিহত

নিজস্ব সংবাদদাতা

কৃষ্ণনগর, ৫ এপরিল—গত ২ এপরিল কালিগঞ্জ থানার পলাশীতে গ্রামবাসীদের হাতে প্রহৃত হয়ে তিনজন ডাকাত নিহত হয়েছে। অপর একজন আহত ডাকাতকে পুলিশ গ্রেফতার করেছে।

আফা স্টুডিও-র চিত্রকলা প্রদর্শনী

অ্যাকাডেমী অব ফাইন আরটস পরিচালিত স্টুডিওর সভ্যদের আঁকা কিছু ন্যুড স্টাডী স্কেচ, জল রঙের কাজ, দু একটি তৈল চিত্র এবং ভাস্কর্য এ সপ্তাহে প্রদর্শিত হচ্ছে ক্যাথিড্রাল রোড-এ অ্যাকাডেমীর গ্যালারীতে। এই স্টুডিও প্রতিষ্ঠিত হয় ১৯৫৭ সালে মারচ মাসে। প্রতি বছর তাই মারচ মাসের শেষের দিকে স্টুডিওর সভ্য সভ্যাদের কাজের প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করেন অ্যাকাডেমী। এবারের ক্যাটালগে অবশ্য কোনও মহিলার নাম দেখা গেল না। এ স্টুডিও রাখার উদ্দেশ্য—শিল্পী এবং শিল্প শিক্ষার্থীদের ন্যুড মডেল স্টাডী করার সুযোগ দেওয়া। অভিজ্ঞ মাস্টার মশাই-এর তত্ত্বাবধানে সভ্য সভ্যারা এখানে ছবি আঁকেন। সভ্য সভ্যাদের মধ্যে সখের শিল্পীদের সংগে কয়েকজন পরিচিত শিল্পীরও নাম দেখলাম।

এ প্রদর্শনীর শ্রেষ্ঠ কাজটি অবশ্য ন্যুড স্টাডী নয়। এটি রমেন দাঁ-এর স্টিল লাইফ। একটি তামার থালা এবং দক্ষিণাবর্ত সংঘ। এমন রিয়ালিসটিক স্টাডী আজকাল কদাচ চোখে পড়ে।

দেবাশিষ ভট্টাচার্যের জল রঙের কাজগুলিও বিশেষভাবে দৃষ্টি আকর্ষণ করে। ন্যুডস্টাডীগুলির মধ্যে দু একটি বেশ পাকা কাজ থাকলেও বেশীর ভাগ ড্রইংএ কিছু ত্রুটি থেকে গেছে। সমরেশ চৌধুরীর স্টাডীগুলি উল্লেখযোগ্য। পানেসরের ড্রইংগুলি বেশ আনন্দ দেয়। এ ছাড়া নির্মল দত্ত, অরুণ বণিক, বুদ্ধারেশ ব্যানারজির কাজ লক্ষণীয়। ভাস্কর্য আছে কুনাল সাহা এবং সত্যেন্দ্রনাথ মজুমদারের। প্রদর্শনীটি আরও কয়েক দিন চলবে। প্রতিদিন বেলা ৪টা থেকে রাত ৮টা অবধি খোলা থাকে।

—চিত্র সমালোচক

একদা পূর্ববংগ রেলওয়ের যে আখাউড়া রেল স্টেশনটি সদা কর্মচঞ্চল থাকত আজ প্রায় জনশূন্য। কয়েকটি তরুণকে বাংলা দেশের পতাকা হাতে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখা যাচ্ছে। স্বাধীন বাংলা দেশে এখন ট্রেন চলাচল একেবারেই বন্ধ। ফটো—মধুসূদন গুহ রায়

পাকিস্তান বিভাগ অনিবার্য

প্রথম পৃষ্ঠার পর

এবং ঐক্যবদ্ধ। তাছাড়া অভ্যন্তরীণ ও বাহিরের যোগাযোগ ব্যবস্থা অত্যন্ত খারাপ।

এখন প্রশ্ন, কী করে পশ্চিম পাকিস্তানের ৫০ হাজার সৈন্য পূর্ব পাকিস্তানের ৭ কোটি মানুষকে দমিয়ে রাখতে পারবে। এর অর্থ একজন পাকিস্তানী সৈন্যকে ১৪শ বাঙ্গালীর মোকাবিলা করতে হবে।

—ইউ এন আই

বাংলা দেশের জনগণকে সাহায্য দেবার জন্য সি পি এমের আবেদন

মাদরাজ, ৯ এপরিল—সি পি এম-এর পলিটব্যুরোর সদস্য শ্রী এ কে গোপালন এম-পি ভারত যাতে বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দেয় সেজন্য আজ আবার দাবি তোলেন এবং পশ্চিম পাকিস্তানী সেনাবাহিনীর 'সন্ত্রাসকে' প্রতিহত করে তাকে পরাস্ত করার জন্য সর্বপ্রকার সাহায্যদানের আবেদন জানান।

এক বিবৃতি প্রসঙ্গে তিনি বলেন, ভারত সরকার ও সংসদ কর্তৃক কেবল ক্ষোভ ও সহানুভূতি প্রদর্শনই এই সত্য উপলব্ধি করার পর সি পি এম বাংলাদেশের জনগণকে কার্যকরী সাহায্য দেবার এবং বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দেবার ব্যাপারে ভারত সরকারের উপর চাপ সৃষ্টি করার জন্য এক আন্দোলন শুরু করেছে।

মারকসবাদী নেতা 'কয়েকটি দল ও ব্যক্তিবিশেষ' সম্পর্কে জনগণকে এই বলে হুঁশিয়ার করেছেন যে পাকিস্তানের প্রতি বিদ্বেষের জনাই তারা বাংলাদেশকে সাহায্যের জন্য এগিয়ে এসেছেন। তিনি বলেন, কিন্তু পাকিস্তানের বিরোধী নই, আমরা সেখানকার বুর্জোয়া স্বৈরতান্ত্রিক প্রশাসনের অত্যাচার সমর্থন করি না।

সামরিক ডিকটেটরের বিরুদ্ধে এবং গণতন্ত্র ও স্বাধীনতার জন্য বাংলাদেশের জনগণের সংগ্রামে সাহায্য করতে তিনি পশ্চিম পাকিস্তানের জনগণের কাছে আবেদন জানিয়েছেন।

—পি টি আই

আই জে এ-র নির্বাচন রবিবার

ভারতীয় বার্তাজীবী সমিতির (আই জে এ) সাধারণ সম্পাদক জানাচ্ছেন যে, আগামী ১১ এপরিল বেলা ১২টায় সমিতির অফিসে (২৬৭-বি, বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী স্ট্রীট, কলকাতা) পূর্ব ঘোষণামত সমিতির বার্ষিক সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হবে এবং বেলা ১২টা থেকে বিকাল ৬টা পর্যন্ত ভোট নেওয়া হবে।

বাংলা দেশে পাক সৈন্য ব্যারাক এখন প্রমোদগৃহে পরিণত

কলকাতায় পাওয়া এক সংবাদে জানা যায়। বাংলা দেশের কয়েকটি অঞ্চলের পাক সৈন্যের ঘাটিতে সেনাদের বর্তমান আচরণ নিয়ে পশ্চিম পাকিস্থানী সৈন্য কর্তৃপং খুবই বিব্রত বোধ করছেন। ওই সব ঘাটির সৈন্যদের মধ্যে শুধু নৈতিক মানেরই অবনতি ঘটেনি, তাদের মধ্যে নিয়মশৃংখলাবোধেরও যথেষ্ট অভাব দেখা দিয়েছে।

সীমান্তের ওপার থেকে যে সব সংবাদ কলকাতায় এসে পৌঁছেছে তাতে প্রকাশ, পাক সৈন্যরা রাতারাতি লক্ষপতি হওয়ার মানসে যেখানেই সম্ভব ব্যাংক লুট করছে এবং উচ্চ মূল্যের কারেনসি নোট দিয়ে তাদের পকেট ভরতি করছে।

শ্রীহট্টের জিনদাবাজারে সম্প্রতি এক ঘটনায় জানা যায়, পাক সৈন্যরা পাকিস্তানের জাতীয় ব্যাংকের চারজন সান্ত্রীকে হত্যা করে প্রচুর পরিমাণে কারেনসি নোট নিয়ে চলে যায়।

কয়েকটি সৈন্য ব্যারাক ফলত গণিকালয়ের সামিল হয়েছে। সেখানে পাকিস্তানী সৈন্যরা এখন মদ্য ও নারী নিয়ে বেপরোয়া ফুর্তি চালাচ্ছে। বাংলা দেশে পাক সৈন্যরা অভিযান চালানোর সময় সব নারীকে বন্দী করে, তারাই এখন সৈন্যদের ভোগের বস্তুতে পরিণত হয়েছে।

—পি টি আই

এ আই সি সি-র (আদি) বিশেষ অধিবেশন

বিশেষ সংবাদদাতা

নয়াদিল্লি, ৯ এপরিল—বোমবাইয়ে ১৫ মে এ আই সি সি-র (আদি) দু' দিনের বিশেষ অধিবেশন অনুষ্ঠিত হবে। ঐ অধিবেশনে শ্রীনিজলিঙ্গাপ্পার কাছ থেকে আদি কংগ্রেসের নতুন সভাপতি কার্যভার গ্রহণ করবেন।

এ আই সি সি-র (আদি) একজন মুখপাত্র আজ এখানে এই তথ্য প্রকাশ করেন।

আদি কংগ্রেস সংস্থার নেতৃত্বের দায়িত্ব তরুণের হাতে ছেড়ে দেওয়া উচিত, কংগ্রেস মহলে এই ধরনের মনোভাব প্রকাশ পাচ্ছে। এই প্রসংগে ডঃ রামসুভগ সিং-এর নাম শোনা যাচ্ছে।

বহু বিদেশী ঘড়ি আটক

স্টাফ রিপোরটার

শুল্ক অফিসাররা শুক্রবার চিত্তরঞ্জন অ্যাভিনিউয়ে একটি দর্জির দোকানে তল্লাসী চালিয়ে দশ হাজার টাকা দামের ঘড়ি উদ্ধার করে। ঘড়িগুলি বিদেশী। সন্দেহ এগুলি চোরাপথে এসেছিল।

২৪ পরগণার গ্রামাঞ্চলে ভয়াবহ ডাকাতি

নিজস্ব সংবাদদাতা

ভাঙ্গর, ৮ এপরিল—গত ৩ এপরিল মধ্যরাত্রে জাগুলগাছিতে শ্রীকেশবচন্দ্র সরকারের বাড়ি এক ভয়ানক ডাকাতি হয়ে গিয়েছে। প্রায় ৪৫ ভরি সোনার অলংকার এবং নগদ প্রায় দশ সহস্রাধিক টাকা লুণ্ঠিত হয়েছে। অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত হয়ে ডাকাত দল বোমার আওয়াজ করতে করতে বাড়ির ভিতরে ঢুকে যায়। ধারাল কুড়োল দিয়ে কোঠা বাড়ির দরজা ভেঙ্গে গৃহাভ্যন্তরে প্রবেশ করে। স্ত্রী পুরুষ নির্বিশেষে গৃহস্থদের তারা বেদম মারধর করে। বোমার আওয়াজ শুনে গ্রামবাসীরা জড়ো হলে ডাকাতের দল হাতের কাছে যা পেয়েছে তাই নিয়ে তড়িৎগতিতে বোমা ছুড়তে ছুড়তে উধাও হয়ে যায়।

চৈত্র মাসের শেষ কয়েকদিন!

CLEARANCE SALE

১০% থেকে ৩০%

পর্যন্ত কম

হরলালকা

বিমানে চলুন

কলিকাতা/আগরতলা/কলিকাতা

যাত্রা : দমদম : সকাল ৬-৩০টা

এবং

প্রত্যহ

কলিকাতা/পূর্ণিয়া/জলপাইগুড়ি/পূর্ণিয়া/কলিকাতা

যাত্রা : দমদম : সকাল ৭টা

মালপত্রের জন্য বিশেষ ব্যবস্থা

যোগাযোগ করুন :

জ্যামএয়ার

৩২ গণেশ চন্দ্র অ্যাভিনিউ, কলিকাতা

ফোন : ২৪-৫৯২০ এবং ২৪-৮৪৭১

(নন-শিডিউল)

(৫৩০২)

সিভিল এরোড্রোম, মালদহ

নিম্নলিখিত স্বত্বগুলি ইজারার জন্য ১২-৪-৭১ তারিখ বেলা ১১টায় এরোড্রোম অফিসারের অফিস, সিভিল এরোড্রোম, মালদহ ঠিকানায় একটি প্রকাশ্য নীলাম অনুষ্ঠিত হইবে।

ভোগদখল স্বত্ব : আম—৪০০টি গাছ; তাল—১০০টি গাছ; লিচু—৬টি গাছ; নারিকেল—২টি গাছ। ইজারার কাল হইবে অনুমোদনের তারিখ হইতে ৩১-১২-১৯৭১।

কৃষি স্বত্ব : আনুমানিক ৩ একর—১-৫-৭১ হইতে ৩০-৪-১৯৭২।

সর্বোচ্চ ডাকের ৫০% অর্থ হাতুড়ি পড়ার সঙ্গে সঙ্গে নগদে আদায় করা হইবে, বাকি অর্থ আদায় করা হইবে কনট্রোলার অফ এরোড্রোমস, ক্যালকাটা রিজিওন, ক্যালকাটা এয়ারপোর্ট, দমদম-এর চূড়ান্ত অনুমোদন প্রাপ্তির পর। কোন কারণ না দর্শাইয়া যে কোন বা সমস্ত ডাক অগ্রাহ্য করার অধিকার তিনি রাখেন। ডাকদাতাকে নীলামে অংশ গ্রহণের জন্য বায়না হিসাবে ১০০, টাকা জমা দিতে হইবে। নীলাম শেষ হওয়ার পর বিফলকাম ডাকদাতাকে এই টাকা ফেরত দেওয়া হইবে। ডাকদাতা যদি কোন রকমে নীলামের শর্তাবলী অমান্য করেন তবে বায়নার টাকা বাজেয়াপ্ত হইয়া যাইবে। এই ব্যাপারে এরোড্রোম অফিসারের সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত। সর্বোচ্চ ডাকদাতা যদি তাঁহার প্রস্তাব হইতে পিছাইয়া যান তবে হাতুড়ি পড়ার সঙ্গে সঙ্গে প্রদত্ত সর্বোচ্চ ডাকের ৫০% পরিমিত অর্থ বাজেয়াপ্ত হইয়া যাইবে। সর্বোচ্চ ডাকদাতাকে, যদি তাঁহার ডাক গ্রাহ্য হয় তবে একটি চুক্তি সম্পাদন করিতে হইবে এবং ফল সংগ্রহের স্বত্বের জন্য ডাকের টাকার ১০% পরিমিত অর্থ এবং কৃষিস্বত্বের জন্য ২০% পরিমিত অর্থ জামীন হিসাবে জমা দিতে হইবে। নিয়মানুগ সমস্ত কার্য সম্পন্ন হওয়ার পরই কেবল গাছ ও জমিতে বাস্তব দখল দেওয়া হইবে। ইজারার শর্তাবলীর অন্যান্য বিবরণ উপরোক্ত অফিসে অথবা এরোড্রোম অফিসারের অফিস, সিভিল এয়ার টার্মিন্যাল, বাগডোগরা ঠিকানায় যেকোন কাজের দিন বেলা ১১টা ও বিকাল ৪টার মধ্যে পাওয়া যাইবে।

ডিএভিপি-৬২৯(৩)/৭১

অনিন্দ্যসুন্দর

ওরিয়েন্ট

ডেস্ক পাখা

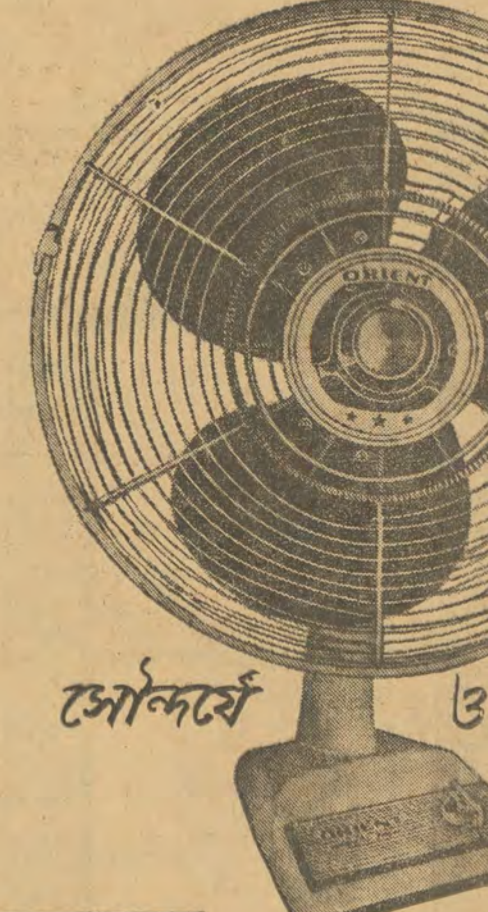

- সম্পূর্ণ ছাঁচে ঢালা। ওজনে হাল্কা, আধুনিক ছিমছাম গড়ন।
- আধুনিকতম উৎপাদন কৌশলে তৈরী ব'লে চমৎকার নির্ঝঞ্ঝাট কাজ দেয়।
- হেলানো যায়, দেয়ালেও লাগানো যায়। যে কোন সোজা বা হেলানো অবস্থাতে সবদিকে ঘুরে ঘুরে চমৎকার হাওয়া দেয়।
- দুদিকেই ঘোরানো যায় এমন রোটারী সুইচ।
- হাওয়ার দিক পরিবর্তনের জন্য বিশেষভাবে তৈরী ফ্লোটিং মেকানিজম্।
- নানারকম সুদৃশ্য রং-এ পাওয়া যায়।

সৌন্দর্যে ও কার্যকারীতায় অতুলনীয়

দু'বছরের গ্যারান্টিযুক্ত

ওরিয়েন্ট পাখা

ওরিয়েন্ট জেনারেল ইণ্ডাস্ট্রিজ লিঃ, কলিকাতা-৫৪

ASP/OGI-8/70

ডিস্ট্রিবিউটর : পশ্চিমবঙ্গ, ভুটান ও সিকিমের জন্য : হিন্দুস্থান ডিলারস লিঃ, ৪, ইণ্ডিয়া এক্সচেঞ্জ প্লেস, কলিকাতা-১, ফোন : ২২-৩০৮৪। আসাম, ত্রিপুরা, মণিপুর, নাগাল্যাণ্ড এবং মেঘালয়-এর জন্য শাখা : হিন্দুস্তান ডিলার্স লিঃ, ফ্যান্সি বাজার, গৌহাটি-১, ফোন : ৪৩০১। ওড়িশার জন্য শাখা : হিন্দুস্তান ডিলার্স লিঃ, ওল্ড কলেজ লেন, কটক-২, ফোন : ১৫৪১। বিহার ও নেপালের জন্য : ঢনঢনিয়া ব্রাদার্স প্রাঃ লিঃ, মজহারুল হক পথ, পাটনা-১, ফোন : ২২১৬৯।

প্রহরাধীন লেভেল ক্রসিং গেট-এ

আপনার গাড়ীর গতি কমিয়ে দিন

ক্রসিং-এ থামুন

গেট খোলা থাকলে গাড়ি চালিয়ে চলে যান

আপনি নিজে ক্রসিং-এর গেট খুলবেন না কিংবা গেটম্যানকে তা খুলে দেবার জন্য বলবেন না এতে সাংঘাতিক বিপদের সম্ভাবনা

প্রহরাহীন লেভেল ক্রসিং গেট-এ

গাড়ি থামিয়ে দেখে শুনে যদি নিশ্চিত হন যে কোন ট্রেন আসছে না তখন এগিয়ে যাবেন

সাবধান

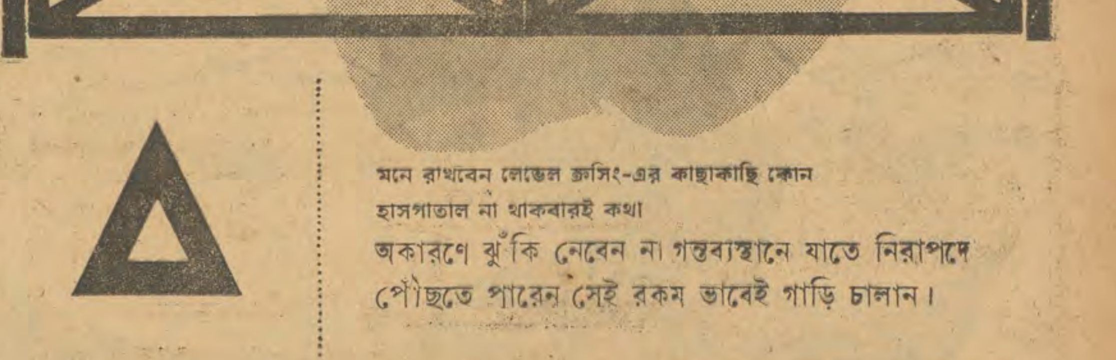

মনে রাখবেন লেভেল ক্রসিং-এর কাছাকাছি কোন হাসপাতাল না থাকবারই কথা

অকারণে ঝুঁকি নেবেন না। গন্তব্যস্থানে যাতে নিরাপদে পৌঁছতে পারেন সেই রকম ভাবেই গাড়ি চালান।

পূর্ব রেলওয়ে

8

পশ্চিমবঙ্গে এ অশান্তির আগুন নেভাবই

—মহাবীর জয়ন্তীতে মুখ্যমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি

বৃহস্পতিবার কলকাতায় মহাবীর জয়ন্তী উপলক্ষে এক অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রী শ্রীঅজয়কুমার মুখোপাধ্যায় জনগণের উদ্দেশ্যে বলেন: রাজ্যে শান্তি প্রতিষ্ঠা করতে আপনারা যে যতটুকু পারবেন সাহায্য করুন। তিনি বলেন, এ রাজ্যে এখন অশান্তির আগুন জ্বলছে। এ আগুন আমরা নেভাবই। অনুষ্ঠানে প্রধান বক্তা উপমুখ্যমন্ত্রী শ্রীবিজয়সিংহ নাহারও সকলকে এই একই আহ্বান জানান। মুখ্যমন্ত্রী ও উপমুখ্যমন্ত্রী উভয়েই জনগণকে মহাবীরের অহিংসার আদর্শ গ্রহণ করতে বলেন।

মহাবীর জয়ন্তী সমারোহ কমিটি আয়োজিত এ অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন সর্বোদয় নেতা শ্রীজয়প্রকাশ নারায়ণ। তিনি সকলকে

'বাংলা দেশে'র সমর্থনে অর্থ সংগ্রহ রবিবার

'বাংলা দেশ' মুক্তি সংগ্রাম সহায়ক সমিতির পক্ষ থেকে ১১ এপ্রিল, রবিবার পশ্চিমবঙ্গের সর্বত্র অর্থ সংগ্রহ করা হবে। এই উপলক্ষে সেদিন কলকাতায় সকাল ৮টায় শ্যামবাজারে নেতাজীর মূর্তি এবং একডালিয়া পারক থেকে দু'টি মিছিল বের হবে। উত্তর ও দক্ষিণ কলকাতার এই অর্থ সংগ্রহ মিছিল দু'টির নেতৃত্ব করবেন যথাক্রমে মুখ্যমন্ত্রী শ্রীঅজয়কুমার মুখোপাধ্যায় ও উপ-মুখ্যমন্ত্রী শ্রীবিজয় সিংহ নাহার। বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের নেতা ও বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ মিছিলে থাকবেন। এই মিছিলে দু'টিতে যোগ দেবার জন্য সকলকে আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে সমিতির পক্ষ থেকে।

"বাংলা দেশের" নিপীড়িত মানুষকে মুক্তহস্তে সাহায্য করার অনুরোধ জানান। অধ্যাপক কল্যাণ মলও অনুষ্ঠানে বক্তৃতা করেন। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন শ্রীশীতলপ্রসাদ জৈন।

মে মাসে বোমবাইতে আদি এ আই সি সি-র অধিবেশন

বিশেষ সংবাদদাতা

নয়াদিল্লি, ৯ এপ্রিল—বোমবাইতে ১৫ মে এ আই সি সির (আদি) দুই দিনব্যাপী এক বিশেষ অধিবেশন হবে। দেশের বিভিন্ন স্থানে আদি কংগ্রেসকে শক্তিশালী করে তুলবার কর্মসূচী সম্পর্কে এই অধিবেশনে বিবেচনা করা হবে।

আদি কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটি এ সম্বন্ধে আজ এখানে একটি সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছেন।

সভার শেষে সাধারণ সম্পাদক শ্রীসাদিক আলি সাংবাদিকদের বলেন, এ আই সি সির অধিবেশনে আলোচ্য কর্মসূচী ও অন্যান্য বিষয় সম্পর্কে ওয়ার্কিং কমিটি ১৩ ও ১৪ মে বোমবাইতে আলোচনা করবেন।

খুলনা জেলার বাঘেরপাড়ার কাছে পাক ফৌজের কাছ থেকে ছিনিয়ে আনা বিমানধ্বংসী কামান মুক্তি ফৌজের হাতে। —চিত্র: বিজন ব্যানার্জি

বাংলা দেশকে স্বীকৃতি দেবার দাবি

নয়াদিল্লি, ৯ এপ্রিল—এখানে ইনস্টিট্যুট অব্ কনসটিটিউশন্যাল অ্যানড পারলিয়ামেন্টারি স্টাডিজের উদ্যোগে অনুষ্ঠিত এক সভায় সকলে একমত হন যে, ভারতের উচিত দেরি না করে বাংলা দেশকে স্বীকৃতি দেওয়া এবং সেখানকার মুক্তি সংগ্রামীদের পূর্ণ সমর্থন জানানো। সর্বশ্রী ভি কে কৃষ্ণমেনন, সি কে দফতরি, এম সি শীতলবাদ, এম সি চাগলা, রশিদ-উদ্দীন খান, এল এম সিংঘী ও কে জি সঈদুদ্দীন ওই সভায় ভাষণ দেন।

শ্রী কৃষ্ণমেনন বলেন যে, পূর্ববঙ্গে যে ব্যাপক গণহত্যা চলছে, তা রাষ্ট্রপুঞ্জের সনদ ও মানবিক অধিকার ঘোষণার বিরুদ্ধে ভারতের উচিত বিষয়টি রাষ্ট্রপুঞ্জে উত্থাপন করা।

শ্রী দফতরি বলেন যে, পূর্ববঙ্গে হত্যাকাণ্ড মানবতার কাছে ঘৃণ্যতম অপরাধ। —পি টি আই

সুবিধাবাদীদের কংগ্রেসে (নব) প্রবেশ বন্ধ করার দাবি

নয়াদিল্লি, ৯ এপ্রিল—সুবিধাবাদী, নীতিহীন ও ক্ষমতালিপসু রাজনৈতিক ব্যক্তিদের অবিলম্বে নব কংগ্রেসে প্রবেশ বন্ধ করার জন্য ভারতীয় যুব কংগ্রেসের (নব) জাতীয় পরিষদ দাবি করেছে।

এ সপ্তাহের শুরুতে এখানে পরিষদের বৈঠক হয়েছে। বৈঠকে গৃহীত প্রস্তাবে বলা হয়েছে, পরিষদ লক্ষ্য করছেন যে, সিনডিকেটপন্থী কংগ্রেসীরা ও সমাজবাদ বিরোধী দক্ষিণ পন্থীরা দলে দলে কংগ্রেস (নব) ঢুকছে। এঁদের দলে যাতে নেওয়া না হয় সেজন্য নেতাদের অনুরোধ জানানো হয়েছে। —পি টি আই

শহরসম্পত্তির ঊর্ধ্বসীমায় রাজ্যের অমত নেই

—অজয় মুখারজি

স্টাফ রিপোরটার

শহরের সম্পত্তির সীমা বেঁধে দিয়ে কেন্দ্র যদি কোন আইন করেন পশ্চিমবঙ্গ সরকার তাহলে খুশীমনেই তা গ্রহণ করবেন।

বৃহস্পতিবার এক প্রশ্নোত্তরে মুখ্যমন্ত্রী শ্রীঅজয় মুখারজি সাংবাদিকদের বলেন, কেন্দ্র আইন করলেই রাজ্য সরকারও সেইমত ব্যবস্থা নেবেন।

ভূমি রাজস্ব বিলোপ করে তার বদলে পশ্চিমবঙ্গে কৃষি আয়কর চালু করার যে প্রস্তাব এসেছে তাঁরা তার সর্বদিক খতিয়ে দেখছেন বলেও শ্রীমুখারজি জানান।

শিক্ষামন্ত্রী উপাচার্যদের সঙ্গে বসবেন

শিক্ষাক্ষেত্রে পশ্চিমবঙ্গে বর্তমানে যে অস্থিরতা চলছে, রাজ্য শিক্ষা দফতর তা দূর করার জন্য বদ্ধপরিকর। কিছু উল্লেখযোগ্য রদবদল ঘটিয়ে তাঁরা এ অস্থিরতা দূর করতে চান।

এ ব্যাপারে কী কী ব্যবস্থা নেওয়া যায় রাজ্য শিক্ষামন্ত্রী শ্রীশান্তিকুমার দাশগুপ্ত এ নিয়ে বিভাগীয় প্রধানদের সঙ্গে আলোচনা করছেন।

আসছে সপ্তাহে তিনি রাজ্যের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যদের সঙ্গেও এ নিয়ে আলোচনা করবেন।

শ্রীদাশগুপ্ত চান, রাজ্য শিক্ষা পর্ষদের স্থগিত পরীক্ষাগুলি আগামী মে মাসের মধ্যেই শুরু হোক। তাঁর এই ইচ্ছার কথা তিনি পর্ষদ-সভাপতিকেও জানিয়েছেন। শুক্রবার এ সম্পর্কে এক বিশেষ সাক্ষাৎকারে তিনি বলেন, তবে পর্ষদই সব দিক বিবেচনা করে এ ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নেবেন। পর্ষদ কর্তৃপক্ষ অবশ্য জুন মাসে পরীক্ষাগুলি নিতে চান।

বিভিন্ন স্কুলের প্রাপ্য অর্থ সাহায্য এবং ওই সব স্কুলের শিক্ষকদের প্রাপ্য ডি-এ ইত্যাদি সময়ে দেওয়ার প্রশ্নে প্রায়ই যে অসন্তোষ দেখা দেয়, তা কী করে দূর করা যায় শিক্ষামন্ত্রী এ নিয়েও চিন্তা করছেন।

অমিয়রতন মুখোপাধ্যায়ের পারলৌকিক ক্রিয়া

আশুতোষ কলেজের স্বর্গত অধ্যাপক অমিয়রতন মুখোপাধ্যায়ের পারলৌকিক ক্রিয়া ১৩ এপ্রিল, মঙ্গলবার বেহালায় তাঁর নিজস্ব ভবনে সম্পন্ন হবে। স্বর্গতের আত্মীয়স্বজন, বন্ধুবান্ধব ও ছাত্রছাত্রীদের উপস্থিত থাকতে অনুরোধ করা হয়েছে।

গঙ্গায় বান সম্পর্কে হুঁশিয়ারি

স্টাফ রিপোরটার

আজ শনিবার থেকে বুধবার পর্যন্ত গঙ্গায় বিভিন্ন সময় বান আসবে। জল পুলিশ এজন্য জনসাধারণকে সতর্ক করে দিয়েছেন।

আজ বান আসবে সকাল পৌনে দশটা ও রাত দশটায়। রবিবার সকাল সওয়া দশটা ও রাত সাড়ে দশটায়। সোমবার সকাল পৌনে এগারোটা ও রাত পৌনে এগারোটা। মঙ্গলবার সকাল এগারোটা ও রাত সওয়া এগারোটায় এবং বুধবার সকাল সাড়ে এগারোটা নাগাদ।

শুক্রবার ১ জন নিহত

স্টাফ রিপোরটার

শুক্রবার হাওড়ার ব্যাটরায় রাস্তায় এক যুবকের মৃতদেহ পাওয়া যায়। তার দেহে বহু ক্ষতচিহ্ন ছিল।

এদিন কলকাতায় আর জি কর রোডের কাছে পুলিশের গুলিতে একজন এবং শ্যামপুকুর থানা এলাকায় বোমায় ৩ জন সি আর পি আহত হন।

আগেরদিন টিটাগড় থানা এলাকায় পুলিশের সঙ্গে সি পি এম সমর্থক বলে অভিহিত একদল লোকের সংঘর্ষকালে পুলিশের গুলিতে ১ জন নিহত ও ২ জন আহত হন। ওইদিন রাত্রে কৃষ্ণনগরে এক ব্যক্তি ছোরাহত হন বলেও প্রকাশ।

পুলিশের গুলিতে ১ জন আহত

শুক্রবার দুপুরে কলকাতায় বেলগাছিয়া রোড ও ভৈরব মুখারজি লেনের মোড়ে পুলিশের গুলিতে একজন আহত হয়।

পুলিশের বিবরণে প্রকাশ, চিৎপুর থানার ও সি জিপে করে ওই স্থান দিয়ে যাওয়ার সময় তাঁকে লক্ষ করে পাইপ গানের গুলি চালানো হয়। গুলি লক্ষ্যভ্রষ্ট হয় এবং কেউ আহত হয়নি। ও সিও সঙ্গে সঙ্গে তাঁর রিভলবার থেকে গুলি চালান। তাতে শ্যামল নন্দী নামে একটি যুবক (২০) আহত হন। তাকে আর জি কর হাসপাতালে ভরতি করা হয়েছে। পুলিশের অভিযোগ তার পকেট থেকে ·৩০৩ বোরের একটি বুলেট পাওয়া যায়। ওই ঘটনা সম্পর্কে তাকে ছাড়াও আরও ৬ জনকে গ্রেফতার করা হয়েছে।

সি আর পি'র গাড়িতে বোমা

এদিন সকালে শ্যামপুকুর এলাকায় বিধান সরণি ও মহেন্দ্র বসু লেনের মোড়ে সি আর পি'র একটি গাড়ির উপর বোমা পড়লে বাহিনীর তিনজন সদস্য অল্প আহত হন। সন্ধ্যা পর্যন্ত এব্যাপারে কেউ গ্রেফতার হয়নি।

ব্যাটরায় খুনের ঘটনা

সকালে হাওড়ায় ব্যাটরা পুলিশ এই থানা এলাকার নরসিংহ দত্ত রোড থেকে শ্রীমদন সাউ (২৭) নামে এক যুবকের মৃতদেহ উদ্ধার করে। মৃতের দেহে অসংখ্য ক্ষতচিহ্ন ছিল।

বৃহস্পতিবার রাত্রে কেউ তাকে হত্যা করে ওখানে ফেলে রেখে যায় বলে পুলিশের অনুমান।

কেউ গ্রেফতার হয়নি।

টিটাগড়ে একজন গুলিতে নিহত

বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় টিটাগড় থানা এলাকায় পুলিশ এবং সি পি এম সমর্থক অভিহিত একদল লোকের সঙ্গে প্রচণ্ড লড়াই ও গুলি বিনিময় হয়। গুলিতে শ্যাম ঘোষ (৪০) নামে এক ব্যক্তির মৃত্যু ঘটে।

পুলিশ ওই ঘটনা সম্পর্কে ২ জনকে গ্রেফতার করে।

পুলিশ খুন সম্পর্কে গ্রেফতার

বৃহস্পতিবার রাত্রে কাশীপুরে পাইপগানের ও বোমার ঘায়ে পুলিশের একজন কনসটেবল ও জনৈক সাব-ইনসপেকটরের নিহত হওয়ার ঘটনা সম্পর্কে তিনজনকে গ্রেফতার করা হয়েছে। ওই ঘটনায় কাশীপুর থানার আরেকজন অফিসার গুরুতর আহত হন; তাঁকে মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভরতি করা হয়েছে।

পুলিশ সূত্রে জানা যায়—ওখানে 'বোমাবৃষ্টি'-র মুখে পুলিশও দু' রাউনড গুলি চালায়। তাতে একজন পথচারী আহত হন।

বন্দুক ছিনতাই

বুধবার রাত্রে একদল যুবক শিবপুর থানা এলাকার কাশুন্দিয়ার এক ভদ্রলোকের বাড়ি থেকে একটি বন্দুক ছিনিয়ে নিয়ে যায় বলে খবর পাওয়া গেছে।

কৃষ্ণনগরে একজন ছুরিকাহত

নিজস্ব সংবাদদাতা

কৃষ্ণনগর, ৯ এপ্রিল—গত রাত্রে শহরে ষষ্ঠীতলার নিকটে শ্রীসৃষ্টিধর বিশ্বাস নামে ৫০ বছরের জনৈক ব্যক্তি ছুরিকাহত হন। তাকে সংকটজনক অবস্থায় সদর হাসপাতালে পাঠানো হয়।

প্রকাশ যে, শ্রীবিশ্বাস সন্ধ্যাবেলায় তার দোকানে ঢুকছিলেন সেই সময়ে করেকজন যুবক তাকে আক্রমণ করে। পরে পুলিশ ওই ঘটনা সম্পর্কে একজনকে গ্রেফতার করে।

শক্তিনগরে তল্লাসি

আজ শক্তিনগর অঞ্চলে ভোর ৫টা থেকে বেলা দশটা পর্যন্ত কারফু জারি করা হয়। কারফু এলাকাটি মিলিটারী দিয়ে করডন করে স্থানীয় পুলিশ এবং কেন্দ্রের সংরক্ষিত বাহিনী তল্লাসি চালায়, মোট ১১৯ জনকে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য থানায় নিয়ে আসা হয়।

তমলুকে বাংলা কংগ্রেস কর্মী আহত

বৃহস্পতিবার রাত্রে তমলুক ট্রেজারির নিকট দিয়ে যাওয়ার সময় শ্রীবিমলকুমার মণ্ডল (২৮) নামে বাংলা কংগ্রেসের এক জন কর্মী আততায়ীর হাতে গুরুতর আহত হন। এই ঘটনায় জড়িত সন্দেহে একজন ট্রেজারি পুলিশকে গ্রেফতার করা হয়েছে।

ভদ্রেশ্বরে ৫জন গ্রেফতার

এক অজ্ঞাত পরিচয় যুবকের হত্যার সঙ্গে জড়িত থাকার সন্দেহে ভদ্রেশ্বর পুলিশ এ পর্যন্ত ৫ জনকে গ্রেফতার করেছে। ওই যুবককে সোমবার তালতারা গ্রামের বলকার মাঠে মৃত অবস্থায় পাওয়া যায়।

রিভলবার উদ্ধার

বৃহস্পতিবার রাত্রে পুলিশ জগদ্দল থানার কাটাডাঙ্গা রোডে এক বাড়িতে তল্লাসী চালিয়ে একটি রিভলবার উদ্ধার করে। একজনকে গ্রেফতারও করা হয়েছে।

সভা-সমাবেশ

[অন্যভাবে উল্লেখ না থাকলে সূচিত সময় বিকাল বা সন্ধ্যা বোঝাবে।]

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ জন্মোৎসব—সারদাপল্লী (ভদ্রেশ্বর) মিলন প্রাঙ্গণে সারাদিনব্যাপী অনুষ্ঠান। ৫টায় জনসভা। সভাপতি—শ্রীমৎ স্বামী গৌরীশ্বরানন্দজী। **আসানসোল রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রম**—শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ, শ্রীশ্রীসারদামণি দেবী ও স্বামী বিবেকানন্দ জন্মজয়ন্তী উপলক্ষে সাড়ে ৬টায় জনসভা। বিষয়—শ্রীরামকৃষ্ণের জীবন ও শিক্ষা। **রামকৃষ্ণ বিবেকানন্দ আশ্রম (হাওড়া)**—সাড়ে ৫টায় ৪ নস্করপাড়া লেনের আশ্রম ভবনে স্বামী নিরাময়ানন্দ মহারাজের 'গীতা' পাঠ ও আলোচনা। **রামকৃষ্ণ মিশন ইনসটিটিউট অব কালচার (গোল পারক)**—সাড়ে ৬টায় শিবানন্দ হলে 'বিশ্ব শান্তিতে আন্তর্জাতিক আইনের স্থান' বিষয়ে বক্তৃতা। বক্তা—ডঃ সুবিমল মুখোপাধ্যায়। **রামকৃষ্ণ মিশন তত্ত্ব মন্দির**—সাড়ে ৬টায় স্বামী শুদ্ধশত্ত্বানন্দ কর্তৃক শ্রীরামকৃষ্ণের জীবন ও বাণী আলোচনা। **রাজসাহী সম্মিলনি**—সাড়ে ৬টায় ১।৩ গরচা ফারসট লেনে বাংলাদেশে গণহত্যার প্রতিবাদে ও সাহায্য তহবিল গঠন সম্বন্ধে আলোচনা সভা। **বাৎসরিক উরুস অনুষ্ঠান**—দমদম হাতিয়াড়া শরীফ গ্রামে উরুস উৎসব। **রাজ্য সরকারী কর্মচারী ফেডারেশন**—বাংলাদেশের জনগণের উপরে আক্রমণের প্রতিবাদে পাক হাই কমিশন অফিসের সামনে অফিস ছুটির পরে বিক্ষোভ প্রদর্শন। **মাহেশ্বরী সেবা সমিতি**—৪টায় মাহেশ্বরী ভবনে সমিতির ৫০বর্ষ পূর্তি উৎসব অনুষ্ঠান।

মহাত্মা হেনিম্যান জন্মজয়ন্তী—৬টায় চৌরঙ্গী ওয়াই এম সি এ হলে উদ্যোক্তা ডাঃ হ্যানিম্যান জন্মজয়ন্তী উদ্‌যাপন কমিটি ও এন এম চৌধুরীর স্মৃতি হোমিওপ্যাথি হসপাতাল। **হোমিও মেডিকেল ক্লাব (হাওড়া)**—৩টায় শঙ্কর মঠ হোমিও মেডিকেল কলেজ প্রাঙ্গণে হেনিম্যান জয়ন্তী। **ইনডিয়ান হোমিওপ্যাথিক এসোসিয়েশন**—সাড়ে ৩টায় ১৩বি সুবলচন্দ্র লেনে। **হোমিওপ্যাথিক লীগ ইন ইনডিয়া**—৫টায় ১।১।১এ কলেজ স্কোয়ারে।

আজ আকাশ পরিষ্কার থাকবে

স্টাফ রিপোরটার

আলিপুর আবহাওয়া অফিস এখন বাংলায় আবহাওয়ার খবর দিচ্ছেন। শনিবারের পূর্বাভাবে তারা জানান, আকাশ পরিষ্কার থাকবে, সারাদিন গরম অনুভূত হবে।

শুক্রবার বিকাল পর্যন্ত সর্বোচ্চ তাপ ছিল ৩৪·৫ ডিগরি সেন্টিগ্রেড ও সর্বনিম্ন ২৪·৩ ডিগরি সেন্টিগ্রেড।

নারায়ণগড়ে সেমিনার

দি ইনসটিটিউট অব সোস্যাল সায়েনস অ্যানড অ্যাপলায়েড অ্যানথ্রোপলজি ও ফোকলোর সোসাইটির উদ্যোগে 'প্রবলেমস অব ফোকলাইফ' 'প্রবলেম অব দি ইয়ং'-এর উপর ৯ এপরিল থেকে ১১ এপরিল পর্যন্ত এক সেমিনারের আয়োজন করা হয়েছে মেদিনীপুর জেলার নারায়ণগড়ে। বিভিন্ন দিনে সভাপতিত্ব করবেন ডঃ কল্যাণকুমার গাঙ্গুলি ও অধ্যাপক নির্মলকুমার বসু।

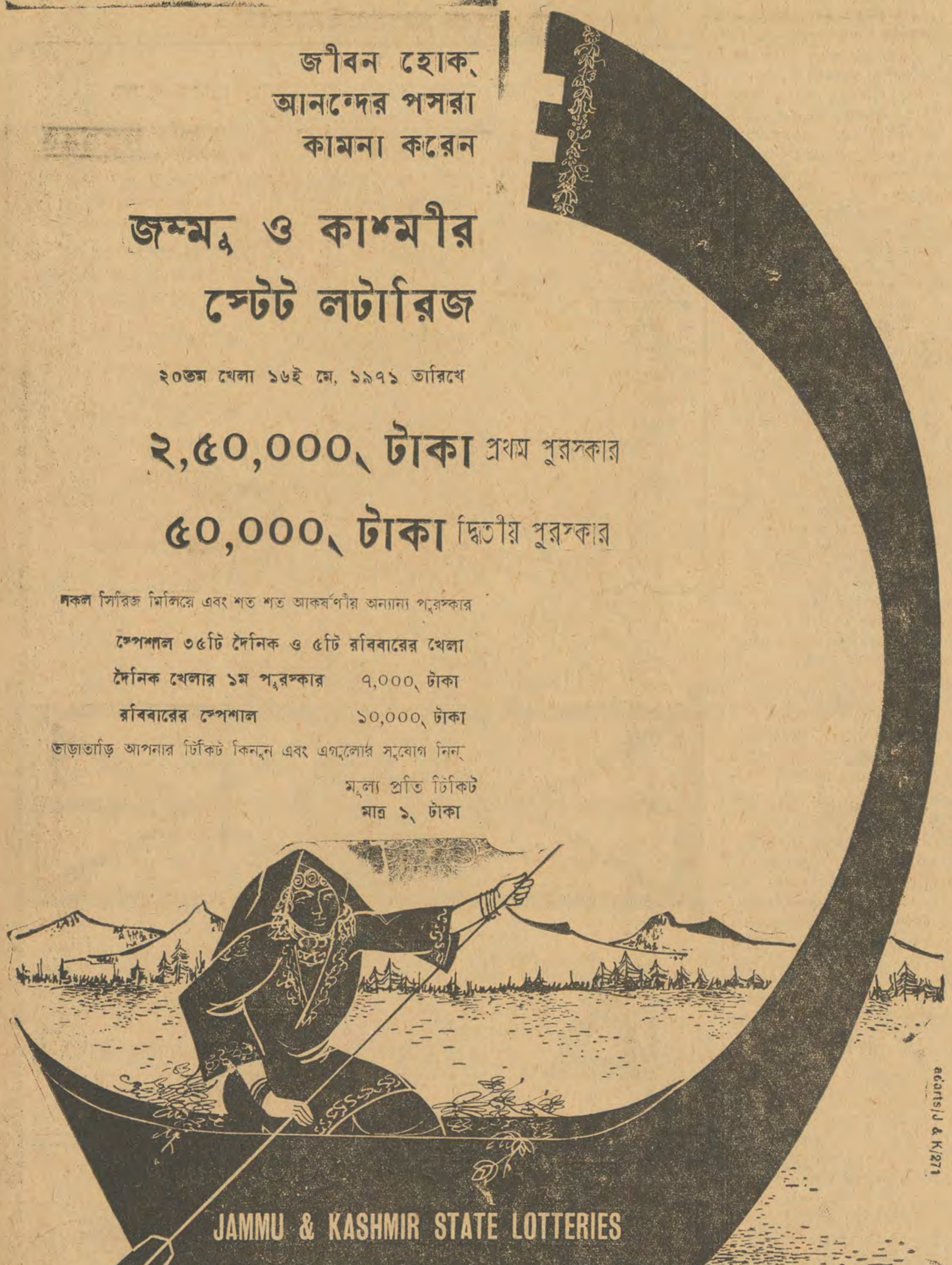

TICKETS AVAILABLE WITH FOLLOWING LEADING AGENTS:- 1. NOOTAN BOOK DEPOT, 6-M, BHAGAT SINGH MARKET, NEW DELHI. 2. PRIZE CORPORATION, 2316-PEELI BUILDING, ARYA SAMAJ ROAD, NEW DELHI. SALE DEPOT. 26-MOHAN SINGH PALACE, NEW DELHI. 3. I.C. KHURANA, KHURSHEED MARKET, SADDAR BAZAR, DELHI. 4. MRS. S. PAL, MAHATMA GANDHI ROAD, CALCUTTA. 5. V. KUMAR, 12/A, MOOLAMAL AMARNATH ESTATE, CONNAUGHT PLACE, NEW DELHI. 6. ELJAYCO, HEAT AND LIGHT SERVICE CENTRE, SRINAGAR. 7. RAM LAL MALHOTRA, 1484-SANGTARASHAN, PAHARGANJ, NEW DELHI.

ট্রেড মার্ক সতর্কীকরণ

নোটিস

এতদ্দ্বারা বিজ্ঞাপিত করা যাইতেছে যে, আমার মক্কেল মেসার্স অর‍্যার পিন ইন্ডাস্ট্রীজ, ৪০, চাকলা রোড, আন্ধেরি, বোম্বাই-৬৯—"পেপার পিন ও ক্লিপ (স্টেশনারী)" সম্পর্কে উপরে প্রদর্শিত ট্রেড মার্ক লেবেলের মূল অবলম্বনকারী ব্যবহারকারী ও মালিক এবং ১৯৫৯ সাল হইতে "পেপার পিন ও ক্লিপ" সম্পর্কে উপরোক্ত ট্রেডমার্কটি একমাত্র আমার মক্কেলগণই ব্যবহার করিয়া আসিতেছেন।

সম্প্রতি আমার মক্কেলগণ লক্ষ্য করিয়াছেন যে, কতিপয় অননুমোদিত ব্যক্তি হুবহু একই প্রকার ট্রেড মার্ক লেবেল, গেট-আপ, রংয়ের পরিকল্পনা ইত্যাদি যুক্ত পিন ও ক্লিপ বাজারে উপস্থাপিত করিয়াছেন এবং বিপণন করিতেছেন এবং তাহাদের নিকৃষ্ট দ্রব্যগুলি আমার মক্কেলদের উৎকৃষ্ট দ্রব্য বলিয়া বাজারে চালাইবার চেষ্টা করিতেছেন। সুতরাং আমার মক্কেলগণ **শ্রী এম সি লালওয়ানী (মেসার্স এম সি লালওয়ানী হিসাবে ব্যবসারত) এবং মেসার্স লালওয়ানী ব্রাদার্স**, ১০, তারাচাঁদ দত্ত স্ট্রীট, কলিকাতা-১-এর বিরুদ্ধে বোম্বাই হাইকোর্টের আদিম বিভাগে একটি দেওয়ানী মোকদ্দমা (১৯৭১ সালের ২২১ নং) দায়ের করিয়াছিলেন এবং মাননীয় বিচারপতি মিঃ জে এল নৈন-এর আদালত হইতে গত ২৫-৩-৭১ তারিখে উক্ত মোকদ্দমায় ছানির নোটিস বাহির করিয়াছেন। উক্ত বিচারপতি ছানির নোটিসের "এ" প্রার্থনা অনুযায়ী বিবাদীদের বিরুদ্ধে নিম্নোক্তমত একতরফা মধ্যবর্তীকালীন ইনজাংশন মঞ্জুর করিয়াছেন:—

"উক্ত মকদ্দমার শুনানী এবং চূড়ান্ত নিষ্পত্তিসাপেক্ষে স্বয়ং বিবাদীদিগকে, তাঁহাদের কর্মচারী, এজেন্ট এবং তাঁহাদের মাধ্যমে দাবীদার ব্যক্তিদিগকে মহামান্য এই আদালতের এক আদেশ এবং ইনজাংশনবলে বাদীর মাল হিসাবে এবং সেগুলির পরিবর্তে অন্যান্যদের মাল যাহাতে চলে এবং/বা চলিতে পারে এবং/বা অন্যান্যরা চালাইতে সক্ষম হয়, তজ্জন্য "কিং" ট্রেড মার্ক এবং মানুষের মুখের নক্সাটি অথবা পেপার পিন ও ক্লিপ (স্টেশনারী) সম্পর্কে বাদীর এক্সিঃএ ট্রেড মার্কের বিভ্রান্তিকর অনুরূপ অন্য কোন ট্রেড মার্ক ব্যবহার করা হইতে বিরত করা হউক।"

আমার মক্কেলের মাল হিসাবে এবং সেগুলির পরিবর্তে নকল মাল যাঁহারা চালাইতেছেন বা চালাইতে পারেন, এইরূপ সমস্ত প্রস্তুতকারক/ব্যবসায়ী এবং তাঁহাদের স্টকিস্ট, এজেন্ট ও প্রতিনিধিদিগকে এতদ্দ্বারা সতর্ক করিয়া দেওয়া যাইতেছে যে, তাঁহাদিগকে অভিযুক্ত করা হইবে এবং তাঁহাদের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হইবে।

তারিখ ১লা এপ্রিল, ১৯৭১।
৫৭, স্নেহ সদন, কোলাবা পোঃ অঃ-এর
বিপরীত দিকে, বোম্বাই-৫
টেলি: ২১৩৯৩৫

এম পি [illegible],
অ্যাডভোকেট, হাইকোর্ট।

(৫২০৯ এ)

গোদরেজ শেভিং ক্রীম
এতে আছে সংক্রমণ-প্রতিরোধক
হেক্সাক্লোরোফিন

অঢেল সমৃদ্ধ ফেনা, আর সেই সঙ্গে সংক্রমণ-প্রতিরোধক হেক্সাক্লোরোফিনের নিশ্চিত নিরাপত্তা—এরই নাম গোদরেজ শেভিং ক্রীম। পাবেন সৌখিন লালরঙের টিউবে।

গোদরেজ

ব্রাশলেস শেভিং ক্রীম দিয়ে কামান—কামানো হবে চটপট পরিষ্কার—সঙ্গে পাবেন হেক্সাক্লোরোফিনের নিরাপত্তা।

গোদরেজ

মেন্থলেটেড শেভিং ক্রীম দিয়ে কামান—কামানো চটপট, পরিষ্কার তো হবেই—সঙ্গে পাবেন ঠাণ্ডা আরাম! এছাড়া হেক্সাক্লোরোফিনের নিরাপত্তা তো আছেই!

আজই ২০ গ্রামের টিউব ব্যবহার করে দেখুন। একটাকারও কম দামে তো এই একটাই শেভিং ক্রীম পাওয়া যায়! ঘুরে বেড়ানোর জন্যে একেবারে অপরিহার্য!

সোভিয়েত ইউনিয়নের কমিউনিস্ট পার্টির

২৪তম কংগ্রেস উপলক্ষে

পার্টি কংগ্রেসে একদিন

স্পার্ডাক বেগলোভ

সভাপতি ঘোষণা করলেন : "চেকোশ্লোভাকিয়ার কমিউনিস্ট পার্টির প্রথম সম্পাদক গুস্তাভ হুসাক এবার ভাষণ দেবেন"। আমি লক্ষ্য করলাম, কংগ্রেসের প্রতিনিধিরা যেভাবে অভিনন্দন জানালেন তার মধ্যে একটা বিশেষ উত্তাপ ছিল।

তারপর দেখা গেল অখণ্ড মনোযোগ আর নেমে এল নীরবতা। এই মনোযোগ ও হৃদয়ের উত্তাপ শুধু বক্তার উদ্দেশ্যেই নিবেদিত হয়নি। তা সেই প্রতিবেশী রাষ্ট্রের একটি বৃহৎ প্রতিনিধি দলের প্রত্যেকের উদ্দেশ্যেই নিবেদিত হয়েছিল। বক্তা ছিলেন সে-দেশেরই প্রতিনিধি। এবং সেই অভিনন্দন ছিল এমন একটি পার্টির জন্য, যে পার্টি অনেক কঠিন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে এসেছে। সকলেই একবাক্যে বললেন : প্রভৃ... পার্টির এবং সমাজতান্ত্রিক দেশের ভবিষ্যতের প্রতি উদাসীন থাকা যায় না, আমাদের ভবিষ্যৎ অংগাংগীভাবে জড়িত।

আমার চোখ দুটো কর্নেল জেনারেল ডেভিড ড্রাগুনস্কিকে খুঁজে বেড়াচ্ছিল। ড্রাগুনস্কি আমার বন্ধু। ওই তো উনি ওখানে—দুবার সোভিয়েত ইউনিয়নের "হিরো"। ১৯৪৫ সালের ঐতিহাসিক দিনগুলোতে তাঁর ট্যাংকবাহিনী বিস্ময়করভাবে এগিয়ে গিয়েছিল। এই বাহিনী যখন হিটলারের আস্তানা বার্লিনে প্রবল পরাক্রমে প্রবেশ করল তখন অবিলম্বে প্রাগ অভিমুখে অগ্রসর হওয়ার এক নির্দেশ এলো। নাৎসী সেনাবাহিনী সে সময় চেকোশ্লোভাকিয়া অধিকার করেছিল। নাৎসী সেনাধ্যক্ষরা একটা ভয়ংকর দুরভিসন্ধিমূলক মতলব আঁটছিল। শহর ছেড়ে যাওয়ার আগে তারা শহরটাকে ধ্বংস করে দেওয়ার পরিকল্পনা করেছিল। চেকোশ্লোভাকিয়া তখন বর্বর নাৎসী জার্মানির অধীনে। তখন সোভিয়েত ইউনিয়ন ও তার পার্টিই ছিল চেকোশ্লোভাকিয়ার মানুষের আশা ও বিশ্বাসের প্রতীক। আমাদের দেশের মানুষ কখনো ভুলবে না যে, বীর সোভিয়েত সেনাদল চেকোশ্লোভাকিয়াকে মুক্ত করেছিল এবং ধ্বংসের হাত থেকে জনগণকে রক্ষা করেছিল। কংগ্রেসে একথাগুলো বলেন গুস্তাভ হুসাক।

পুঁজি হল একটি আন্তর্জাতিক শক্তি। লেনিন একথা জোর দিয়ে বলতেন। এটা কল্পনা করা মোটেও শক্ত নয় যে, ১৯৬৮ সালে চেকোশ্লোভাকিয়ায় রক্তপাত হলে আন্তর্জাতিক পুঁজিপতিরা কিরকম খুশী হত!

এই সব ঘটনার কথা স্মরণ করে গুস্তাভ হুসাক জোর দিয়ে বলেন যে, সমাজতান্ত্রিক দেশগুলোর যুক্ত কর্মপন্থা হল আন্তর্জাতিক সহায়তা, যা আমাদের দেশকে গৃহযুদ্ধ এবং প্রতিবিপ্লবের হাত থেকে বাঁচিয়েছে এবং সমাজতান্ত্রিক সফলতাগুলোকে রক্ষা করতে সাহায্য করেছে। সম্প্রতিকালের অভিজ্ঞতা থেকে যে শিক্ষা আমরা গ্রহণ করেছি তা হল এই যে, "আমরা চেকোশ্লোভাকিয়ার কমিউনিস্ট পার্টিকে দুর্বলতা এবং বিভেদের হাত থেকে সর্বপ্রযত্নে রক্ষা করব যাতে আমাদের পার্টিগুলোর মধ্যে কেউ বিচ্ছিন্নতার বিষ ঢোকাতে না পারে এবং যাতে আমাদের দেশগুলোর মধ্যে বন্ধুত্বের সম্পর্ক ক্ষুণ্ণ না হয়।

হেনরি ফোর্ড সেদিন ইংলণ্ডে ঘোষণা করেছেন যে, দাবী আদায়ের জন্য ইংলণ্ডের শ্রমিক শ্রেণীর সংগ্রাম পুঁজি বিনিয়োগকারী হিসেবে তিনি সমর্থন করেন না। এই সংগ্রামের ফলে সর্বাধিক মুনাফা অর্জনের সার্বভৌম অধিকার সীমাবদ্ধ হয়। শ্রমিক শ্রেণীর পক্ষে যা ভাল, ফোর্ড কোম্পানির পক্ষে তা খারাপ।

"বর্তমানে সফলতা এবং সম্ভাবনা নিয়ে, তার সমস্যা নিয়ে সমাজতান্ত্রিক দুনিয়া এখনও একটা তরুণ, বর্ধমান সামাজিক সংস্থা যাতে সব কিছুই মিটে যায়নি এবং যেখানে পূর্ববর্তী ঐতিহাসিক সময়ের চিহ্ন এখনো বর্তমান।" সোভিয়েত ইউনিয়নের কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির সাধারণ সম্পাদক লিওনিদ ব্রেজনেভ তাঁর রিপোর্টে একথা জোর দিয়ে বলেছেন। উপসংহারে বলা হয়েছে : "সমাজতান্ত্রিক দেশগুলোর সমস্ত মানুষ একই সমাজ-ব্যবস্থায় বসবাস করে বলে এবং তাদের মৌল স্বার্থ ও উদ্দেশ্যের মিল থাকার ফলে সব বাধাবিঘ্নই সফলতার সংগে অতিক্রম করা সম্ভব এবং সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থাকে ধাপে ধাপে বিকশিত ও শক্তিশালী করে তোলা সম্ভব।"

সোভিয়েত ইউনিয়নের কমিউনিস্ট পার্টির ২৪তম কংগ্রেসে প্রদত্ত অভিনন্দন বাণীতে পোল্যাণ্ডের ইউনাইটেড ওয়ার্কার্স পার্টির প্রথম সম্পাদক এডওয়ার্ড গিয়েরেক পোল্যাণ্ডের কমিউনিস্টদের অভিজ্ঞতা থেকে পারস্পরিক সমর্থন ও সহায়তার কথা স্মরণ করে বলেছেন যে, পোলিশ কমরেডরা যে-সব বাধাবিঘ্ন অতিক্রম করে চলেছেন তাতে পার্টির ভেতরের শক্তি এবং যে পোলিশ শ্রমিকশ্রেণী সমাজতন্ত্রের সংগে অবিচ্ছেদ্যভাবে জড়িত তাদের পূর্ণ সমর্থনই প্রমাণিত হয়। তিনি এই বলে ভ্রাতৃপ্রতিম সোভিয়েত কমিউনিস্ট পার্টিকে অভিনন্দন জানান যে, তাঁরা পোল্যাণ্ডের সমস্যা সম্যকভাবে উপলব্ধি করেছিলেন এবং তার সমাধানের জন্য বন্ধুত্বপূর্ণ সহায়তা দিয়েছিলেন। এডওয়ার্ড গিয়েরেক জোর দিয়ে বলেছেন, "যেহেতু আমরা আমাদের দেশকে প্রাণ দিয়ে ভালবাসি এবং যেহেতু আমরা মনেপ্রাণে চাই যে, আমাদের দেশ সফলভাবে বিকশিত হয়ে উঠুক, সেই জন্য আমরা একনিষ্ঠ আন্তর্জাতিকতাবাদী, সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলির এবং কমিউনিস্ট পার্টিগুলির ঐক্যের প্রবল প্রবক্তা।

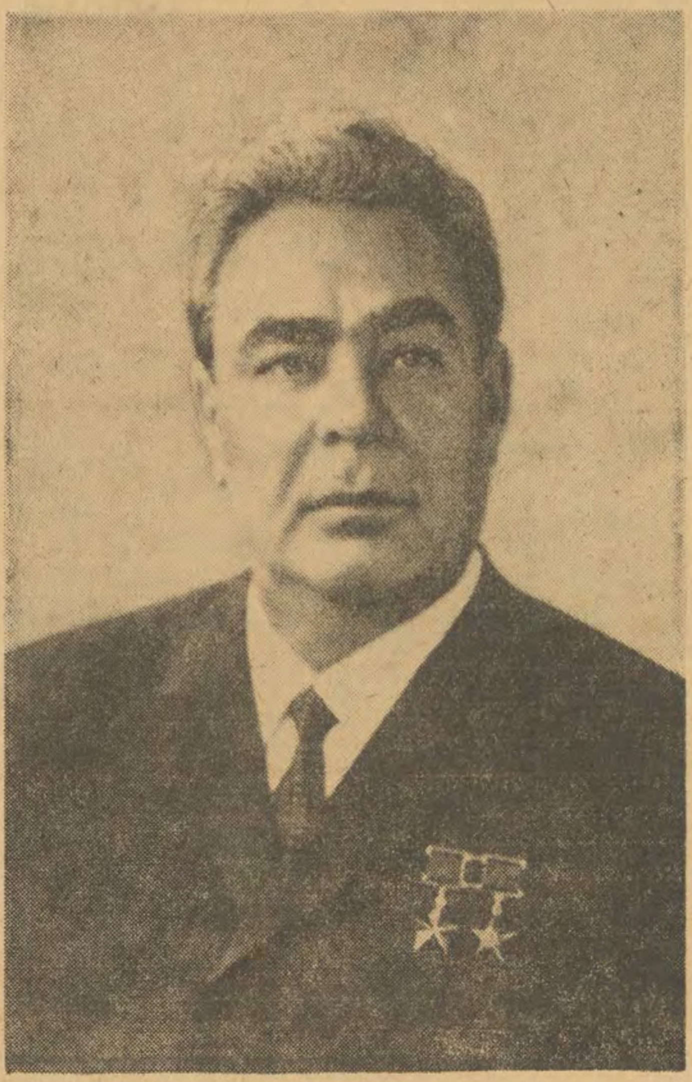

এল. আই. ব্রেজনেভ

সোভিয়েত ইউনিয়নের শান্তির নীতি

গেন্নাদি গেরাসিমভ

(এ পি এন ভাষ্যকার)

সোভিয়েত ইউনিয়নের কমিউনিস্ট পার্টির ২৪তম কংগ্রেসে গত ৩০ মার্চ পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির সাধারণ সম্পাদক লিওনিদ ব্রেজনেভ তাঁর রিপোর্ট পেশ করলেন। রিপোর্টের একাংশে তিনি বলেন, "আজ ২৫ বছরেরও বেশি হল সোভিয়েত জনগণ শান্তির পরিবেশে রয়েছেন। এর মধ্য দিয়ে আমরা আমাদের পার্টির বৈদেশিক নীতির সর্বোত্তম সাফল্যই দেখতে পাই।" এ প্রসংগে তুলনা করা যায় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বৈদেশিক নীতির অচলাবস্থার বিষয়টি। এ নীতির ফলে ইন্দো-চীনের জনগণের ওপর রক্তের ছাপ পড়েছে এবং মার্কিন জনগণও তার প্রতিক্রিয়া থেকে রেহাই পায়নি।

সোভিয়েত বৈদেশিক নীতি আমাদের দেশের জাতীয় ও আন্তর্জাতিক স্বার্থের দ্বারা নির্ধারিত। সোভিয়েত ইউনিয়নে কমিউনিজম গড়ার জন্য দরকার শান্তিপূর্ণ অবস্থা। এ হল আমাদের জাতীয় স্বার্থ। আর শান্তি যেহেতু অবিভাজ্য, তাই তার আন্তর্জাতিক স্বার্থও জাতীয় স্বার্থের সংগে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত। সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলির আক্রমণাত্মক কার্যকলাপের স্বরূপ উদ্ঘাটন ও তাকে ব্যর্থ করে দেওয়ার কাজ এই স্বার্থের সংগে সংশ্লিষ্ট।

ভিন্ন সমাজব্যবস্থাসম্পন্ন দেশগুলির মধ্যে শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের লেনিনীয় নীতিগুলির উপর প্রতিষ্ঠিত সোভিয়েত বৈদেশিক নীতির ডায়ালেকটিক্স হল এই—আক্রমণাত্মক শক্তিগুলির বিরুদ্ধে কড়া জবাব, জরুরী সমস্যাগুলির সমাধানের জন্য এক গঠনাত্মক কর্মপন্থা অনুসরণ, স্বাভাবিক অবস্থা সংরক্ষণ ও পরিস্থিতি অনুকূল হলে সমস্ত রাষ্ট্রের সংগে সুপ্রতিবেশিত্বের সম্পর্ক।

শান্তির সংগ্রাম

শান্তির জন্য সংগ্রামের অর্থ হল শান্তির শত্রুদের সমস্তরকম ধ্বংসাত্মক কাজ ও চক্রান্তের বিরুদ্ধে দৃঢ়ভাবে দাঁড়ানো। ইন্দো-চীনের জাতিসমূহের বিরুদ্ধে সাম্রাজ্যবাদী আগ্রাসন অবিলম্বে বন্ধ করার দাবি সোভিয়েত ইউনিয়ন জানায়। ভিয়েতনাম সমস্যা সমাধানের একমাত্র পথ হল ভিয়েতনাম গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্র ও দক্ষিণ ভিয়েতনামের অস্থায়ী বিপ্লবী সরকারের প্রস্তাবগুলির নির্দেশিত পথ। মধ্যপ্রাচ্য সমস্যার এক আশু রাজনৈতিক সমাধানের পথ হিসাবে ব্রেজনেভ দেখান যে, নিরাপত্তা পরিষদের সদস্য অন্যান্য রাষ্ট্রের সংগে সোভিয়েত ইউনিয়ন মধ্যপ্রাচ্যের এক রাজনৈতিক নিষ্পত্তির, আন্তর্জাতিক গ্যারান্টি সৃষ্টি করায় অংশ নিতে প্রস্তুত। এই কাজে উদ্যোগী সমস্ত রাষ্ট্র সোভিয়েত ইউনিয়নের কাছ থেকে সব সময়েই এক ইতিবাচক সাড়া পাবেন।

ব্রেজনেভ তাঁর রিপোর্টে সোভিয়েত-ফরাসী সম্পর্কের উন্নতি, সোভিয়েত-পশ্চিম জার্মান সম্পর্কের ক্ষেত্রে এক অনুভবনীয় পরিবর্তন এবং ধনতান্ত্রিক দেশগুলির সংগে সোভিয়েত ইউনিয়নের অর্থনৈতিক, বৈজ্ঞানিক ও কারিগরি সম্পর্কের প্রসারণের উল্লেখ করেন। জাপানের সংগে পারস্পরিক সুবিধাজনক সম্পর্ক প্রসারণের যথেষ্ট সম্ভাবনা রয়েছে এবং সোভিয়েত ইউনিয়ন তার পূর্ণ স্বাভাবিকীকরণ চায়।

ভারতের সংগে সম্পর্ক

পূর্বের মতই, সোভিয়েত ইউনিয়ন ফিনল্যাণ্ড, আফগানিস্তান, ইরাণ ও অন্যান্য দেশের সংগে সুপ্রতিবেশীত্বমূলক সম্পর্কের বিকাশের দিকে বিশেষ নজর দেয়। ভারতের সংগে সোভিয়েত ইউনিয়নের মৈত্রী সম্পর্কের ক্ষেত্রে যথেষ্ট অগ্রগতি অর্জিত হয়েছে। ভারত সরকারের শান্তিপূর্ণ ও স্বাধীন বৈদেশিক নীতি ও উভয় দেশের জনগণের মধ্যে বন্ধুত্বের অনুভূতি এই মৈত্রীসম্পর্ককে জোরদার করেছে।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সংগেও সম্পর্ক উন্নত করা যায় ও তা করা সোভিয়েত ইউনিয়ন চায়। অবশ্যই, এদিকে অনেকগুলি বাধা আগে উত্তীর্ণ হতে হবে। ব্রেজনেভ দেখিয়েছেন যে, আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে বিরোধ নিষ্পত্তির প্রকৃত ইচ্ছায় না "শক্তির অবস্থানের নীতি" থেকে চালিত মার্কিন কর্মপন্থা—কোনটির মোকাবিলা আমরা করছি তা আগে বিবেচনা করে নিতে হবে। রিপোর্টে জোর দিয়ে দেখান হয় যে, ইতিবাচক ফলাফল আনার জন্যই সোভিয়েত ইউনিয়ন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সংগে স্ট্র্যাটেজিক অস্ত্র সীমাবদ্ধকরণের আলোচনা চালাতে চায়। এটা ফলপ্রসূ হলে অস্ত্রসজ্জার দৌড় প্রতিহত করার ও গঠনমূলক উদ্দেশে কাজে লাগানোর মত যথেষ্ট শক্তি পাওয়ার সুবিধা হবে। ব্রেজনেভ পরিষ্কার ঘোষণা করেন "আমরা সামরিক বাজেটের লড়াই চালাবার পক্ষপাতি নই।"

বেদীর বোলিং সাফল্য

উইনডওয়ারড দলের ২০৭ রানে ইনিংস শেষ

রোজিও ডোমিনিকা, ৯ এপ্রিল— অদ্য ভারতীয় দল ও উইনড ওয়ারড আইল্যানডের তিনদিনব্যাপী খেলার দ্বিতীয় দিনে উইনড ওয়ারড আইল্যানড দল মধ্যাহ্ন ভোজের বিরতির আগেই ২০৭ রানে প্রথম ইনিংস শেষ করে। বাকি দুটি ব্যাটসম্যান গতদিনের মোট রান সংখ্যার মত্র ৪ রান যোগ করে আউট হন। বেদী বোলিংয়ে সাফল্য অর্জন করেন।

ভারতীয় দল প্রথম ইনিংস শুরু করে মধ্যাহ্ন ভোজের বিরতির সময় ২ উইকেটে ৮০ রান করে।

প্রথম দিনের খেলার বিবরণ—

প্রথম দিনে উইনড ওয়ারড আইল্যানড দল প্রথম ব্যাট করে দিনের শেষে ৮ উইকেটে ২০৩ রান করেছে। ভারতীয় দলের বোলিং ও ফিলডিং খুব ভাল হওয়ায় চা পান পর্যন্ত উইনড ওয়ারড দলের পক্ষে অধিক রান করা সম্ভব হয় না। কিষেণ সিং বেদী ৫২ রানে ৪টী ও বেঙ্কট রাঘবন ৫৯ রানে ২টী উইকেট দখল করেন। অপর ২টী উইকেট পান দুরানী। উইনওয়ারড দলের উইকেট রক্ষক ফিলডলে শেষ পর্যন্ত ৬১ রানে অপরাজিত থাকায় পরে দলের পক্ষে ২০০ রান অতিক্রম করা সম্ভব হয়।

উভয় দল

ভারতীয় দল—অজিত ওয়াড়েকার (অধিনায়ক), এস বেঙ্কট রাঘবন, এস গাভাসকার, কে জয়ন্তীলাল, জি বিশ্বনাথ, সেলিম দুরানী, এম এল জয়সীমা, ই ডি সোলকার, ডি গোবিন্দরাজ, জিজিভয় ও বি এস বেদী। দ্বাদশ—ডি সারদেশাই।

উইনড ওয়ারড আইল্যানড—আই শিলিংফোরড (অধিনায়ক), ডি এলউইন, জি এলক্রেড, এইচ উইলিয়মস, এম ফিলডলে, ডি বুটে, আর পোলিয়াম, জি শিলিংফোরড, এন ফিলিপ, এম ফ্রানসিস ও জি গবস। দ্বাদশ—জি ডিকো।

স্কোর

উইনড ওয়ারড আইল্যানড—প্রথম ইনিংস

ডি এলউইন স্টাম্পড ফ্রিজিভয় ব বেঙ্কট রাঘবন	১৯
জি আলফ্রেড ব বি বেদী	২০
আই শিলিংফোরড এল বি ডব্লিউ ব বেঙ্কট রাঘবন	৬
এইচ উইলিয়মস ব দুরানী	৩
আর পলিয়াস ক ও ব বি বেদী	২১
এম ফিলডলে নট আউট	৬১
জি শিলিংফোরড ব বি বেদী	৩
এন ফিলিপ এল বি ডব্লিউ ব দুরানী	১৬
এম ফ্রানসিস নট আউট	২৬
অতিরিক্ত	১৫
মোট (৮ উইঃ)	২০৩

উইকেট পতন— ১।৩৫, ২।৩৯, ৩।৪৮, ৫।৮৩, ৬।৯৮, ৭।১০২, ৮।১৪০।

বোলিং :—গোবিন্দরাজ ৯—৪—১৫—০; সোলকার ৯—৩—১৩—০; এম জয়সীমা ৭—৩—২১—০; বি বেদী ৩৩—১৪—৫২—৪; বেঙ্কটরাঘবন ২৯—৭—৫৯—২; এস দুরানী ১২—৫—২৮—২। —রয়টার

সেগল গোষ্ঠিই পাঞ্জাবের বিধিসম্মত ফুটবল সংস্থা

জলন্ধর, ৮ এপ্রিল—পাঞ্জাব ফুটবল অ্যাসোসিয়েশনের আন্তর্দলীয় কোন্দলকে কেন্দ্র করে যে দুটি গ্রুপের সৃষ্টি হয়েছিল, নিখিল ভারত ফুটবল ফেডারেশনের সম্পাদক শ্রী কে জিয়াউদ্দিন তার মধ্যে শ্রীদোয়ারকা দাস সেগল পরিচালিত গোষ্ঠীকেই স্বীকার করে নিয়েছেন।

গত ৪ এপ্রিল পাঞ্জাব ফুটবল অ্যাসোসিয়েশনের যে সভায় শ্রীসেগল ক্ষমতাচ্যুত হন, সেই সভা বিধি-বহির্ভূত বলে নিখিল ভারত ফুটবল ফেডারেশনের সম্পাদক মন্তব্য করেছেন। তিনি জানান, গঠনতন্ত্র অনুযায়ী ওই সভা ডাকা হয়নি। —ইউ এন আই

আন্তঃ রেল ব্যাডমিনটন

সুরেশ গোয়েল সিঙ্গলসে বিজয়ী

গোরক্ষপুর, ৯ এপ্রিল—আন্তঃ রেল ব্যাডমিনটন প্রতিযোগিতার সমস্ত খেলা শেষ হয়েছে। জাতীয় চ্যাম্পিয়ন সুরেশ গোয়েল অতি সহজেই ফাইন্যালে সাউথ ইস্টারন রেলওয়ের টি এন দাসকে হারিয়ে সিংগলস চ্যাম্পিয়ন হয়েছে।

নরথ ইস্টারন রেলওয়ের মিসেস শেঠ মহিলা বিভাগের সিংগলস, ডাবলস ও মিকসড ডাবলস তিনটি বিভাগেই বিজয়ী হয়ে ত্রি-মুকুটের অধিকারিনী হয়েছেন।

দক্ষিণ আফরিকার ভ্রমণের বিরুদ্ধে

মেলবোরণ, ৯ এপ্রিল—অসট্রেলিয়ান সরকার যদি দক্ষিণ আফ্রিকান ক্রিকেট দলের অসট্রেলিয়া ভ্রমণ সমর্থন করেন তা হলে অসট্রেলিয়ান কাউন্সিল অফ ট্রেড ইউনিয়নস (এ সি টি ইউ সি) সরকারকে সতর্ক করে জানিয়ে দিয়েছে যে তারা সমস্ত আকাশপথ ও স্থল পথের ভ্রমণ ব্যবস্থা, হোটেল ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা বন্ধ করে দেবে।

ইউনিয়নের নেতারা সম্মিলিতভাবে অসট্রেলিয়ান সরকারকে দক্ষিণ আফ্রিকা ক্রিকেট দলের ভ্রমণ ব্যবস্থা বাতিল করতে অনুরোধ করেছে। তারা আরও জানিয়েছেন যে আগামী ১০ মে ইউনিয়নের পরিচালকমণ্ডলীর সভা হবে ও ভ্রমণ ব্যবস্থা বাতিল করার সিদ্ধান্ত নেবে। এই সিদ্ধান্ত গৃহীত হলেই আকাশ পথের ও স্থল পথের কর্মীরা দক্ষিণ আফ্রিকান ক্রিকেট দলের বিমান যাতে নামতে না পারে ও প্রয়োজনীয় কোন সাহায্য না পায় তার ব্যবস্থা করবে।

ইউনিয়নের পরিচালকরা সকলেই বর্ণ-বৈষম্য নীতির বিরুদ্ধ মনোভাবাপন্ন ও তাঁরা মনে করেন যেভাবে দক্ষিণ আফ্রিকার ক্রিকেট দল জাতিগতভাবে বাছাই করা হয়েছে তা একরূপ বর্ণবৈষম্য নীতির সমর্থক।

এই বছরেই কিছুদিন আগে দক্ষিণ আফ্রিকান সরকার অসট্রেলিয়ান ক্রিকেট ভ্রমণকারী দলে দুজন অশ্বেতকায় খেলোয়াড়কে যোগদান করতে অনুমতি দেন নাই। —রয়টার

শনিবারের হকি খেলা

বেটন কাপ—প্রাথমিক খেলা : কাসটমস : ছোটনাগপুর (ক্যালকাটা ২-৪৫)। **মূল প্রতিযোগিতার খেলা :** ইনডিয়ান নেভী (বোম্বাই) : ই অ্যা এ এ (ক্যালকাটা ৩-৪৫)। **লক্ষ্মীবিলাস কাপ**—দুর্গাপুর স্টীল : এনটালি (রেনজারস ৩-৪৫)। **পংকজ গুপ্ত স্মৃতি কাপ**—রাণী রাসমণি : সেনট পলস (গ্রীয়ার ২টা); আরমেনিয়ান : কানাইলাল বিদ্যামন্দির (গ্রীয়ার ৩টা); মথুরানাথ জগদীশ বিদ্যাপীঠ : সেনট জেভিয়ারস (রেনজারস ২টা)।

হকি ট্রায়াল

জাতীয় হকিতে বাংলা দল গঠনের জন্য শনিবার বেলা ২টা ৪৫ মিনিটে ইসটবেংগল মাঠে এক ট্রায়াল খেলা হবে।

মোহনবাগান টেনিস

শনিবারের খেলা

ভেটারেনস ডাবলস

এস সি তালুকদার ও ডি রায় : এ দেব ও ভূপাল দাস

সিংগলস

চিরদীপ মুখারজি : এস ভট্টাচার্য

আর গুহঠাকুরতা : এস ব্যানারজি

বেটন হকি

কাসটমস ৩-০ গোলে জয়ী

স্টাফ রিপোরটার

কাসটমস ৩ এরিয়ান ০

(বি প্রধান, বি দফাদার ও আর এস গ্রেওয়াল)

শুক্রবার মোহনবাগান-ক্যালকাটা মাঠে বেটন কাপ হকি প্রতিযোগিতার প্রাথমিক পর্যায়ের কোয়ারটার ফাইনালের পুনরানুষ্ঠিত খেলায় কাসটমস ক্লাব ৩-০ গোলে এরিয়ানকে পরাজিত করে। পরের খেলায় কাসটমস দল ছোট নাগপুর এ এর সংগে খেলবে। উল্লেখ্য অতিরিক্ত সময় খেলান সত্ত্বেও প্রথম দিন (বৃহস্পতিবার) এই খেলাটি ১—১ গোলে ড্র হয়েছিল।

প্রথম ১০ মিনিট কাসটমসের কোন পরিকল্পনা ছিল না। সমঝোতার অভাবে আক্রমণের তীব্রতা বাড়েনি। কিন্তু এরপর থেকে খেলাটিতে কাসটমস প্রাধান্য বিস্তার করে এবং ২৩ মিনিটে গোল করে এগিয়ে যায়। এরিয়ান গোল মুখে জটলা থেকে চতুর্বেদী প্রধানকে বল দিলে শেষোক্ত খেলোয়াড় গোল করেন ১—০। এর আগে কাসটমস দলের গ্রেওয়াল একটি সহজ গোলের সুযোগ নষ্ট করেন।

দ্বিতীয়ার্ধে এরিয়ানের খাপছাড়া খেলার জন্য কাসটমসের সুবিধা হয়। বেশীর ভাগ সময় কাসটমস এরিয়ানকে কোণঠাসা করে রাখে এবং দুটি গোল করে। ১৮ মিনিটে প্রধানের কাছে বল পেয়ে বি দফাদার দ্বিতীয় গোল করেন ২—০। ২৯ মিনিটে আর এস গ্রেওয়াল তৃতীয় ও শেষ গোল করেন ৩—০।

কাসটমস—পি সরকার; পি চতুর্বেদী ও ডি মিনজ; এস কে মিত্র, সি এস রাওয়াত ও পি ডি টপনো; বি দফাদার, বি প্রধান, আর এস গ্রেওয়াল, সুলতান আমেদ ও এম বেরা।

এরিয়ান—কে টি সতানাথ; বি রায়চৌধুরী ও পি খাকড়া; আর চন্দ্র, ডি সুমেরাজ ও জে জোজো; টি ভৌমিক, এ দত্ত, কেই গুই, পি চক্রবর্তী ঠাকুর ও এ চক্রবর্তী ঠাকুর।

আমপায়ারস—টি দত্ত ও যোগিন্দর সিং।

ভারতীয় ডেভিস কাপ দলের প্রত্যাবর্তন

দিল্লি, ৯ এপ্রিল—গতকাল ভারতীয় ডেভিস কাপ দলের খেলোয়াড়রা কলম্বো থেকে দিল্লিতে ফিরে এসেছেন।

ভারতীয় দলের ম্যানেজার রমনাথ বলেন যে, তিনি সকালে খেলতে রাজি হয়েছিলেন। কিন্তু পাকিস্তান সিংহলেই খেলতে রাজি হন নাই। সকালে পাকিস্তানের খেলোয়াড়রা সিংহল ছেড়ে চলেই গেলেন, তখন ভারতীয় দলকে বাধ্য হয়েই দেশে ফিরে আসতে হল।

কৃষ্ণন বলেন, 'ভারতে যদি ঐ খেলার ব্যবস্থা করা হয় তা হলে ভালই হয়।' লন টেনিস অ্যাসোসিয়েশনের সম্পাদক খান্না বলেন, 'পাকিস্তান কখনও ভারতের মাটিতে খেলতে রাজি হবেন না। এখন কোথায় খেলা হবে সেই চিন্তাই করছি। —পি টি আই

বাঘাযতীন শ্রী

বেলগাছিয়া ইউনাইটেড ক্লাব পরিচালিত বাঘা যতীন শ্রী দেহ সৌষ্ঠব প্রতিযোগিতা আগামী ১৭ এপ্রিল, শনিবার টালা পারকস্থ ক্লাব প্রাঙ্গণে অনুষ্ঠিত হবে।

বিস্তারিত বিবরণের জন্য বিভাগীয় সম্পাদক বেলগাছিয়া ইউনাইটেড ক্লাব, টালা পারক কলি-৩৭ এই ঠিকানায় আবেদন করতে হবে।

বুধন ঘোষ মিঃ জিম

স্টাফ রিপোরটার

দুর্গাপুর সুভাষ ব্যায়ামাগারের বুধন ঘোষ এবার 'মিঃ জিম' আখ্যালাভ করেছেন। দি জিমনাসিয়াম পরিচালিত দেহশ্রী প্রতিযোগিতা মিঃ জিম ও শক্তি প্রতিযোগিতা মিঃ জিম পাওয়ার অনুষ্ঠিত হয়। মিঃ পাওয়ার প্রতিযোগিতায় ৫৯ বয়সের শ্রীঅম্মুদাক্ষ ব্যানার্জি ও বেহালা কল্যাণ সংঘের ৫৬ বছরের শ্রীকেশব মুখার্জী তাঁদের পুত্রদের সংগে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন। মিঃ জিম পাওয়ার আখ্যালাভ করেন ঘোষের কলেজের হরিনারায়ণ পাল।

অসট্রেলিয়া ভ্রমণে

অশ্বেতকায় খেলোয়াড়কে দলভুক্ত করার প্রস্তাব বাতিল

পোরট এলিজাবেথ, ৯ এপ্রিল— অসট্রেলিয়া ভ্রমণে দক্ষিণ আফরিকার ক্রিকেট এসোসিয়েশন ২ জন অশ্বেতকায় খেলোয়াড়কে দলভুক্ত করার প্রস্তাব সরকার বাতিল করে দেওয়ায় দক্ষিণ আফরিকা ক্রিকেট এসোসিয়েশন ক্রীড়ামন্ত্রী শ্রীফ্রাঙ্ক ওয়ারিংকে আবেদন জানিয়ে বলেছেন শ্বেতকায় ও অশ্বেতকায় মিশ্র ক্রিকেট টীম সম্পর্কে সরকারের পুনরায় বিবেচনা করা উচিত।

ক্রীড়ামন্ত্রীর সরকারী ঘোষণার পর দক্ষিণ আফ্রিকার ক্রিকেট এসোসিয়েশনের সহ সভাপতি শ্রীআরনার কর এক বিবৃতিতে উল্লেখ করেন যে, শ্বেতকায় খেলোয়াড়রা সকলেই যদি মিলেমিশে মিশ্র ক্রিকেট টীম হিসাবে খেলতে চান তা হলে এ ব্যাপারে তিনি মন্ত্রী পর্যায়ে তুলতে চেষ্টা করবেন।

ক্রীড়ামন্ত্রীর এই ঘোষণার পর আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন বহু খেলোয়াড় সরকারের সিদ্ধান্তের প্রতিবাদে ফেস্টিভাল ম্যাচ থেকে চলে যান। —পি টি আই

আওয়াজে দরাজ ! দামেও মনের মত !

এইচ-এম-ভি ট্রপিকানা

৪-ব্যাণ্ড ডিলুক্স পোর্টেবল ট্র্যানজিস্টার

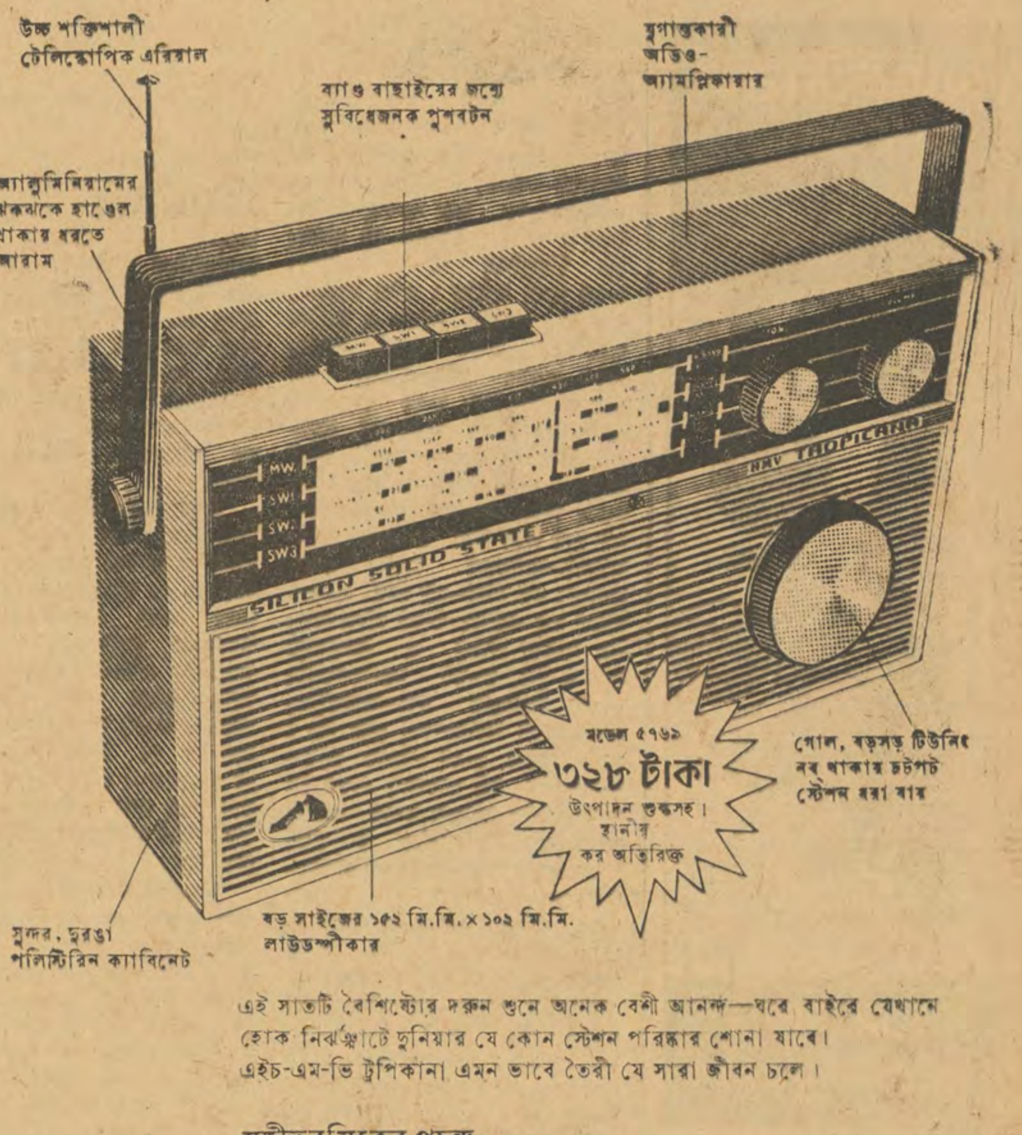

এই সাতটি বৈশিষ্ট্যের দরুন শুনে অনেক বেশী আনন্দ—ঘরে বাইরে যেখানে হোক নির্ঝঞ্ঝাটে দুনিয়ার যে কোন স্টেশন পরিষ্কার শোনা যাবে। এইচ-এম-ভি ট্রপিকানা এমন ভাবে তৈরী যে সারা জীবন চলে।

সঙ্গীতরসিকের পছন্দ

হিজ মাস্টার্স ভয়েস

ধ্বনি ও সঙ্গীতের অপ্রতিদ্বন্দ্বী শিল্পী

GC 6262 BEN

বিনামূল্যে

ভিকো বজ্রদন্তী

ইকোনমি সাইজ

টুথ পেস্ট কিনিলে

এক জার

ভিকো টারমেরিক

ভ্যানিসিং ক্রিম

বিনামূল্যে পাইবেন

সুবর্ণ সুযোগ

ভিকো বজ্রদন্তী

আয়ুর্বেদিক টুথপেষ্ট

গাছ-গাছড়া দিয়ে তৈরী। নিয়মিত ব্যবহারে দাঁতেরক্ষয়, পায়োরিয়া দাঁত থেকে রক্ত ও পুঁজ ক্ষরণ, এবং মুখের দুর্গন্ধ দূর করে।

ভিকো টারমেরিক

চন্দনসুগন্ধী ভ্যানিসিং ক্রিম

দেহকান্তি উজ্জ্বল করে, চর্মকে কমনীয় ও কান্তিযুক্ত করে, কামানোর পর ব্যবহারের পক্ষে আদর্শ, ছোট খাটো কাটা ছেড়া সারায়।

দেরি করিবেন না আজই কিনুন

যতদিন ষ্টকে মাল মজুত আছে ততদিন পর্যন্ত এই উপহার পাইবেন

ভিকো ল্যাবোরেটরিজ

বোম্বাই—১৪

ষ্টকিস্ট—মেসার্স ভি সিটি ষ্টোরস, ২০ লিণ্ডসে ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১৬ টেলিফোন—২৩-৩০৯৪ — ২৩-৪৫৪৬

• সাতের নামতা

গৌরাঙ্গপ্রসাদ বসু ও সুবোধ দাশগুপ্ত ৬

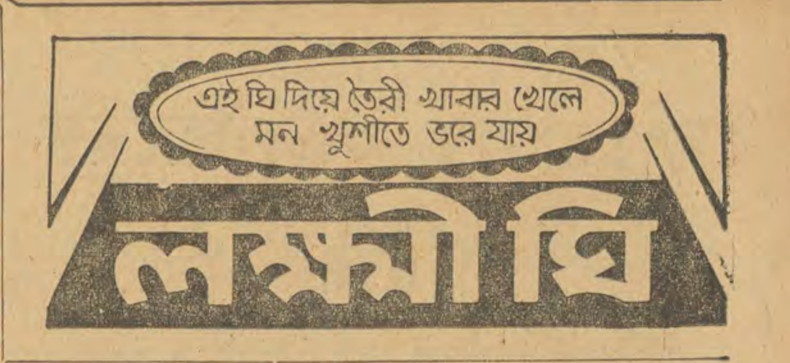

তারকদাস ব্যানার্জির স্মৃতিতে সভা

সংবাদদাতা

কৃষ্ণনগর, ৮ এপ্রিল — পশ্চিমবঙ্গ প্রদেশ কংগ্রেসের প্রাক্তন সহঃ-সভাপতি, নদীয়া জেলা কংগ্রেস, জেলা বোরড ও জেলা শিক্ষা পর্ষদের প্রাক্তন সভাপতি এবং বিপ্লবী নেতা স্বর্গত তারকদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের চতুর্দশ মৃত্যুবার্ষিকী উপলক্ষে এক স্মৃতিতর্পণ অনুষ্ঠান ফুলিয়ায় স্বর্গত নেতার মর্মর মূর্তির পাদদেশে অনুষ্ঠিত হয়ে গিয়েছে। স্বর্গত তারকদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের চকদিগনগরস্থ বাসভবনেও স্মৃতিতর্পণের অনুষ্ঠান হয়।

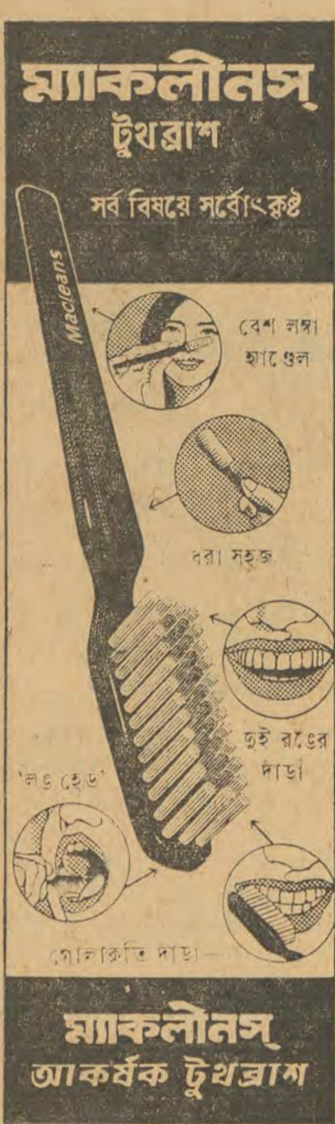

বেতারবার্তা

শনিবার—১০ এপ্রিল

১ম অধিঃ—৬টা সময় সংকেত, ৬-০১ বন্দেমাতরম্; ৬-৫ সুভাষিত; ৬-১০ 'সঙ্গীতাঞ্জলি'; ৬-৩০ সুশান্ত ভট্টাঃ—গীটার; ৬-৪০ ইং সংবাদ; ৬-৪৫ দেশ-বন্দনা; ৬-৫৫ সুবন্ধ সংগীত: খেয়াল—নীলিমা লাহিড়ী; ৭-১০ আবহবার্তা ও অনুষ্ঠান পারাচাত (বাং ও ইং); ৭-১৫ অরুণা চট্টোঃ—ভজন; ৭-৩০ বাং সংবাদ; ৭-৪০ স্থানীয় সংবাদ (বাং); ৭-৪৫ পূরবী গুহ—রবীন্দ্রসংগীত; ৮টা 'লোক-গীতি সংস্থা'—লোকগীতি; ৮-১৫ সমরেশ রায়—নজরুলগীতি; ৮-৩০ গীতিকা সেন—খেয়াল; ৯টা বাং সংবাদ; ৯-৫ রবীন্দ্রসংগীত; ৯-১৫ আধুনিক; ৯-৩০ বেতার সংবাদ বিচিত্রা; ৯-৪৫ দীপ্তি বিশ্বাস—রবীন্দ্রসংগীত; ১০টা অপরেশ চট্টোঃ—সেতার; ১০-৩০ ইরা মজুমদার—খেয়াল; ১১টা সমাপ্তি। ২য় অধিঃ—১২-৩০ সময় সংকেত, দক্ষিণ ভারতীয় সংগীত; ১২-৫০ বাং সংবাদ; ১টা রহিমুদ্দিন খাঁ ডাগর—ধ্রুপদ; ১-৩০ সুগম সংগীত: শান্তি হীরানন্দ, আলতাফ হোসেন নাগিনা ও ইরেনিন রায়চৌধুরী; ১-৪০ হিন্দী সংবাদ; ১-৫০ সুশান্ত ভট্টাঃ—গীটার; ২টা মান্না দে—আধুনিক; ২-২৬ আবহবার্তা (ইং ও বাং); ২-৩০ এক্সপোরট বুলে-টিন, বিষ্ণুরঞ্জন দাস—লোকগীতি (শরট ওয়েভে); ২-৩০ হিন্দী কার্যক্রম; ২-৪৫ অঞ্জলি সিংহ—আধুনিক (শরট ওয়েভে); ৩টা সাত পাকে বাঁধা : বাংলা নাটক কাহিনী—আশুতোষ মুখো; ৩-৫০ সমাপ্তি। ৩য় অধিঃ—৫টা সময় সংকেত, শ্যামল নাথ—সরোদ; ৫-৩০ মহিলামহল; ৬টা স্থানীয় ঘোষণা ও আবহবার্তা (বাং ও ইং), ৬-১০ মজদুরমণ্ডলী; ৬-৩০ বিষ্ণুরঞ্জন দাস—লোকগীতি; ৬-৪০ স্বামী বিবেকানন্দের রচনা পাঠ : সুধীর সরকার, ৬-৫০ মৃত্যুঞ্জয় ভট্টাঃ—শ্যামাসংগীত; ৭টা কৃষিকথা; ৭-৩০ বাং সংবাদ; ৭-৪৫ সমীক্ষা; ৭-৫০ স্থানীয় সংবাদ (বাং); ৮টা বিচিত্রা : বাংলা রূপক, আমার ছেলেবেলা—বাংলা কথিকা—তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় (শরট ওয়েভে); ৮-১৫ দীপ্তি বিশ্বাস—রবীন্দ্রসংগীত; ৮-৩০ সমরেশ রায়—আধুনিক; ৮-৪৫ পুস্তক পর্যালোচনা : ডঃ ভবতোষ দত্ত, 'লোকগীতি সংস্থা'—লোকগীতি (শরট ওয়েভে); ৯টা পূরবী গুহ—রবীন্দ্র-সংগীত; ৯-১৫ সংবাদ পরিক্রমা; ৯-২০ বাং সংবাদ; ৯-৩০ অখিল ভারতীয় সংগীত কার্যক্রম, সং; ১১-৫ আবহবার্তা ও সমাপ্তি।

খ : ১ম অধিঃ—৬টা সময় সংকেত, বন্দেমাতরম : আলোর গান : কৃষ্ণা মুখোঃ—রবীন্দ্রসংগীত; ৬-৫ দিনের আলোয় : রবীন্দ্রনাথের কবিতা পাঠ—বনদুলাল বন্দ্যোঃ; ৬-১০ রাগরঙ : গোপা সেন—সেতার, তবলা সহযোগিতায়—অসিতকুমার পাল; ৬-৩০ যুববাণী : (অনুষ্ঠান পরিচিতি); ৬-৩৫ সুরের আলো : ভারতী দে—গীটার; ৬-৪০ নানারঙের গান : করবী দে—অতুলপ্রসাদের গান ও নজরুল-গীতি, মালবিকা গঙ্গোঃ—আধুনিক ও লোকগীতি; ৭টা যুবসংবাদ : বাং সংবাদ; ৭-৫ শ্রুতিতরঙ্গ : ভারতী দে—গীটার; ৭-১০ গীতাঞ্জলি : রবীন্দ্রসংগীত—কৃষ্ণা মুখো; ৭-২০ সুরলহরী : গোপা সেন—সেতার; ৭-২৫ দিগন্তের গান : চিত্রা বর্মন—আধুনিক; ৭-৩৫ নতুন কাজের খোঁজ : বাংলায় সাক্ষাৎকার; ৭-৪০ সুর-কল্লোল : ভারতী দে—গীটার; ৭-৪৫ সিনেমার গান; ৮টা হিন্দী সংবাদ; ৮-৩০ সংস্কৃত শিক্ষা; ৮-৪৫ সমাপ্তি। ২য় অধিঃ—১টা সময় সংকেত, পাশ্চাত্ত্য সংগীত, সং; ১-৪০ লাঞ্চ টাইম ভ্যরাইটি : পপ্ সংগীত; ২-৩০ মন্থর গতিতে ইং সংবাদ; ৩টা সমাপ্তি। ৩য় অধিঃ—৫টা সময় সংকেত, আজ ও কালকের যুববাণী (অনুষ্ঠান পরিচিতি); ৫-৫ মেঠোসুর : মালবিকা গঙ্গোঃ—লোক-গীতি; ৫-১৫ তরুণকণ্ঠে : দুজনে মিলে কবিতা—গৌতম বসু ও কৃষ্ণা চক্রঃ; ৫-১৫ শ্রুতিতরঙ্গ : ভারতী দে—গীটার; ৫-৩০ যুবসংবাদ : বাং সংবাদ; ৫-৩৫ দেউল : চিত্রা বর্মন—ভজন; ৫-৪৫ সুরধ্বনি : ভারতী দে—গীটার; ৫-৫০ কবির সুরে গান : রবীন্দ্রসংগীত—করবী দে; ৬টা ইং সংবাদ; ৬-৫ পাশ্চাত্ত্য সংগীত; ৬-৩০ আমাদের পরিবার ও আমি : বাংলা কথিকা—হীরক মুখোঃ; ৬-৪০ গীতিবিচিত্রা : মালবিকা গঙ্গোঃ—আধুনিক, চিত্রা বর্মন—ভজন; ৬-৫০ আমার প্রিয় গান ; লঘু সংগীত : প্রযোজনা—অদিতি রায়; ৭-১০ রাগরঙ : গোপা সেন—সেতার, তবলা সহযোগিতায়—অসিতকুমার পাল; ৭-৩০ গানের বৈঠক : কৃষ্ণা মুখোঃ—রবীন্দ্রসংগীত, করবী দে—অতুলপ্রসাদের গান ও নজরুলগীতি, চিত্রা বর্মন—আধুনিক, মালবিকা গঙ্গোঃ—লোকগীতি, ভারতী দে—গীটার; ৮টা শ্যামল নাথ—সরোদ; ৮-১৫ বেতার সংবাদ বিচিত্রা (ইং, দিল্লি থেকে); ৮-২৫ পান্নালাল ঘোষ—বাঁশী; ৮-৩০ গীতিকা সেন—ঠুংরী; ৮-৪৫ হিন্দী সংবাদ; ৯-১৫ উল্লেখ্য অনুষ্ঠান : অবকাশরঞ্জন (দিল্লি থেকে); ৯-৩০ ইং কথিকা; ৯-৪৫ পাশ্চাত্ত্য সংগীত; ১০টা পাশ্চাত্ত্য সংগীত; ১০-৩০ 'শঙ্কর মিত্র কীর্তন শিক্ষালয়'—পদাবলী কীর্তন; ১১টা আবহবার্তা ও সমাপ্তি।

বিবিধ ভারতী অনুষ্ঠান : —সকাল ৭টা—৯-৩০ মিঃ; বেলা ১০-৪৫ মিঃ—রাত ১১-১০ মিঃ।

ঘ : (সন্ধ্যায়)—৬টা গীতিকা সেন—খেয়াল; ৬-১৫ অপরেশ চট্টো—সেতার; ৬-৩০ অরুণা চট্টোঃ—নজরুলগীতি; ৬-৪৫ ত্রিপুরার জন্য অনুষ্ঠান; ৭টা অঞ্জলি সিংহ—আধুনিক; ৭-১৫ বাণিজ্য-বার্তা (ইং ও বাং); ৭-৩০ মৃত্যুঞ্জয় ভট্টাঃ—শ্যামাসংগীত; ৭-৪৫ ইরা মজুমদার—ঠুংরী; ৮টা সমাপ্তি।

চিত্রপ্রদর্শনী

মুকুল দে এবং আরও কয়েকজন

আধুনিক চিত্রধারার জোয়ারে যখন সারা দেশ আন্দোলিত বাংলা দেশে ভারতীয় চিত্রকলার ছোট্ট প্যানাস দিব্য ভেসে রয়েছে। মুষ্টিমেয় যে ক'জন শিল্পী এ প্যানাস ভাসিয়ে রেখেছেন তাঁদের মধ্যে বেশীর ভাগই হলেন ইনডিয়ান সোসাইটি অব ওরিয়েনটাল আরটের সভ্য। এ সপ্তাহে দক্ষিণ কলকাতার বিড়লা অ্যাকাডেমীতে উক্ত সোসাইটির সভ্যদের এবং কয়েকজন পাথকৃৎ শিল্পীর চিত্রকলার এক প্রদর্শনী চলছে। প্রদর্শনীটিকে তিনভাগে বিভক্ত করা হয়েছে। প্রথমভাগে আছে প্রবীণ শিল্পী মুকুল দের পঞ্চাশটি এচিং। দ্বিতীয়ভাগে আছে গগনেন্দ্রনাথ, অবনীন্দ্রনাথ, সুনয়নী দেবী, যামিনী রায়, নন্দলাল বসু এবং বিনোদবিহারী মুখোপাধ্যায়ের একটি করে ছবি এবং তৃতীয়ভাগে আছে সোসাইটি অব ওরিয়েনটাল আরট-এর সভ্যদের চিত্রকলা।

মুকুল দের এচিংগুলির মধ্যে আমরা কিছু কিছু কাজ আগেই দেখেছি। রচনাগুলি যতবারই দেখা যায় ততবারই মনে হয়, এর তুলনা হয় না। 'চন্দ্রগ্রহণের সময়ে গঙ্গা', 'ফসলকাটার কাল', 'পূর্ণকুম্ভ' প্রভৃতি ছবি অবিস্মরণীয়। আধুনিক এচিং-এর সঙ্গে এ এচিং-এর আসমান জমিন ফারাক। ক্রিয়াকৌশল আজকাল আমূল পাল্টে গেছে। আধুনিক শিল্পীরা যে নিকৃষ্ট কাজ করছেন সে কথা অবশ্যই বলছি না; তবে প্রথাগত কাজ থেকে এ'রা কতটা সরে গেছেন সে বিচার করার জন্যে প্রত্যেকেরই এ প্রদর্শনী দেখা কাম্য।

অবনীন্দ্রনাথ, গগনেন্দ্রনাথ, সুনয়নী দেবী, যামিনী রায়, নন্দলাল বসু এবং বিনোদবিহারীর ছবি সম্বন্ধে আমরা অনেক আলোচনা শুনেছি, সুতরাং এ'দের শিল্পকলা সম্বন্ধে নতুন করে কিছু বলতে চাই না। যে ছবিগুলি এখানে প্রদর্শিত হয়েছে সেগুলি শিল্পী-দের যথার্থ শক্তির পরিচায়ক না হলেও মোটামুটি প্রতিনিধিত্বমূলক।

বাকি অংশগ্রহণকারী শিল্পীদের মধ্যে বিশেষভাবে দৃষ্টি আকর্ষণ করে শঙ্কর আইচ-এর 'শ্রীদুর্গা' হরেন্দ্রনাথ দত্তের লিনোকাট 'শকুনি ব্রাহ্মণ', শান্তি মুখারজির 'পার্থসারথি', দ্বারিকানাথ চ্যাটারজির 'রঘুর জন্ম' এবং সত্যেন্দ্রনাথ ব্যানারজির রাজা দিলীপ সিরিজ। শুধু একজন ছাড়া আর সব শিল্পী যে বেশ শক্তিশালী সে কথা স্বীকার করতে বাধা নেই। যে কয়টি ছবির নাম উল্লেখ করা হল সে কয়টি ছাড়া অন্য ছবি দর্শনীয় নয় এ কথা বোঝাতে অবশ্যই চাই না। ভারতীয় চিত্রাঙ্কনের ক্রিয়া-কৌশলে এ'রা প্রত্যেকেই যথেষ্ট পারদর্শী।

প্রদর্শনীটি আগামী ২৮ মারচ পর্যন্ত চলবে।

—কলা সমালোচক

অতীতের পৃষ্ঠা থেকে

আনন্দ বাজার পত্রিকা

(মঙ্গলবার, ২৭শে চৈত্র, ১৩৪০; ইং ১০-৪-৩৪)

যৎকিঞ্চিৎ

মৌলবী আসরফউদ্দীন আহম্মদ চৌধুরী এবং আলী মহম্মদ ওলী এসলামবাদী মহাশয়দ্বয়ের সম্পাদকতায় প্রকাশিত "নয়া বাংলা" নামক সাপ্তাহিক পত্রিকাকে আমরা সাদর অভ্যর্থনা করিয়াছিলাম; কেননা এই পত্রিকার উদ্দেশ্য ছিল, অসাম্প্রদায়িক জাতীয় ভাব প্রচার। অন্ততঃপক্ষে সম্পাদকেরা মুখবন্ধে এইরূপ কথাই লিখিয়া-ছেন:—কিন্তু দুঃখের বিষয়, এখন দেখিতেছি, এই পত্রিকাখানিও সাম্প্রদায়িক প্রভাব অতিক্রম করিতে পারিতেছেন না। গত ২৩শে চৈত্রের সংখ্যায় এই পত্রিকার "মোসলেম জগৎ" বিভাগে "রাজকুমারীর এসলাম গ্রহণ" শীর্ষক সংবাদে অন্যায়রূপে হিন্দু ধর্ম্মকে আক্রমণ করা হইয়াছে। যথা—'এ ধর্ম্মে মানবতার মূল্য নাই, মানুষের সেবা করার ক্ষমতা নাই'—ইত্যাদি।

*

ঐ সংখ্যাতেই চট্টগ্রামের একটি মুসলমান সাহিত্যসভার বিবরণ প্রকাশিত হইয়াছে। ঐ সভায় কয়েকজন বক্তা বলেন যে, বাঙ্গলা ভাষা আরবী অক্ষরে লিখিবার প্রথা প্রচলিত করা উচিত। "অন্ততঃ চট্টগ্রামের ভাষাকে যদি আমরা আরবী অক্ষরে লিখিবার চেষ্টা করি, তাহা হইলে যুগ পরি-বর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে ভবিষ্যতে আমাদের কালচারের জন্য খুব উপকার হওয়া সম্ভব। পারস্যকে একচোটিয়া মুছলমান করিবার একমাত্র যন্ত্র ছিল পহলবী অক্ষরকে একদম উঠাইয়া দিয়া তৎস্থানে আরবী অক্ষর প্রচলন করা, ইহা বই আর কিছু নহে।" বাঙ্গলা দেশেও বাঙ্গলা অক্ষর একদম উঠাইয়া দিয়া তৎস্থলে আরবী অক্ষর প্রচলিত করা উচিত কিনা, বক্তারা অনুগ্রহপূর্ব্বক তাহা স্পষ্টরূপে বলেন নাই। তবে তাঁহাদের অভিপ্রায় বুঝিতে বিলম্ব হয় না। অতঃপর পত্রিকাখানির নাম "নয়া বাংলা" বদলাইয়া "নয়া ইসলাম" রাখিলেই ভাল হয় কিনা, সম্পাদকেরা বিবেচনা করিয়া দেখুন।

পৌর যুক্ত ফ্রন্টের ভাগ্য নির্ণয় ১২ এপ্রিল

স্টাফ রিপোরটার

পৌর যুক্তফ্রন্ট থাকবে কি ভাঙবে তা ঠিক হবে বারো তারিখ বেলা বারোটায়। মঙ্গলবার মেয়রের ঘরে পৌর যুক্তফ্রন্টের নীতি নির্ধারক কমিটির এক বৈঠক বসেছিল। কিন্তু কোন ফয়সালা হয়নি। ঠিক হয়েছে, আগামী সোমবার বেলা বারোটায় আবার বৈঠক বসবে। এ দিকে মেয়র নির্বাচন আসন্ন, পক্ষকাল মাত্র বাকি।

এবার নতুন মেয়র কোন্ দলের হবেন এনিয়ে ক্ষমতাসীন পৌর যুক্তফ্রন্টে জটিলতার সৃষ্টি হয়েছে। চুক্তি অনুযায়ী এবার ফরওয়ারড ব্লকের মেয়র হওয়ার কথা। কিন্তু এবারের অন্তর্বর্তী নির্বাচনের ধাক্কায় পৌর ফ্রন্টেও ফাটল ধরেছে। তাই পুরানো চুক্তির মর্যাদা থাকবে কিনা এ সম্পর্কে ফ্রন্টের বিভিন্ন শরিক মহলে সন্দেহ দেখা দিয়েছে।

ফ্রন্ট ভাঙলে কংগ্রেস, সি পি এম ছাড়া অন্যান্যদের নিয়ে নয়া ফ্রন্টের চেষ্টা করবেন বলে বৃহস্পতিবার নব কংগ্রেস সিদ্ধান্ত করেন।

দিনপঞ্জিকা

আজ পূর্ণিমা : উপবাস ও নিশিপালন

চৈত্রগাজন উপলক্ষে তারকেশ্বরে উৎসবারম্ভ

দৃক্সিদ্ধ পঞ্জিকা মতে—

শনিবার, ২৭ চৈত্র, ১৩৭৭ (২০ চৈত্র, ১৮৯৩ শক), ১০ এপ্রিল, ১৯৭১, ১৩ শফর। পূর্ণিমা রাত্রি ঘঃ ১।৪০ মিঃ পর্যন্ত। হস্তানক্ষত্র সন্ধ্যা ঘঃ ৬।০৮ মিঃ পর্যন্ত। ঘঃ ৫।২৫।২১ সেঃ গতে সূর্যোদয় এবং ৫।৫১।৫ সেঃ গতে সূর্যাস্ত। যাত্রা—শুভ ত্র্যমৃতযোগ পূর্বে ও উত্তরে নাস্তি। পূর্ণিমার উপবাস ও নিশিপালন। তারকেশ্বর ধামে চৈত্র গাজন উপলক্ষে পঞ্চদিবসব্যাপী উৎসবারম্ভ। মুখ্য ও গৌণচান্দ্র চৈত্র (শুক্লপক্ষ)।

অন্য পঞ্জিকা মতে—

শনিবার, ২৭ চৈত্র, ১৩৭৭ (২০ চৈত্র, ১৮৯৩ শক), ১০ এপ্রিল, ১৯৭১, ১৩ শফর। পূর্ণিমা রাত্রি ঘঃ ১২।৪৬।০৮ সেঃ পর্যন্ত। হস্তানক্ষত্র রাত্রি ঘঃ ৫।৫৩।২২ সেঃ পর্যন্ত। ঘঃ ৫।২৫।০৭ সেঃ গতে সূর্যোদয় এবং ৫।৫০।৫৭ সেঃ গতে সূর্যাস্ত। যাত্রা—নাস্তি কালবেলাদিদোষ ত্র্যমৃতযোগমাত্র। পূর্ণিমার উপবাস ও নিশিপালন। তারকেশ্বর ধামে চৈত্র গাজন উপলক্ষে পঞ্চদিবসব্যাপী উৎসবারম্ভ। ইসটার স্যাটারডে। মুখ্য ও গৌণচান্দ্র চৈত্র (শুক্লপক্ষ)।

বঙ্গ-উৎকল প্রগতিশীল আয়ুর্বেদ সম্মেলন

কাঁথিতে বঙ্গ-উৎকল প্রগতিশীল আয়ুর্বেদ সম্মেলন ও প্রদর্শনী শুরু হয়েছে। চলবে আজ ও কালও। কবিরাজ শ্রীমহেন্দ্রকুমার কাব্যতীর্থ সভাপতিত্ব করেন। বিভাগীয় সভাপতিদের মধ্যে থাকছেন সর্বশ্রী সুনীতিভূষণ সেন, ক্ষীরোদচন্দ্র চক্রবর্তী, বীরেন্দ্রনাথ চ্যাটারজি, কৃষ্ণচৈতন্য ঠাকুর, শিবকালী ভট্টাচার্য প্রমুখ।

গঙ্গার জোয়ার ভাঁটা

	দিবা	রাত্রি	দিবা	রাত্রি
	জোয়ার আরম্ভ		ভাঁটা আরম্ভ	
শনিবার—	১০-৩৯	১০-৫৭	৩-৫	৩-৩

নতুন পাওয়ারিন কাজ করে, যাচাই করা চিকিৎসা প্রণালীতে: অর্থাৎ, এতে আছে বহু রকমের ওষুধ — অল্প, নিরাপদ মাত্রায়। যন্ত্রণার সঙ্গে যে টান টান আড়ষ্ট ভাব থাকে তাও সারিয়ে দিয়ে পাওয়ারিন আপনাকে বাড়তি আরাম দেয়। এতটুকু ছোট্ট পাওয়ারিন ট্যাবিউল অথচ আরাম দেয় কত বেশী! ট্যাবিউল হ'ল, ক্যাপসিউল আকারের ট্যাবলেট, যা খুব সহজে গেলা যায়।

মাথাধরা, দাঁতব্যথা, পেশীব্যথা এবং সর্দ্দি ও ফ্লু'র কষ্টের জন্যে

ট্রেড মার্কের রেজিষ্ট্রীকৃত ব্যবহারকারী : জেফ্রি ম্যানার্স এণ্ড কোং লিঃ

পাওয়ারিন জয় করে যন্ত্রণাকে

P-B-154 BM

নতুন চুল আবার মাথা ভরে উঠবে

গোপন ফরাসি পদ্ধতির দ্বারা সম্ভব

ল্যাবরেটারিতে পরীক্ষার ফলে জানা গেছে যে, মাথার ত্বকের নীচে গ্ল্যাণ্ড-গুলিতে যে অ্যামিনো অ্যাসিড আছে তাকে সুস্থিত ও সক্রিয় করলে মাথায় চুল গজাবে এবং স্বাভাবিক অবস্থাতেই তা থাকবে।

গোপন একটি ফরাসি পদ্ধতির ফলশ্রুতি হল "ভাইটেক্স" যার সাহায্যে চুলের গোড়া শক্ত হয় এবং ত্বক সজীব করে নতুন চুল গজাতে সাহায্য করে। এই ভাইটেক্স চুলের মূলে পৌঁছে অভ্যন্তরে প্রবেশ করে হানিকর পদার্থ থেকে মুক্ত করে নতুন চুল ওঠার ক্ষেত্র প্রস্তুত করে। চুল পড়ে যাবার তিন মাসের মধ্যে নতুন চুল ওঠে; অতএব ফল পেতে হলে অন্তত তিন মাস ভাইটেক্স ব্যবহার করতে হবে।

ভাইটেক্স-এর বৈশিষ্ট্য হল যে, দুষ্প্রাপ্য শিকড়, বাকল ও ভেষজের সারবস্তু নিয়ে নিজস্ব একটি পদ্ধতিতে এটি তৈরি করা হয়, এবং তারপর সাধারণভাবে ব্যবহারের জন্যে বিশেষ-ভাবে রূপান্তরিত করে একে শিশিতে ভর্তি করা হয়। এর সক্রিয় অংশটি নিষ্কাশিত করতে প্রচুর ব্যয় হয় কিন্তু সারা পৃথিবীতে জনপ্রিয়তা অর্জন করার ফলে ব্যবসায়িক ভিত্তিতে ভাইটেক্স তৈরি করা সম্ভব হয়েছে।

চুলের গোড়ার পুষ্টিসাধনে, পাতলা বা উঠে-যাওয়া চুলের পরিবর্তে নতুন ও সতেজ কেশোদ্গমে ও টাকপড়া নিবারণে ভাইটেক্স অপরিহার্য।

ভিটামিনযুক্ত ভাইটেক্স ভারতবর্ষে কেশতৈল এবং পমেড (নন-গ্রিজি ঘনীভূত) আকারে পাওয়া যায়। বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে যখন নতুন চুল কিছুতেই উঠতে চায় না বা চুল পড়তেই থাকে সেই সময় পমেড অপরিহার্য।

সজীব ও উজ্জ্বল মাথাভর্তি চুলের জন্য ভাইটেক্স ব্যবহার করুন। বড় বড় দোকান বা ডাক্তারখানায় পাওয়া যায়। পারলিন-প্যারি'এর আর একটি জনপ্রিয় সামগ্রী শিল্কো-শ্যাম্পু মাথার চুল পরিষ্কার করতে অদ্বিতীয়। চুলের সঠিক যত্নের জন্যে ভাইটেক্স আর শিল্কো একই সঙ্গে কিনুন।

পশ্চিমবঙ্গ, বিহার, আসাম ও ওড়িশার ডিস্ট্রিবিউটর :
এম জি সাহনি অ্যাণ্ড কোং (ক্যাল) প্রাঃ লিঃ
৩ চিত্তরঞ্জন অ্যাভিনিউ, কলিকাতা-১৩

মেয়েদের পছন্দ আমাদের চাইতে বেশী কে জানে

জল্ জলে প্রিন্টস, চোখ ধাঁধানো পাড়,
হাজার রঙের মেলা, বসন্তের ফুলের
মত নরম, হাওয়ার মত হালকা।
আমরা জানি, আপনার রুচি নিত্য নূতন।

একবার চেয়ে দেখুন, পলিয়েষ্টর/কটন, সুইস্
ভয়েল, ফুল ভয়েল কত রকমারী শাড়ী।
চঞ্চল আবেগে যদি প্রাণ চায়,
সব তুলে নিন, অবাক হব না।

বোম্বে ডাইং

পশ্চিমবঙ্গ, ওড়িশা ও আসামের ডিস্ট্রিবিউটর্স : হনুৎমল রাওয়াৎমল (টি) অ্যাণ্ড কোং, ৬১, ক্রস স্ট্রীট, কলিকাতা।
কোম্পানির নিজস্ব খুচরা দোকান : দি বার্গেন কাউণ্টার, দি বোম্বে ডাইং অ্যাণ্ড ম্যানুঃ কোং লিঃ, ১৩-এ, রাসেল স্ট্রীট, কলিকাতা।
নিজস্ব স্টকিস্টস : নবীন, ২১, হরিশ মুখার্জী রোড, কলিকাতা-২৫; মেঘদূত, ৫এ, কালাকার স্ট্রীট, কলিকাতা-৭; সীমা, ১০৭, এস পি মুখার্জী রোড, কলিকাতা-২৬; ফেলপস অ্যাণ্ড কোং প্রাঃ লিঃ, ২১, ওল্ড কোর্ট হাউস স্ট্রীট, কলিকাতা-১; রাধিকা, নয়া সড়ক, কটক; আনন্দ, স্টেশন রোড, ডিব্রুগড়; আনন্দ, স্টেশন রোড, পোঃ অঃ তিনসুকিয়া; প্রিয়া, নং ৪, অন্নপূর্ণা মার্কেট, বহরমপুর-১; লক্ষ্মীনারায়ণ ক্ষেত্রীদাস, মেন রোড, রৌরকেলা, ওড়িশা; নীলকমল, সেবক রোড, পোঃ অঃ শিলিগুড়ি; সোনালি, সেক্টর নং ৫, শপ নং ২০, রৌরকেলা।
বিহারের ডিস্ট্রিবিউটর্স : কোছার টেক্সটাইলস, একজিবিশন রোড, পাটনা-১, ফোন : ২১৫৬৪।
নিজস্ব স্টকিস্ট : কল্পনা, একজিবিশন রোড, পাটনা-১; স্টাইল অ্যাণ্ড ফ্যাশন, বড়াবাজার, দ্বারভাঙ্গা; রাজশ্রী, আপার বাজার, রাঁচি; অ্যাম্বার, কল্যাণী, মজঃফরপুর; কমলাপ্রসাদ জগলাল, ঝরিয়া, বিহার; সোনা এজেন্সিজ, ৩০, সিভিক সেণ্টার, ভিলাই

আনন্দবাজার পত্রিকা প্রাঃ লিঃ-এর পক্ষে ৬নং প্রফুল্ল সরকার স্ট্রীট কলিকাতা—১ আনন্দ প্রেস থেকে শ্রীরামকৃষ্ণ ঘোষ কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।
সম্পাদক—শ্রীঅশোককুমার সরকার